

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন,
জোড়াসাঁকো ।

ছাপা হইতেছে—প্রতীক্ষা করুন

"অদৃষ্ট" নাটক লেখকের

আর একখানি ভাবপূর্ণ নাটক

সন্ধ্যা

[বিজয় বসন্ত]

এই নাটক শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলে

অতীব যশের সহিত অভিনীত

ইহাতে সেই—

জয়সেন, বিজয়, বসন্ত, কমল,

রঘুদেব, আনন্দরাম, বীরসিংহ,

গজেন্দ্র, লম্বোদর, কমলা,

দুর্জ্জয়ময়ী, শান্তা, দুলতা,

প্রভৃতি সবই আছে

মূল্য ১।৹ মাত্র।

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কলিকাতা।

অদৃষ্ট

নাটক

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ-প্রণীত

(ষষ্ঠী অপেরা পার্টি কর্তৃক অভিনীত)

কলিকাতা ;
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, জোড়াসাঁকো
১৩২৮

মূল্য ১।০ মাত্র।

Published by R. C. Dey for PAUL BROTHERS & Co
7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.
PRINTED BY B. G. DEV, "METCALFE PRESS"
79 Balaram Dey's Street, Calcutta.

1921

বঙ্গ-নাট্যসমাজের যুগান্তরকারী

অমরকবি

স্বর্গীয় ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মহাশয়ের উদ্দেশে

এই

"অদৃষ্ট"

নাটকখানি

উৎসর্গীকৃত

হইল

ভূমিকা।

প্রধান নাট্যকার শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "অদৃষ্ট" নাটক আজ প্রায় চারি বৎসর কাল ষষ্ঠী-অপেরাপার্টিতে মহাসমারোহে অভিনীত হইতেছে; তথাপি নিত্য-নূতন বোধে অতুল আগ্রহে নাট্যামোদীগণ ইহার অভিনয় উপভোগ করিতেছেন। ইহার যশঃ-সৌরভে দিগ্দেশ আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে, সর্ব্বদা সর্ব্বথা সর্ব্বলোকমুখে ইহার প্রশংসা মুখরিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত অঘোর বাবুর নাটকের পক্ষে ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে; কারণ বর্ত্তমান কালে তিনিই একমাত্র কৃতবিদ্য প্রবীণ নাট্যকার—আভিনয়িক সর্ব্ববিধ নাটক প্রণয়নে তিনি সিদ্ধহস্ত। রস-রচনায়—নবরস অবতারণায় তাঁহার পাকা হাতের পাকা চাল দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহার নাটকে যেমন একদিকে বীর ও রৌদ্ররসের ভীষণ বজ্রনির্ঘোষ, অপর দিকে তেমনি করুণরসের নির্ঝর ঝর্ ঝর্ ঝরিতেছে! একদিকে যেমন বীভৎস রসের গলিতশবের পূতিগন্ধময়, নরকঙ্কাল-কণ্টকিত রৌরব নরক-নিবাস, অপর দিকে তেমনি ভক্তিভাবময় শান্তরসের নন্দনকাননজাত পারিজাত সুষম কুসুম-সুবাস! একদিকে যেমন আদিরসের প্রেম-পরিমল-ভরা মৃদুল মলয় মারুত-হিল্লোল, আর একদিকে তেমনি হাস্যরসের রঙ্গরসে ব্যঙ্গভরা সমুদ্র-কলকল্লোল! একদিকে যেমন ভয়ানক রসের বিকট-বিত্রাস, আর একদিকে তেমনি অদ্ভুত রসের বিচিত্র-বিলাস! বিশেষতঃ তিনি তাঁহার সকল নাটকের মধ্যে করুণরসের এমন একটি মন্দাকিনীধারা বহাইয়া দেন যে, নিতান্ত নিষ্ঠুরের পক্ষেও রোদন সম্বরণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠে—পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া অজস্রধারে অশ্রুপাত হইতে থাকে; তদ্বিরচিত "হরিশ্চন্দ্র" "অনন্ত-মাহাত্ম্য" "সংসার-চক্র" "চন্দ্রকেতু" "সতী" "সৎ-মা" প্রভৃতি নাটক তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়; অথচ তাঁহার নাটকগুলি অতি সহজে অভিনয় করা যায়। সহস্র সহস্র গ্রাহকের আগ্রহে আজ তাঁহার "অদৃষ্ট" নাটক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, এখন সাধারণের প্রীতিপ্রদ হইলে সকল শ্রম সফল হইবে।

২৭শে বৈশাখ, ১৩২৭ সাল
অক্ষয়তৃতীয়া।

প্রকাশক।

কুশীলবগণ

পুরুষ

পুরঞ্জন	...	...	পাঞ্চালরাজ
বীরসেন	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র।
ধীরসেন	...	...	ঐ কনিষ্ঠ রাজপুত্র।
শূরসেন	...	...	ঐ, ছোটরাণীর গর্ভজাত।
পূর্ণানন্দ স্বামী	...	...	রাজগুরু।
সুরথসিংহ	...	...	পাঞ্চাল-সেনাপতি।
দুর্দ্দান্তসিংহ	...	...	ঐ সহকারী-সেনাপতি।
প্রেমচাঁদ	...	...	রাজবন্ধু।
দয়ালচাঁদ	...	...	ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ।
গোরাচাঁদ	...	...	ছদ্মবেশে অদৃষ্ট।
ভৈরবানন্দ	...	...	কাপালিক।
হোসেন-আলি	...	...	মরক্কোরাজ।
চণ্ডবেগ	...	...	ঐ সেনাপতি।
রংদার-উল্লা	...	...	ঐ মোসাহেব।

রোমজান (নবাব-বয়স্য), ভাণ্ডায়ণ (কাপালিক শিষ্য), প্রহরী, দূত, প্রতিহারী, পরিচারক, বান্দা, যোধমল (সৈনিক), পারিষদগণ, প্রজাগণ, যুবকগণ, হিন্দু ও যবন সৈন্যগণ, স্তুতিপাঠকগণ, শিষ্যগণ, বালক-গণ, প্রভৃতি।

স্ত্রী

কমলা	...	...	পাঞ্চাল-রাজরাণী।
পিঙ্গলা	...	...	ঐ ছোটরাণী।
অজিতা	...	...	ঐ রাজকন্যা।

বাঁদী, বীরাঙ্গনাগণ, নাগরিকাগণ, বাইজীগণ, ইত্যাদি।

অদৃষ্ট।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ।

ভয়কম্পিতা রঞ্জিতার দ্রুতবেগে প্রবেশ তৎপশ্চাৎ উদ্যত
ছুরিকা হস্তে বেগে ক্রুদ্ধমূর্ত্তি-চণ্ডবেগের প্রবেশ।

চণ্ড। কোথায় পলাবি, মুখরা রমণি!

[রঞ্জিতার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করণ]

রঞ্জিতা। উঃ—[পতন ও মূর্চ্ছা]।

[চণ্ডবেগের প্রস্থান।

সহসা শিষ্যদ্বয় সহ ভৈরবানন্দ কাপালিকের প্রবেশ।

ভৈরব। শিষ্যদ্বয়, শীঘ্র সন্ধান ক'রে দেখ, এইদিক হ'তেই আর্ত্তনাদ শোনা গিয়েছে। আমি যেন দূর হ'তে দেখ্‌লেম, তাহার আর কোন রমণী মূর্ত্তির পশ্চাৎ কোন ভীমকায় পুরুষ ধাবিত হ'য়ে এইদিকে এসেছে।

শিষ্যদ্বয়। [রঞ্জিতাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে] এই দেখুন, গুরুদেব!

ভৈরব। [স্বগত] যা ভেবেছি—তাই। রমণীই বটে। দেখি, জীবিতা কি না। [বক্ষে হস্ত দিয়া] না—এখনও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ক্রিয়া চল্‌ছে ; বাঁচ্‌বার আশা আছে। যে ভাবে হ'ক্, বাঁচাতেই হবে। এতদিন হ'তে যা অনুসন্ধান কর্‌ছিলাম, মা করালী আজ তা মিলিয়ে দিলেন। ওঃ, বক্ষঃস্থল দিয়ে প্রবলবেগে রক্তধারা বেরুচ্ছে! রক্ত রোধ না কর্‌তে পার্‌লে ত বাঁচান যাবে না। আচ্ছা—[বন্যলতাপাতা লইয়া করতলে পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রদান] হাঁ—এইবারে রক্ত নিবারণ হয়েছে। [প্রকাশ্যে] শিষ্যদ্বয়!

শিষ্যদ্বয়। আজ্ঞে?

ভৈরব। এই মুহূর্ত্তে অতি সাবধানে এই মূর্চ্ছিতা রমণীকে নিয়ে আমার আশ্রমে রক্ষা কর। দেখো যেন, খুব সাবধান, খুব সতর্ক, রমণীর দেহ যেন কিছুমাত্র সঞ্চালিত না হয়।

[রঞ্জিতার দেহ সন্তর্পণে বহন করিয়া
ধীরে ধীরে শিষ্যদ্বয়ের প্রস্থান।

ভৈরব। ভৈরবানন্দ! এতদিনে বুঝি তোর কঠোর সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়।

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

কতিপয় সৈন্যসহ সুরথসিংহের প্রবেশ।

সুরথ। ক্ষর কর, সৈন্যগণ,
পাতি পাতি করি' বন অন্বেষণ।
নিবিড় অরণ্য এই—,
পশিয়াছে চণ্ডবেগ নিশ্চয় হেথায়।
রেখেছে লুকায়ে কোথা দস্যু, রঞ্জিতারে।

আজি যদি নাহি পারি
উদ্ধারিতে রঞ্জিতা-কুমারী,
তা হ'লে—তা হ'লে - হায়,
পবিত্র পাঞ্চাল-কুলে পড়িবে কালিমা!
অতঃপর পাঞ্চাল-রমণীকুল,
নারিবে দেখাতে মুখ লোকের সমাজে।
তাই বলি, বীরগণ!
প্রাণপণে গিরিবন কর অন্বেষণ,
নিশ্চয় পাইবে হেথা পাঞ্চাল-নন্দিনী।

[সৈন্যগণের প্রস্থান।

হায়, মহারাজ!
মায়াবিনী নারীর কুহকে পড়ি'
জ্ঞান বুদ্ধি সব দিলে বিসর্জ্জন!
যে পৌরুষে একদিন
উঠেছিলে অতি উচ্চ মহত্ত্ব-শিখরে,
যে পুণ্য গৌরবে
করেছিলে একদিন গর্ব্বিত পাঞ্চালে,
আজি, হায়! সেই তুমি—
কত ঘৃণ্য—কত হেয় কত বা লাঞ্ছিত!
আজি হায়, সেই তুমি
কত উচ্চ হ'তে—একি অধঃপাত!
যে তব পবিত্র নাম করি' উচ্চারণ,
সুপ্তোত্থিত হ'ত সবে প্রত্যহ প্রত্যূষে,
আজি সেই নাম তব অযতনে,

পথি মাঝে ধূলায় লুটায়,
এ হ'তে কি আছে আর ঘোর পরিতাপ !
পুনঃ আজি কি দুর্দ্দৈব, হায় !
ছিদ্রান্বেষী শত্রু তব যবন-সম্রাট্,
সেনাপতি তার ছদ্মবেশে পশি' অন্তঃপুরে,
হরিলা পাপিষ্ঠ দস্যু তব দুহিতারে ;
তবুও নিদ্রিত তুমি বিলাস-শয়নে।
তবুও মেলো না আঁখি, অচৈতন্য প্রায় !
হায় নারী ! কালসর্পী তুই,
তব বিষানলে দগ্ধ মৃতপ্রায় রাজা।

সহসা গোরাচাঁদের প্রবেশ।

গোরাচাঁদ— গান।

তোদের রাজা মর্‌লো ওই কাল্‌-সাপিনীর বিষে।
তাই ত অমন মুদে নয়ন, ক'রে শয়ন,
আছে হারিয়ে সব দিশে ॥
সে কি যেমন-তেমন মেরেছে ছোবল্,
সেই বিষের ধারা, ধারা ব'য়ে গড়াচ্ছে কেবল,
মাথার মগজ ধ'রে বাধিয়েছে গোল্,
কার রক্ষা পাবে বল্ কিসে।
শুধ্ রাজা গেলে গোল্ ত থাক্‌ত না,
একে একে যাবে সবে আছে যত জনা,
চেয়ে কাল্‌-সাপিনীর দেখ্ কারখানা,
(যাবে) তার বিষের ঢেউয়ে সব ভেসে ॥

[প্রস্থান।

সুরথ। [সবিস্ময়ে] কে এই দৈব পুরুষ! এ যে পাঞ্চাল-রাজ্যের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান অবস্থা সব ব'লে গেল! হায়! তবে কি সত্য-সত্যই পাঞ্চাল রাজ্য ধ্বংসের অতলগর্ভে ডুবে যাবে? হা রাক্ষসী রমণি? তোর জঠরানল নির্ব্বাণ কর্‌বার জন্যই কি পাঞ্চাল-রাজ্যে প্রবেশ ক'রেছিলি! তোরই দারুণ পিপাসা কেবল মাত্র এই পাঞ্চালবাসীর শোণিত-ধারায় পূর্ণ হবে? যাক্, সে আক্ষেপ এখন বৃথা! কৈ, এখনও ত অনুসন্ধানকারী সৈন্যগণ কেহ রাজকুমারীর সন্ধান নিয়ে ফিরে এলো না; তবে কি পাপিষ্ঠ চণ্ডবেগ রাজকুমারীকে নিয়ে স্বদেশে পলায়ন কর্‌লে? হায় রঞ্জিতা! তোমার ভাগ্যে এই ছিল!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পাঞ্চাল-অন্তঃপুর।

পিঙ্গলার প্রবেশ।

পিঙ্গলা। মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা তুমুল ঝড় উঠিয়ে দিয়ে পাঞ্চাল রাজ্যকে বিশৃঙ্খল ক'রে তুলেছি। যবন-রাজ-সেনাপতি চণ্ডবেগের সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্র ক'রে রঞ্জিতাকে হরণ করান আমারি কৌশল। আমার চিরসঞ্চিত গুপ্ত বাসনাকে কার্য্যে পরিণত কর্‌বার এই প্রথম সূত্রপাত। জানি, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে পর্ব্বত প্রমাণ বাধা-বিঘ্ন সব অটলভাবে দণ্ডায়মান, তথাপি দৃক্‌পাত কর্‌ব না, তথাপি বিচলিত

হব না ; তথাপি পশ্চাৎপদ হব না। এই দৃঢ়তাকে অতি যত্নের সহিত জীবনের সহচরী ক'রে রেখেছি। সমগ্র পাঞ্চালবাসী একসঙ্গে মিলিত হ'লেও আমার এ দৃঢ়তার বন্ধন শিথিল করতে সমর্থ হবে না। পৌরুষ-দৃপ্ত পুরুষবর্গকে দেখাব যে, রমণী ইচ্ছা করলে জগতে অতুল শক্তির পরিচয় দিতে পারে, রমণী ইচ্ছা করলে তার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত ক'রে পুরুষকে বাম পদতলে নিস্পেষিত করতে পারে, রমণী ইচ্ছা করলে দাবাগ্নির মত জ্ব'লে উঠে, ধূমকেতুর মত ছুটে গিয়ে সংসারকে ভস্মস্তূপে পরিণত করতে পারে। কি করতে পারে, সেনাপতি সুরথসিংহ ? তোমার ঐ মুষ্টিবদ্ধ দৃঢ় তরবারি পিঙ্গলা তৃণপত্রের মত শতখণ্ডে বিভক্ত ক'রে ফেলতে পারে ; তোমার ঐ বীরত্বব্যঞ্জক মস্তক প্রয়োজন হ'লে পিঙ্গলা তার বামপদে ধূলিকণার মত পিষে ফেলতে পারে। সময় হ'লে এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনে পিঙ্গলা কখনও নিরস্ত থাকবে না। যে আগুন পাঞ্চালে জ্বালিয়ে তুলেছি, আগে তারই নির্ব্বাণ ক'রে দেখ্, কত শক্তির প্রয়োজন হয় ! এই ত কেবল সূচনা, এখন ত পিঙ্গলা যবনিকার অন্তঃরালে থেকে কেমন বুদ্ধি কৌশলে কার্য্য আরম্ভ করেছে ; যখন প্রয়োজন হবে—আবশ্যক বোধ করবে, তখন পিঙ্গলার ভীমা মূর্ত্তি দেখে স্তম্ভিত হ'তে হবে। তখন পিঙ্গলার এই মোহিনী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে ভীষণা দানবীমূর্ত্তি দর্শন ক'রে সভয়ে থরথর কাঁপ্‌তে থাকবে। রাজাকে ত অঙ্গুলি-চালিত যন্ত্র-পুত্তলিকা রূপে পরিণত করেছি, বিলাসের সরোবরে দিবানিশি ডুবিয়ে রেখেছি, শিক্ষিত পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত ক'রে সুরার তরঙ্গে হাবু-ডুবু খাইয়ে রেখেছি ; আর তার মাথা তুলে রাজ্যের দিকে চাইবার শক্তি রাখি নাই। এই যে দুর্দ্দান্তসিংহ এসে উপস্থিত। এস, তোমাকেই এখন চাই।

দুর্দ্দান্ত সিংহের প্রবেশ।

কখন্ ফির্‌লে, দুর্দ্দান্ত?

দুর্দ্দান্ত। এইমাত্র।

পিঙ্গলা। সেনাপতি?

দুর্দ্দান্ত। সেও ফিরেছে।

পিঙ্গলা। ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে?

দুর্দ্দান্ত। নিশ্চয়ই।

পিঙ্গলা। যবনরাজ সেনাপতি চণ্ডবেগ, রঞ্জিতাকে তা হ'লে মরোক্কোরাজ্যেই নিয়ে গেছে?

দুর্দ্দান্ত। না, সে পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারে নি, বনমধ্যেই ছুরিকাঘাতে রঞ্জিতাকে নিহত ক'রে গেছে।

পিঙ্গলা। সে কি!

দুর্দ্দান্ত। রঞ্জিতা নিতান্ত অবাধ্যতা প্রকাশ করায়, বিশেষতঃ যৎপরোনাস্তি কটূক্তি বর্ষণে ক্রুদ্ধ চণ্ডবেগ তাকে হত্যা ক'রে চ'লে গেছে।

পিঙ্গলা। না, হত্যা করাটা ভাল হয় নাই। তা হ'লে যে সেনাপতি স্বরথ সিংহের সব আশাই নিঃশেষ হ'য়ে গেল। তা হ'লে আর তাকে দ'গ্ধে দ'গ্ধে মারা গেল কই? ছিঃ দুর্দ্দান্ত! তোমরা সব প্রকাণ্ড নির্ব্বোধ—তোমরা কার্য্যের গুরুত্ব কিছুই বুঝ্‌তে পার না।

দুর্দ্দান্ত। যতদূর চেষ্টা কর্‌বার, তা যবন সেনাপতি কর্‌তে ত্রুটি করে নি, কিন্তু কিছুতেই রঞ্জিতাকে সম্মতা করান গেল না, শেষে পথিমধ্যে এক বৃক্ষ শাখাকে রঞ্জিতা এমনভাবে মুষ্টিবদ্ধ ক'রে ফেল্‌লে যে, কিছুতেই তার সেই দৃঢ়মুষ্টি বৃক্ষশাখা হ'তে বিচ্যুত করা গেল না, অধিক বিলম্বে পশ্চাৎ ধাবিত সেনাপতি এসে উপস্থিত হ'তে পারে, ব'লেই বাধ্য হ'য়ে তাকে হত্যা কর্‌তে হয়েছে।

পিঙ্গলা। সুরথসিংহ গিয়ে রঞ্জিতার মৃতদেহ দেখ্‌তে পেয়েছিল ?

দুর্দ্দান্ত। অনেক অনুসন্ধান করেছিল, কিন্তু আর পাওয়া গেল না। বোধ হয়, কোনও শবভোজী শ্বাপদে তার দেহ স্থানান্তরিত ক'রে ভক্ষণ করেছে।

পিঙ্গলা। আরও সন্দেহের কথা। আচ্ছা, সুরথসিংহ কি জান্‌তে পেরেছে যে, রঞ্জিতাকে হত্যা করা হয়েছে ?

দুর্দ্দান্ত। না, সেনাপতির বিশ্বাস, চণ্ডবেগই রঞ্জিতাকে যবন-রাজ্যে নিয়ে গেছে।

পিঙ্গলা। তুমি কি প্রকাশ্যভাবেই চণ্ডবেগের সঙ্গে ছিলে ?

দুর্দ্দান্ত। না, তার আমি দূরে দূরে ছায়ার ন্যায় অন্যের অলক্ষিতভাবে ছিলাম।

পিঙ্গলা। আচ্ছা, তুমি যাও এখন, প্রয়োজন মত আমি তোমায় পুনরায় আহ্বান করব।

দুর্দ্দান্ত। ভুলে যাচ্ছ, পিঙ্গলা! যা বল্‌বে বলেছিলে ?

পিঙ্গলা। কিছুই ভুলি নাই। তুমি যথা সময়ে সব জান্‌তে পার্‌বে। এখন স্থানান্তরে যাও। সেনাপতির গতিবিধি লক্ষ্য কর গে।

দুর্দ্দান্ত। আজই কিন্তু বল্‌বার কথা ছিল, পিঙ্গলা; আমি সেই আশাকেই বুকে ক'রে তোমার কাছে এসেছিলেম।

পিঙ্গলা। যাও—নিতান্ত অধীর তুমি। এখন আমি অন্য চিন্তায় ব্যস্ত।

[দুর্দ্দান্ত সিংহের প্রস্থান

নির্ব্বোধ দুর্দ্দান্ত! পিঙ্গলার বুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করা তোমার মত মূর্খের কর্ম্ম নয়। তোমাকে আমি যে প্রলোভনের বংশী শুনিয়ে বশীভূত করেছি, যে কৃত্রিম প্রেমের অভিনয় দেখিয়ে তোমাকে যন্ত্র-পুত্তলিকা

ক'রে তুলেছি, আমার যে রূপের অনল দেখে তুমি পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছ, সাধ্য কি যে, তুমি আমার বশ্যতা অস্বীকার কর্‌তে পার! এইরূপ ক'রে তোমাকে ভল্লুকের মত নাচিয়ে নিয়ে আমার সমস্ত কার্য্য উদ্ধার ক'রে নেব। ঘোরতর মূর্খ তুমি তাই এই পিঙ্গলার প্রেম কামনা কর! পিঙ্গলা রাক্ষসী হ'তে পারে, দানবী সাজ্‌তে পারে, পিশাচিনী মূর্ত্তি ধর্‌তে পারে, কিন্তু—কিন্তু পিঙ্গলা কখনও ব্যভিচারিণী হবে না। তবে প্রয়োজন মনে কর্‌লে ব্যভিচারিণী কেন, তা হ'তেও যদি কোন মহাপাপিনী থাকে, তা'হ'লে তার অভিনয়ও আমাকে দেখাতে হবে। এই যে শূরসেন আস্‌ছে, এখন মাতৃমূর্ত্তি ধারণ করি। এই শূরসেনের জন্যই আমার এইবার ষড়্‌যন্ত্র-জাল-বিস্তার। সপত্নী পুত্রকে বিনষ্ট ক'রে শূরসেনকেই পাঞ্চাল-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

শূরসেনের প্রবেশ।

শূর। মা!

পিঙ্গলা। বাবা!

শূর। রঞ্জিতা দিদির কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। সেনাপতি মহাশয় ফিরে এসেছেন। বড়মা ধূলায় প'ড়ে কাঁদ্‌ছেন, দাদা বীরসেন আর ভাই ধীরসেনও কত কাঁদ্‌ছে, রঞ্জিতা দিদির জন্য আমারও বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে! রঞ্জিতা দিদি আমাকে কত ভালবাস্‌তো। হাঁ মা, আর কি দিদিকে পাওয়া যাবে না?

পিঙ্গলা। দস্যুতে যখন চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, তখন না পাওয়ারই সম্ভাবনা। কি হবে, আমিও তাই ভাব্‌ছি।

শূর। কৈ মা, তুমি ত কাঁদ্‌ছ না? রঞ্জিতা দিদির জন্য তোমার ত মন কেমন কর্‌ছে না?

সহসা গোরাচাঁদের প্রবেশ।

গোরাচাঁদ।— গান।

কাঁদবে কি ওর চোখে নাই ত জল।
ঐ দেখ-না চেয়ে দুচোখ দিয়ে (কেবল) বেরুচ্ছে অনল॥
ওযে কালসাপিনীর মুখে ভরা বিষ,
কালসাপ নিয়ে খেল্‌ছিস্ তবু চিন্‌তে ত নারিস্,
চিন্‌বি যেদিন বুঝ্‌বি সেদিন,
যেদিন ঢাল্‌বে বিষম হলাহল।

[বেগে প্রস্থান।

শূর। তোমাকে ও কে এসে কি ব'লে গেল, মা?

পিঙ্গলা। ও একটা পাগল, যা মুখে এলো—তাই ব'লে গেল, ওটা ঐরূপই ব'কে বেড়ায়। [স্বগত] কোন্ পথেই বা এলো, আবার কোন্ পথেই বা মিশে গেল—কে এ? আমার মনের ভাবগুলি এ কেমন ক'রে জান্‌তে পার্‌লে? কোনও দৈবশক্তি না কি? যেই হ'ক্, আজই সন্ধান নিতে হচ্ছে। যদি কোনও ছদ্মবেশী শত্রু হয়, তা'হ'লে ত ওর মৃত্যু দেখ্‌ছি অনিবার্য্য।

শূর। চুপ্ ক'রে কি ভাব্‌ছ, মা? ঐ পাগলের কথা?

পিঙ্গলা। না, কিছুই ভাব্‌ছি না। চল শূরসেন! তোমার দিদিকে সান্ত্বনা করি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রমোদ উদ্যান।

মদমত্ত রাজা পুরঞ্জনকে ধরিয়া পারিষদগণের প্রবেশ।

[রাজাকে যথাস্থানে বসাইয়া দুইদিকে সকলে বসিলেন]

পুর। [মত্তভাবে] এটা কোন্ কুঞ্জবন, বন্ধু সব ?

১ম পা। আজ্ঞে মহারাজের নব-কুঞ্জবন।

পুর। এখানকার কৃষ্ণ তবে কে ?

১ম পা। এখানকার কৃষ্ণ মহারাজ স্বয়ংই।

পুর। আমি ? তা হ'লে আমার মানময়ী রাই কিশোরী কৈ ? আর সব সখীই বা কোথায় ?

১ম পা। এখনি এসে উপস্থিত হবে, মহারাজ!

পুর। বেশ বেশ! তা হ'লে আমি বাঁকা হ'য়ে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাতে সুরু করি ?

২য় পারি। আর আমরা তা হ'লে ধবলী শ্যামলীর দল হাম্বা হাম্বা রবে ডাকতে থাকি ?

পারিষদগণ। [একসঙ্গে] হাম্বা -হাম্বা —হাম্বা—

পুর। দূর মূর্খ যত! এটা যে কুঞ্জবন, এটা ত গোচারণের মাঠ নয় যে, এখানে ধবলী শ্যামলীরা হাম্বা হাম্বা করতে আসবে!

১ম পারিষদ। তাই ত বটে, তাই ত বটে, বড় ভুল করে ফেলেছি ত, আচ্ছা সবাই নিজের হাতে পাঁচ পাঁচ কাণমলা খাই।

পরিষদগণ। এই—এক—এই—দুই—এই তিন এই হ'ল চার, আর এইবার হ'ল পাঁচ। [স্ব স্ব কর্ণমর্দ্দন] ব্যাস্—প্রায়শ্চিত্তির হ'য়ে গেছে।

পুর। কৈ ? আমার রসময়ীরা সব কৈ ?

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—[নৃত্যসহ] গান।

ঝমকে ঝমকে চমকে চমকে, ঠমকে ঠমকে, রঙ্গ উঠিবে জমিয়া।
যৌবন ঢল ঢল, তরঙ্গ ছল ছল, প্রেমের সাগর যাইবে বহিয়া॥
হের চঞ্চল অঞ্চল মৃদুল সমীরে,
আকুলকুন্তল দোলে ধীরে ধীরে,
কঙ্কন ঝঙ্কারে (কত) পরাণ শিহরে,
রুণু রুণু বাজে নূপুর রহিয়া রহিয়া॥
হের কম্পিত অধর চুম্বন আশে,
ঢুলু ঢুলু নয়ন আধ-আধ হাসে,
রতিরসসাগরে নাগরে ভাসে,
নিমেষে আবেশে উঠিছে মজিয়া॥

পরিষদগণ। আরে বাহবা, বাহবা, চালাও, চালাও, হরদম্ চালাও।

[সকলের মদ্যপান]

পুরঞ্জন। সুন্দরীগণ! বেশ ক'রে একখানা বিরহ ধর ত।

নর্ত্তকীগণ।—[নৃত্যসহ]

গান।

শুধু আশার আশে আছি বাঁচিয়া।
তাহারি বিরহ সহি অহরহঃ সে অনলে মরি দহিয়া॥
নীরব যামিনী নীরব নিঃশ্বাসে,
যাপি মোরা তবু তাহারি আশ্বাসে,
যদি পুন ফিরি আসে, যতনে হৃদয় বাসে,
রাখিব গো তারে প্রেমপাশে বাঁধিয়া॥
আছে ভরা আঁখি জল, পাখালিব পদতল,
নিভাইব এ অনল চোখে চোখে রাখিয়া॥

পারিষদগণ। [ঘন ঘন করতালি দিয়া] কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ ! একবারে বাজীমাৎ—

পুরঞ্জন। অতি উত্তম, অতি উত্তম ! একবার কেউ প্রেমচাঁদকে ডাক্‌তে পার ? এমন সুন্দর গান শুন্‌লে তার নীরস প্রাণটা শীতল হ'যে যেত।

প্রেমচাঁদের প্রবেশ।

প্রেম। আজ্ঞে মহারাজ, আর ডাক্‌তে হবে না, এই যে গরীব বেচারা একবারে হুজুরে হাজির।

[পারিষদগণের একসঙ্গে উঠিয়া সম্মান প্রদর্শন]

পারিষদগণ। আসুন, আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হউক।

পুর। কে ও, প্রেমচাঁদ ? এস এস, তোমার কথাই হচ্ছিল, অনেক দিন বাঁচ্‌বে।

প্রেম। আজ্ঞে, বাঁচ্‌তে রাজী আছি, কিন্তু চোখ দুটো যদি না থাকে।

পুর। কেন—কেন—চোখ না থাক্‌বে কেন ?

প্রেম। আজ্ঞে না, ও দুটো বড় পাজী। ঐ দুটোই যত মুস্কিল বাঁধায়।

পুর। তবে কি তুমি অন্ধ হ'য়ে বেঁচে থাক্‌তে চাও ?

প্রেম। আজ্ঞে হাঁ।

পুর। চক্ষু না থাকলে সংসারের সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌বে কি ক'রে ?

প্রেম। আর সৌন্দর্য্যের উপভোগে কাজ নাই; ঢের কর্ম্মভোগ ভোগা হয়েছে।

পুর। বল কি হে, এরই মধ্যে এমন বৈরাগ্য ! একবার ঐ

নর্ত্তকীসুন্দরীদের চাঁদ মুখের দিকে চেয়ে দেখ দেখি, একসঙ্গে কতগুলি চাঁদ এসে উদয় হয়েছে !

প্রেম। আজ্ঞে—ঐগুলি যাতে আর দেখ্‌তে না হয়, সেইজন্যই ত অন্ধ হবার কথা বল্‌ছিলেম।

পুর। তা হ'লে আর চক্ষুর সার্থকতা কি ? তুমি দেখ্‌ছি নিতান্ত মূর্খ।

প্রেম। তা বলুন দুঃখ নাই, কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবটা নিলেন কৈ ?

পুর। এখন তোমার সূক্ষ্ম ভাব রেখে একবার ঐ সুন্দরীদের সঙ্গীতসুধা পান ক'রে, নীরস প্রাণটাকে শীতল ক'রে ফেল।

১ম পারিষদ। [মদ্যপূর্ণ পাত্র লইয়া] এই পাত্রটা যো ক'রে টেনে নাও ত, দাদা ; ফুর্ত্তিটে প্রাণে বেশ জ'মে আসুক।

অন্যান্য পারিষদ। হাঁ—হাঁ নাও দাদা, নাও দাদা !

প্রেম। টেনে নেওয়া সোজা বটে, কিন্তু সোজা থাকাটা ত সোজা হবে না, বাবা !

১ম পারি। কিছু হবে না, লক্ষ্মী দাদা আমার ! একচুমুকে অগস্ত্য মুনির মত নিঃশেষ ক'রে ফেলে দাও দেখি।

প্রেম। ভস্মে ঘি ঢেলে আর কি হবে, বাবা, মজা পাবে না। ও যেমন চল্‌ছে, তেমনি চলুক।

পুর। নিতান্ত অরসিক।

১ম পারি। যদ্দূর হ'তে হয়—একেবারে বদ্‌রসিক !

২য় পারি। এমন ব্রহ্মাণ্ডে দেখি নি।

৩য় পারি। একবারে সৃষ্টির বাইরে।

পুর। তোমার নাম প্রেমচাঁদ রাখাটাই ঠিক হয় নি।

প্রেম। আজ্ঞে ওটা বাপ মার একটা প্রকাণ্ড ভুলই হ'য়ে গেছে।

১ম পারি। নাম রাখা উচিত ছিল, "শুষ্কং কাষ্ঠং।"

২য় পারি। তিষ্ঠত্যগ্রে।"

৩য় পারি। কটমট।

৪র্থ পারি। যেন পাণবের উপরে কুড়ুলের কোপ মারছে।

১ম পারি। একদম রস ভঙ্গ।

২য় পারি। দস্তুর মত।

৩য় পারি। নাচিয়েগুলো যেন একবারে কাঠ হ'য়ে গেল।

৪র্থ পারি। আর রস বেরুয় না।

১ম পারি। নিংড়লেও না।

১ম নর্ত্তকী। মহারাজ! আজ আমরা তবে আসি?

পুত্র। কি বল, হে পারিষদগণ!

১ম পারি। আজ আর জমছে না।

২য় পারি। ঐ বে-রসিক ব্যাটা প্রেমচাঁদই আজ সব মাটী ক'রে দিলে।

প্রেম। তবে যাও নর্ত্তকীগণ, আজ আর সুবিধা হবে না।

৪র্থ পারি। আজ্ঞে মহারাজ, যাবার সময়ে একখানা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ক'রে গেলে হ'ত না?

পুত্র। না, কালই হবে।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

সহসা গোরাচাঁদের প্রবেশ।

গোরা।—[রাজার প্রতি]

গান।

কবে ফুটবে তোমার আঁখি।
তোমায় ঘিরে ব'সে (যত) শ্যাল কুকুর সব
কর্‌ছে—কেবল খ্যাকাখেকি॥

তুমি অন্ধ হ'যে অন্ধকারে আছ নয়ন মুদিয়ে,
(তোমার) দুধ কলা দে' পোষা কাল-সাপ আছে (সব) ফণা তুলিয়ে,
আর দেরী নাই মার্বে ছোবল,
বলি সেটী মনে ভাব্‌ছ না কি ॥

[পারিষদ্‌গণের পরস্পর সন্দিগ্ধভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ]

পুর। আবার তুমি কে, হে বাপু।

গোরা।— [পূর্ব্বগীতাংশ]

(আমি) যেই হই না বল তোমার সে খবরে কি,
তোমার পাকা ঘরে সিঁদ কেটেছে সে খবর রাখ কি,
(তোমার) তোমার ঘরের লক্ষ্মী কর্‌লে চুরি
দিয়ে তোমায় বিষম ফাঁকি ॥

পুর। এ কি বলে ?

প্রেম। জিভ্‌টাকে ঠিক্ সাম্‌লে রাখ্‌তে পার্‌ছে না, তাই ঐ সব অনর্গল মুখ্ দিয়ে বেরুচ্ছে, বোধ হয়।

পুর। নিশ্চয় পাগল।

প্রেম। নইলে কি আর বল্‌তে সাহস পায় ?

গোরা— [পূর্ব্বগীতাংশ]

পাগল হ'য়ে পাগল বলে মজা মন্দ নয়,
(যেমন) অন্ধ ভাবে জগৎ শুদ্ধ (বুঝি) সবই অন্ধময়,
আমার মত পাগল হ'লে তবে বুঝ্‌তে
তুমি ওদের যত চালাকি ॥

পারিষদ্‌গণ। [একসঙ্গে মারিতে উদ্যত] বেরো বল্‌ছি, আর পাগ্‌লামি কর্‌বার জায়গা পেলে না !

গোরা।--   [পূর্ব্বগীতাবশেষ]

হাসি পায় দেখে এ সব পাগলের কাণ্ড,
যত পাগল জুটে সোণার রাজ্য কর্‌লে লণ্ডভণ্ড,
তোমায় বল্‌বে কি আর মাথা মুণ্ড,
তোমার কাণ্ডজ্ঞানের ঢের বাকী॥

[বেগে প্রস্থান।

পুর। প্রেমচাঁদ, ব্যাপারটা কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লে?

প্রেম। অমন সোজা ব্যাপারটা না বুঝে বোকা সাজ্‌তে কে চায় বলুন?

পুর। ঘরের লক্ষ্মী চুরি কর্‌বার কথাটা কি বল্‌ছিল?

পারিষদ্‌গণ। পাগলের এলো-মেলো কথা কেন ধর্‌ছেন, মহারাজ?

পুর। দেখি, প্রেমচাঁদ কি বলে।

প্রেম। রাজকন্যা রঞ্জিতার হরণ কর্‌বার কথাই বোধ হয়, ইঙ্গিতে ব'লে গেল।

পুর। [সবিস্ময়ে] রঞ্জিতার হরণ কি?

প্রেম। আজ্ঞে মহারাজ! পাপিষ্ঠ যবন-সম্রাট্ হোসেনআলি খাঁ'র সেনাপতি চণ্ডবেগ গত রজনীতে গুপ্তভাবে এসে রাজকন্যাকে চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছে।

পুর। অ্যাঁ--সে কি! তুমি বল কি, প্রেমচাঁদ?

প্রেম। আজ্ঞে যা প্রকৃত ঘটনা, তাই-ই বল্‌ছি।

পারিষদ্‌গণ। অসম্ভব--অসম্ভব--সম্পূর্ণই অসম্ভব।

১ম পারি। হ'তেই পারে না।

২য় পারি। আরে তা কেমন ক'রে হয়?

৩য় পারি। তাই ত--কেমন ক'রে হয়।

৪র্থ পারি। হয়ও যদি, তবে সে মিথ্যাকথা।

প্রেম। তা বটে—তা বটে, "হয়ও যদি, তবে সে মিথ্যাকথা।" এ হ'তে আর না হবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি হ'তে পারে? তাই বল্‌ছিলেম যে, বেশি দিন আরো যদি বেঁচে থাক্‌তে হয়, তা'হ'লে চক্ষু দুটা যেন না থাকে; এখন আবার তার সঙ্গে যোগ ক'রে দিচ্ছি যে, শ্রবণ শক্তিটাও যেন ঐ সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। নতুবা দিন দিন নিত্য নূতন এইরূপ সুযুক্তিমূলক অনেক রকম কথা শুনে বেড়াতে হবে।

পুর। তা' হ'লে নিশ্চয় বল্‌ছ, প্রেমচাঁদ, কথাটা সত্য?

প্রেম। আজ্ঞে, সত্যের মাপকাঠী হাতে থাক্‌লে এখনি মহারাজকে মেপে দেখিয়ে দিতে পার্‌তেম।

পুর। এ পর্য্যন্ত কেউ ত আমাকে এ সংবাদ দেয় নি।

প্রেম। আজ্ঞে সেটা সংবাদদাতাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানের একটা মস্ত বাহাদুরী বল্‌তে হবে বৈকি!

পুর। তুমিও ত বল্‌তে পার্‌তে।

প্রেম। বল্‌তে পারাটা বড় সোজা হ'ত না যদিও, তবুও বল্‌তে অবশ্য কসুর কর্‌তেম না। কিন্তু যাকে বল্‌ব, তিনি তখন তাতে ছিলেন না যে!

পুর। কোনও সন্ধান কেউ করে নি?

প্রেম। সেনাপতি এবং কুমার-বীরসেন অনেক চেষ্টা ক'রে অনুসন্ধান করেছেন, কিন্তু তাতে কোনই ফল হয় নাই।

পুর। এ যে বড়ই কলঙ্কের কথা—বড়ই বিস্ময়ের কথা!

প্রেম। সেটা এখন আপনি বিবেচনা ক'রে দেখুন।

পুর। কি ভীষণ ব্যাপার! আমারি সুরক্ষিত অন্তঃপুর হ'তে আমারি কন্যা—!

প্রেম। সুরক্ষিত কি অরক্ষিত, তারই খবর নেবার অবসরই বা মহারাজের কোথায়?

পুর। অন্তঃপুরে ত তা হ'লে বিষম আর্ত্তনাদ আরম্ভ হয়েছে?

প্রেম। হাঁ—নাদটা ঠিকই আছে, তবে কোথায়ও আর্ত্তনাদ, কোথায়ও হয় ত হাস্যনাদ।

পারিষদ্‌গণ। তা' হ'লে মহারাজ! আমরা এখন আসি।

[প্রস্থান।

পুর। "কোথা বড় আর্ত্তনাদ, কোথা বড় হাস্যনাদ" কি, প্রেমচাঁদ?

প্রেম। সংসারের গতিক যেমন। মনে করুন। কেউ যদি কারো ছেলেকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা দরকার মনে ক'রে, তাকে গুপ্ত-ভাবে বিষ খাইয়ে দেয়, তখন সেই বিষেই ধরুন, তার প্রাণনাশ হ'ল; তখন যার ছেলে মারা গেল, সে সেই ছেলের শোকে দারুণ আর্ত্তনাদ কর্‌তে লাগ্‌ল; আর যে বিষ খাইয়ে মারলে, সে তখন মহানন্দে হাস্য-নাদ কর্‌তে লাগ্‌ল।

পুর। তোমার কথার মর্ম্ম ত আমি হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌ছি নে, প্রেমচাঁদ! একটু পরিষ্কার ক'রেই বল-না কেন।

প্রেম। আরো ভেঙে বল্‌তে হবে? তবে শুনুন, এই রাজকুমারী রঞ্জিতাকে যে, এমন জাগন্ত রাজপুরী হ'তে কোথাকার যবন-সেনাপতি এসে, অক্লেশে নিঃশব্দে চুরি ক'রে নিয়ে গেল, এর মধ্যে কি কোনও গুপ্ত রহস্য নাই? এই রোমহর্ষণকর ঘটনার তীব্র অনল কি মহারাজের গৃহ-মধ্য হ'তেই জ্ব'লে উঠে নি, মনে করেন?

পুর। তাতে স্বার্থ?

প্রেম। আছে বই কি।

পুর। এ তোমার অনুমান, না প্রত্যক্ষ দর্শন?

প্রেম। অনুমানের দ্বারা যখন সংসারের অনেক মহামহা সত্যের আবিষ্কার হয়েছে, তখন অনুমানকেই বা ছেঁটে ফেল্‌বেন কি ক'রে ?

পুর। বড়ই জটিল সমস্যা! মস্তিষ্কের অবস্থা এখন ভাল নাই। চল, অন্তঃপুরে গিয়ে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হই গে।

প্রেম। চলুন যাচ্ছি, কিন্তু 'টুঁ' শব্দটি করব না। কেবল শুনে যাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নগরপথ।

নাগরিকাগণ।

নাগরিকাগণ।— গান।

ছি ছি গো ঘেন্নায় ম'রে যাই।
এমন ঘেন্নার কথা কেউ ত কখন কানে শোনে নাই॥
পিঁজরে ভেঙ্গে পাখী এবার দিয়েছে ঘুড়ুৎ,
আমরা হ'লে বন্ধ হ'ত—ধোপা নাপিত পুরুৎ,
(ওদের) মাকোড় মার্‌লে ধোকড় হয়" যে, জোর আছে লো তাই॥
বড় ঘরের কেচ্ছার কথা কইতে করে ভয়,
ঢাকে ঢোলে দিয়ে কিন্তু তার—উপ্‌মু দিবার সময় নয়,
চুপ্ চুপ্ কেউ ক'স্‌নে কথা, ঐ বুঝি কে আসছে ভাই॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

শোকাকুলা কমলার হাত ধরিয়া ধীরসেনের প্রবেশ।

ধীর।— গান।

আর কাঁদিস্ নে মা, মুছে দে নয়ন-ধারা।
অনাহারে হাহাকারে হ'লি যে পাগল পারা॥
হেরিলে মা তোর মুখ, বিদরে আমার বুক,
(ধৈর্য্য ধর্ মা) (আর কেঁদে কেঁদে কাঁদাস্ না মা)
(তোর ঐ মলিন মুখের দিকে চাইতে নারি)
দেখিতে না পারি মাগো, তোর ঐ নয়ন দুটী জলে ভরা॥
সহিতে এসেছ মাগো দুখের অশনি,
তুই যে মোদের চির দুখের দুখিনী জননী,
(বুক্ বেঁধে ফেল্ মা) (কঠিন পাষাণ দিয়ে)
(বাজের আঘাত বাজ্‌বে না আর)
সব হারালেও হ'স্ নে মা ধৈর্য্য-জ্ঞানহারা॥

কমলা। [দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া] সবই যে বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কিন্তু সহ্য কর্‌তে যে পার্‌ছি নে, বাবা! সন্তানের জন্যে মায়ের প্রাণ যে কেমন করে, সে এক মা বই কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বে না। আহা! লক্ষ্মী মা আমার—এমন লক্ষ্মী কি সংসারে আর কোথায় আছে? হা নারায়ণ! কোন্ অপরাধে তার অদৃষ্টে এই লাঞ্ছনা লিখেছিলে? এ হ'তে যে মৃত্যু হ'লেও তার ভাল ছিল। হায়! না জানি সোণার লতা রঞ্জিতা আমার, কোন্ রাক্ষসের হাতে প'ড়ে লাঞ্ছিতা হচ্ছে!

ধীর। শুনেছি, যবন-সেনাপতি দিদিকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।

কমলা। হায় মহারাজ! আজ তোমারি গৃহ হ'তে গৃহ-লক্ষ্মীকে

দস্যুতে হরণ ক'রে নিয়েছে, এ কলঙ্কের কথা, এ অপমানের কথা শুনে সহ্য ক'রে থাক্‌তে পারছ ত ? এই দুঃসংবাদ কি বজ্রের ন্যায় তোমার কর্ণে গিয়ে পৌঁছায় নি ? এই ভীষণ ঘটনা মুহূর্ত্তের জন্যও কি তোমার বিলাস-শয্যায় শায়িত দেহকে কাঁপিয়ে তুল্‌তে পারে নাই ?

ধীর। স্থির হ'-মা ! দাদা আর সেনাপতি মহাশয় আবার দিদির খোঁজ্ কর্‌তে বেরিয়েছেন, এইবার হয় ত দিদিকে তাঁরা নিয়ে আস্‌বেন।

কমলা। তেমন ভাগ্য কি আমার আছে, ধীরসেন ? আমি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পারছি, আর আমার রঞ্জিতার মুখ দেখ্‌তে পাব না। আর এ জীবনে আমার রঞ্জিতার মুখের মা ডাক্ শুনে এই দগ্ধ প্রাণ শীতল কর্‌তে পাব না।

শোকাকুল বীরসেনকে ধারণ করিয়া সুরথসিংহের প্রবেশ।

বীর। মা ! মা ! মা ! [রোদন]

কমলা। বুঝেছি, বীরসেন ! বল্‌তে হবে না, কমলার কপাল ভেঙেছে, কমলার সর্ব্বনাশের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে, হা রঞ্জিতা ! [পতন ও মূর্চ্ছা]

সুরথ। কুমার ! কুমার ! শীঘ্র মহাদেবীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ কর।

বীর। সে ইচ্ছা হচ্ছে না, সেনাপতি ! ইচ্ছা হচ্ছে কি জান, মায়ের এই মূর্চ্ছাই যেন আজ শেষ মূর্চ্ছায় পরিণত হয়। ওহো হো ! অভাগিনী মা আমার জীবনে কিছুমাত্র শান্তি পেলেন না। আজীবন কেবল দুঃখের চিতা বুকে ফেলে অভাগিনী পুড়ে পুড়ে ভস্ম হ'য়ে গেল ! রাজরাণী মা আমার, পথের ভিখারিণী হ'তেও দুঃখিনী। কুপুত্র আমরা জন্মেছিলাম, তাই একদিনের জন্যও মায়ের চক্ষু জলশূন্য কর্‌তে পার্‌লেম না !

সুরথ। বৃথা আক্ষেপে যখন কোন ফলই নাই, তখন আর সে দুঃখ

প্রকাশে লাভ কি, কুমার? এখন মহারাণী যাতে চৈতন্যলাভ করেন, সে উপায় কর, ধীরসেন। দেবীকে ব্যজন কর, ভাই! [ধীরসেনের ব্যজন]

বীর। চৈতন্য পেয়ে মা যখন রঞ্জিতার কথা জিজ্ঞাসা করবেন, তখন কোন্ মুখে বলব যে, প্রাণের রঞ্জিতা আমাদের যবন গৃহবাসিনী! কোন্ মুখে বলব যে, আমরা জাগ্রত-জীবিত থাক্‌তে রঞ্জিতাকে আমাদের গৃহ হ'তে দস্যুতে হরণ ক'রে নিয়ে গেল! অহো হো! সেনাপতি! এ দুঃখ এ কষ্ট—এ ঘৃণা,—এ কলঙ্ক যে মর্‌লেও ঘুচ্‌বে না, সেনাপতি! লোকসমাজে কেমন ক'রে এই কলঙ্কিত ঘৃণিত মুখ দেখাব, বল দেখি! আমাকে দেখ্‌লেই যে নগরবাসী বালবৃদ্ধযুবা সকলেই ইঙ্গিতে টিট্‌কারী দেবে, সকলেই ঘৃণার হাসি হেসে সম্মুখ হ'তে স'রে যাবে বল দেখি, ভাই! সে যন্ত্রণা—সে গঞ্জনা কেমন ক'রে সহ্য করব? হা রঞ্জিতা! হতভাগিনী! তোর কেন মৃত্যু হ'ল না?

ধীর। চুপ কর, দাদা! মা চোখ মেলেছেন।

কমলা। [সংজ্ঞালাভে উঠিয়া] চোখ দুটো কেউ তোরা আমার উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে পারিস্? শ্রবণ শক্তিটে কেউ তোরা আমার নষ্ট ক'রে দিতে পারিস্? আমি যে এ চোখ দিয়ে আর কারো মুখের দিকে তাকাতে পার্‌ব না। আমি যে এ কাণ দিয়ে আর কারো মুখে রঞ্জিতার কোন কুৎসার কথা শুন্‌তে পার্‌ব না। এ জীবনে যে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু রঞ্জিতার এ অপবাদের দারুণ শেল যে আমার এই ভাঙা বুকে বড় আঘাত করেছে রে, বাবা! আর যে পেরে উঠ্‌ছি নে, এ যে কি আঘাত —এ যে কি বিষের ঢেউ বুকের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, তা'ত কারেও বুঝাতে পার্‌ব না রে বাবা! একবার তোরা একটা চিতা আমাকে জেলে দেত দেখি, আমি সেই চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে এই বুকের আগুনটা মিশিয়ে দিয়ে যদি পরিত্রাণ পাই।

বীর। মা! তুমি প্রাণত্যাগ কর্‌লে, আমরা মাতৃহারা হ'ব বটে, তোমার মত স্বর্গাদপিগরীয়সী জননীর অভাবে মাতৃসম্বোধনের স্বর্গসুধা-পানে চিরবঞ্চিত হব বটে, তোমার মত স্নেহ-পীযুষ-নিস্যন্দিনী মন্দাকিনীর বিমল সলিল-ধারায় এই শুষ্ক জীবনকে স্নিগ্ধ-সরস কর্‌তে পার্‌ব না বটে, কিন্তু মাগো! তবুও পুত্র হ'য়ে আজ ভগবানের নিকট অকপটে তোমার মৃত্যুকামনা কর্‌ছি। কেন কর্‌ছি, কত কষ্টে কর্‌ছি, তাত তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ, জননি! তোমার শোকাশ্রু আর দেখ্‌তে পারি না, তোমার জীবনব্যাপী দুঃখ দেখে আর সহ্য কর্‌তে পারি না। মা গো, আমরা তোমার পুত্র নই—পরম শত্রু; আমাদের জন্যই চিরদিন তুমি কেবল কেঁদে কেঁদে জীবনপাত কর্‌লে। আমরাই তোমার চির সুখ, চিরশান্তির পথে বিষম কণ্টক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি। তাই আজ পুত্র হ'য়েও পাষাণে বুক বেঁধে পিশাচের ন্যায় নিজ গর্ভধারিণী জননীর চরণ সেবার পরিবর্ত্তে ঈশ্বরের নিকটে প্রাণখুলে তাঁর মৃত্যুকামনা কর্‌ছি।

কমলা। না বীরসেন! আমি মর্‌তে চাই না,—আমি মর্‌ব না, যে সব ভীষণ শোক দুঃখের কসাঘাত বুক পেতে এতদিন সহ্য ক'রে আস্‌ছি, এখনও তাই কর্‌ব; যে দুর্ব্বলতার জন্য জীবনধারণ আজ অসহ্য যন্ত্রণা-দায়ক ব'লে মনে কর্‌ছি, সে দুর্ব্বলতাকে আজ হৃদয় হ'তে চিরকালের জন্য দূর ক'রে ফেল্‌ব। রঞ্জিতার দগ্ধস্মৃতি আজ হ'তে বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিয়ে দেবো—তবু মর্‌ব না—তোদের ফেলে মর্‌তে পার্‌ব না, তোদের বিপদ্‌স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে আমি স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাব না। যে চক্ষুকে তোরা এতদিন মুহূর্ত্তের জন্যও জলশূন্য দেখ্‌তে পাস নাই, সেই সজল চক্ষু আজ হ'তে জলশূন্য ক'রে রাখ্‌ব। গাও—ত বাবা ধীরু! তোমার সেই—"স্থির অসীম শান্ত"।

ধীর। এই গাইছি, শোন মা।

গান।

তুমি স্থির অসীম শান্ত।
নব-নীল-নীরদ ভাস শশিরুচি-পরকাশ, প্রণয় উজ্জ্বল কান্ত॥
(তোমায় চিনি না চিনি না) (তুমি কোন্ আকাশের কালোশশী)
(তুমি কোন্ সাগরে ভেসে থাক) (তুমি কোন্ বাতাসে মিশে আছ)
(তুমি কোন্ আঁধারে ডুবে রও গো)
তুমি আলোকে তিমিরে, শশাঙ্ক-মিহিরে,
সুধা নিয়ে থাক মিশিয়া ;
তুমি আনন্দে বিষাদে, সাধে পরমাদে,
থাক, হাসিতে অশ্রুতে মাখিয়া ;
(একবার দেখাও দেখি) (তোমার সেই রূপ)
(তুমি নীরূপ হ'য়েও রূপ ধরেছ, সেই রূপ—
একবার দেখাও দেখি) (তুমি অসীম হ'তে
সসীম ভাল, সেইরূপ একবার দেখাও দেখি)
(আমরা পুতুল-খেলা ভালবাসি, সেইরূপ একবার
দেখাও দেখি) (তোমায় পুতুল গ'ড়ে পূজা করি,
সেইরূপ একবার দেখাও দেখি) (তোমার অতুল
রাতুল চরণ গ'ড়ে সেই চরণে তুলসী দি,)
(শ্বেত চন্দনে চর্চ্চিত ক'রে সেই চরণে তুলসী দি)
তোমার প্রেমময় মূরতি হেরে বিভোর হ'য়ে প'ড়ে থাকি,
তোমার চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণ্য-প্রবাহ-তরঙ্গে ডুবে যে থাকি,
তব রূপসুধা পানে মোরা পাগল একাকার॥

কমলা। [চক্ষু মুদিত করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া] আ শান্তি, শান্তি! এমন শান্তির সুধা পান না ক'রে কেন মরতে যাব? এ সুধা পানে অনন্ত তৃপ্তি—অনন্ত শান্তি। আয় বাবা ধীরু! আমার বুকে আয়,

তোরে বুকে ক'রে স্বর্গ ছেড়ে এইরূপ জন্ম জন্ম যেন সংসারে ফিরে আসি। [ধীরসেনকে বক্ষে ধারণ।]

সুরথ। দেখ কুমার, দেবী-হৃদয় কি মহত্ত্বে পূর্ণ—নীচসংসার হ'তে কত উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত! এ মহত্ত্বের চরণে এ মহাপ্রাণতার পদতলে শোক দুঃখের গর্ব্বিত-মস্তক মুহূর্ত্তের মধ্যে নুয়ে পড়্‌ল। এমন ত্রিদিবের পূতধারা সংসারে প্রবাহিত না হ'লে সংসারের অস্তিত্ব কবে অতীতের সঙ্গে মিশে চ'লে যেত! এমন স্বর্গীয় হিমনির্ঝরিণীর উৎস উন্মুক্ত না থাক্‌লে এই শুষ্ক সংসারকে কে এমন স্নিগ্ধ-সরস ক'রে রাখ্‌ত? ধন্য জীবন! তোমাদের, সার্থক জন্ম তোমাদের যে, অমন মাতৃ-গর্ভে স্থান লাভ কর্‌তে পেরেছ!

কমলা। সুরথ, বীরসেন, বাবা! যাও তোমরা নিজ নিজ কাজে যাও। আমি আজ হ'তে সংসারের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন ক'রে, এই ধীরুকে বুকে ক'রে, ধীরুর মুখে মধুর হরিগাথা শ্রবণ ক'রে জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। এই পথই আজ হ'তে আমার চরম পথ ব'লে জেনো; আমার এই শান্তির পথ যেন আর সংসারের আবর্জ্জনা এনে রুদ্ধ ক'রে দিয়ো না। মহারাজের কোনও কার্য্যের তীব্র সমালোচনা যেন আর আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়ো না, তিনি আমার পরম উপাস্যদেবতা, তাঁর ন্যায়-অন্যায় শোন্‌বার অধিকার আমার কিছুমাত্র নাই। ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, তোমরা যেন ধর্ম্মপথে থেকে তোমাদের কর্ত্তব্য পালন ক'রে যেতে পার। আর আমার অন্য কোন আশীর্ব্বাদ নাই। [প্রস্থান।

বীর। মায়ের এই শান্তি যাতে ভঙ্গ না হয়, তার জন্য প্রাণপাত কর্‌তেও কুণ্ঠিত হব না। এস ভাই, কার্য্যান্তরে যাই।

[সুরথসিংহের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শ্মশান-ক্ষেত্রে।

ভৈরবানন্দ ও শিষ্যগণ।

শিষ্যগণ।— গান।

কিবা, ঘোরা ভ্রূকুটী-ভীমা কালী করালী।
মহামেঘশ্যামা বামা নৃমুণ্ড-মালী॥
শব-শিবসমারূঢ়া মত্তা মাতঙ্গিনী,
চণ্ড-মুণ্ড-খণ্ড-করা, চামুণ্ডারূপিণী,
অট্ট অট্ট হাসা লোলরসনা কপালী॥
ছিন্নমস্তা মহাবিদ্যা ভৈরবী ভীষণা,
দিগম্বরী উগ্রচণ্ডা কৃপাণ ভূষণা,
যোগিনী-সঙ্গিনী ঘন বাজে করতালি॥

ভৈরব। তারা! ভৈরবি! তোর করাল কপাল পূর্ণ ক'রে উত্তপ্ত রুধির ধারা পান ক'র্‌বি ব'লে তুই সেই পাঞ্চালরাজ-কন্যা রঞ্জিতাকে মিলিয়ে দিয়েছিস্, মা! তোর মহাপূজার আয়োজন তুইই এই ভৈরবানন্দকে সংগ্রহ করে দিয়েছিস্, মা! আর অধিক দিন বিলম্ব নাই— শীঘ্রই তোর ঐ শূন্য খর্পর পূর্ণ ক'রে তোর রুধির পিপাসা নিবৃত্তি ক'রে দেবো, মা! যেদিন সেই কুমারী রঞ্জিতার সতীধর্ম্ম বিনষ্ট ক'রে তার সেই সদ্যশ্ছিন্ন কবন্ধ দেহকে শবাসন ক'রে এই মহাসাধক ভৈরবানন্দ তোর মহাসাধনায় নিযুক্ত হবে, সেদিন দেখিস্ যেন, ভৈরবি, এই ভৈরবানন্দকে

মহাসিদ্ধি দিতে কৃপণা হ'স্ নে, মা! [শিষ্যগণের প্রতি] শিষ্যগণ! মহাকালীর মহাপূজার দিনের আর অধিক দিন বিলম্ব নাই, আগামী অমাবস্যার ঘোর তিমিরাঞ্চলে লুক্কায়িত থেকে এই মহাশ্মশান ক্ষেত্রে করালীর মহাপূজা সাঙ্গ কর্‌ব, তোমরা অদ্য হ'তে সেই মহাপূজার উপকরণ সংগ্রহের জন্য দিবারাত্র উদ্যোগী থাক্‌বে। পঞ্চ-মকারের কোন অঙ্গই যেন অপূর্ণ না থাকে। আর খুব সাবধান, এই মহাপূজার কোন কথাই যেন রঞ্জিতার কর্ণে প্রবেশ না করে। যদি ঘুণাক্ষরেও সে জান্‌তে পারে, তা'হ'লে—তা'হ'লে শিষ্যগণ, ভৈরবানন্দের উদ্যত খড়্গমুখ হ'তে কেহই পরিত্রাণ লাভ কর্‌তে পার্‌বে না। তা'হ'লে এই শ্মশানক্ষেত্র তোদের শোণিত-স্রোতে প্লাবিত ক'রে ফেল্‌ব। খুব সাবধান! ভৈরবানন্দ কাপালিকের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হ'লে কি ভীষণকাণ্ড ঘট্‌তে পারে, সে কথা বোধ হয়, কা'রও অজ্ঞাত নাই, তাই বারংবার সাবধান ক'রে রাখ্‌ছি।

শিষ্যগণ। যে আজ্ঞা, গুরুদেব।

ভৈরব। স্থির হ'য়ে নিঃশব্দে ব'সে থাক, প্রয়োজন মত নির্দেশ পালন কর্‌বে। ঐ যে রঞ্জিতা এইদিকে আস্‌ছে।

গৈরিক-বসনা রঞ্জিতার প্রবেশ।

রঞ্জিতা। [গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া প্রণামপূর্ব্বক করযোড়ে] প্রভু! আস্‌তে আদেশ করেছিলেন।

ভৈরব। হাঁ, বল্‌ছি। আশ্রমের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সকল সমাপ্ত ক'রে এসেছ ত?

রঞ্জিতা। আজ্ঞা হাঁ।

ভৈরব। বিক্ষিপ্ত অস্থি-কঙ্কালগুলিকে যে একত্র স্তূপীকৃত ক'রে রাখ্‌তে বলেছিলাম, তা রেখেছ ত?

বঞ্জিতা। রাখ্‌তে পারি নাই, ছুঁতে ভয় কর্‌ছিল।

ভৈরব। [ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া] এখনও তোমার এই অকারণ ভীতি দূর হ'ল না—কি আশ্চর্য্য! তুমি তা হ'লে আমার সঙ্গে মহাসাধনার পথে অগ্রসর হবে কিরূপে? এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পার্‌লে, স্বয়ং মা সিদ্ধেশ্বরী এসে তোমায় দেখা দেবেন।

বঞ্জিতা। কিছুতেই যে মনের অস্থিরতা দূর করতে পার্‌ছি নে, প্রভু। নিয়তই পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের জন্য প্রাণ কাঁদে। না জানি, মা আমার জন্য কি ভাবে কালযাপন কর্‌ছেন!

ভৈরব। আর সে অস্থিরতায় বা প্রাণ কাঁদ্‌লে কি হবে? যখন তুমি চণ্ডবেগ কর্ত্তৃক অপহৃতা হয়েছ, তখন তোমাকে আর তোমার পিতা মাতা গৃহে নিতে পার্‌বেন না; কেন না, চণ্ডবেগ যখন যবনান্নভোজী, তখন সে যবন শ্রেণীতেই গণ্য। তাই তোমার পিতামাতা তোমার আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছেন। আমি বিশস্ত-সূত্রে সে সংবাদ নিতেও ত্রুটী করি নাই। জনসমাজে তুমিই এখন যবনস্পৃষ্টা কলঙ্কিতা ব'লে পরিগণিতা। তোমাকে পুনরায় গৃহে স্থান দিয়ে তোমার পিতা তাঁর পবিত্র কুলে কলঙ্ক লেপন কর্‌তে অস্বীকৃত। সে পন্থা থাক্‌লে আমি তোমাকে তোমার নিজ গৃহেই পাঠিয়ে দিতেম। আর তুমিই বা এখন কোন্ মুখে কলঙ্কের ডালি মস্তকে বহন ক'রে সমাজের অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য সহ্য কর্‌তে চাও? সুতরাং তুমি এখন গৃহ-প্রত্যাগমনের প্রত্যাশা পরিত্যাগ ক'রে ভৈরবী ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ে মায়ের সাধনায় নিযুক্তা হও। এই এখন তোমার একমাত্র গন্তব্য পন্থা।

রঞ্জিতা। আমি ত জ্ঞান বিশ্বাস মতে কোনরূপ মহাপাপে পতিতা হই নাই, তবে কেন আমাকে আমার পিতামাতা পতিতা ব'লে পরিত্যাগ কর্‌বেন, প্রভু?

ভৈরব। পতিতা হয়েছ কি, না হয়েছ, তার যখন কোনই চাক্ষুষ প্রমাণ তোমার দেবার সাধ্য নাই, তখন কে তোমার সে কথা বিশ্বাস কর্‌বে ?

রঞ্জিতা। তা'হ'লে কি সত্যাসত্যের বিচার সংসারে নাই ?

ভৈরব। না—নাই, যথার্থই নাই।

রঞ্জিতা। আমার পিতামাতাও কি আমার কথা বিশ্বাস কর্‌বেন না ?

ভৈরব। করলেও, সমাজের কঠোর শাসন ভয়ে কোনও কথা বল্‌তে পার্‌বেন না।

রঞ্জিতা। কেন রাজাই ত সমাজের কর্ত্তা, তবে পিতা কেন সমাজকে ভয় কর্‌বেন ?

ভৈরব। তিনি সমাজের কর্ত্তা হ'তে পারেন, কিন্তু ইচ্ছা কর্‌লে সমাজের সমবেত শক্তিপুঞ্জ, সে কর্ত্তৃত্বকে অবলীলাক্রমে অবহেলাও কর্‌তে পারে। তাই রাজা সমাজের মুখাপেক্ষা ক'রে রাজদণ্ড পরিচালনা করেন।

রঞ্জিতা। আমার ভাগ্যে এমন সর্ব্বনাশ কেন ঘট্‌ল, প্রভু ?

ভৈরব। জন্মান্তরের কর্ম্মফলে। আবার এই জন্মে সাধনা কর, কর্ম্মফলের খণ্ডন হ'য়ে যাবে।

সহসা গোরাচাঁদের প্রবেশ।

গোরা।— [রঞ্জিতাকে দেখাইয়া]

গান।

ও যে সাপের মুখের আহার।
কোন্ সাহসে আন্‌লি কেড়ে না ক'রে বিচার॥
তোর মরণের পথ নিজের হাতে রাখ্‌লি ক'রে সাফ,
যেমন তেমন নয় রে যাদু, সে যে ভীষণ গোখ্‌রো সাপ্‌
যখন মার্‌বে ছোবল্‌—দেখ্‌বি কেবল,
তোর চারিদিকে ঘোর আঁধার॥

চোরের উপর বাটপাড়ি তুই করলি এবার বেশ,
কিন্তু, কর্মভোগে ভোগ হবে না ব'লে যাচ্ছি শেষ,
এ চাঁদ বলে মরবি ব'লে দিবি মোর পাথারে সাঁতার ॥

ভৈরব। উন্মত্তের প্রলাপ এইরূপই বটে। যাও রঞ্জিতা! এখন তুমি আশ্রম মধ্যে যাও। আমরা শীঘ্রই যাচ্ছি।

[প্রণামান্তে রঞ্জিতার প্রস্থান।

শিষ্যগণ! নিশ্চয়ই ঐ উন্মত্ত কোনও ছদ্মবেশী গুপ্তচর, এতদিন পরে রঞ্জিতার সন্ধান নিয়ে গেল। শীঘ্রই পাঞ্চাল হ'তে রাজ-পুরুষগণ রঞ্জিতাকে উদ্ধার করতে আসতে পারে। তোমরা আজ হ'তে বিশেষ সতর্কদৃষ্টিতে আশ্রমের চতুর্দ্দিকে প্রহরা দেবে। কেহ যেন আশ্রম মধ্যে প্রবেশ ক'রে রঞ্জিতার সন্ধান না পায়, আবশ্যক হ'লে তা'দিগে সেই রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা অচৈতন্য ক'রে হস্তপদ দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করতে ইতস্ততঃ করবে না। আর প্রত্যেকের সঙ্গে গুপ্ত অস্ত্রাদি রাখতেও বিস্মৃত হ'য়ো না। বল সকলে সমস্বরে—জয় মা তারা। জয় মা তারা!

[প্রস্থান।

শিষ্যগণ।— গান।

জয় মা তারা, জয় মা তারা, জয় মা তারা, জয় মা তারা!
তব নাম স্মরণে নাহি ডরি শমনে, অরিকুল দমনে ভীতি-হারা ॥
ভৈরব হুঙ্কারে, জাগিবে বিশ্ব, ধরিবে আহবে ভীষণ দৃশ্য,
শ্মশান মঝে নাচিবে রঙ্গে, ধরি ভয়ঙ্করী খড়্গ-ধারা ॥
ঘন ঘন ঘুরিবে কৃপাণ উল্লাস, বহিবে রুধিরে প্রবল তরঙ্গ,
কম্পিত হবে অরি হেরিবে আতঙ্ক ভরিতে হবে ধরা শবাকারা ॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মরক্কা—রাজ-প্রাসাদ।

বান্দা ও বাঁদীর প্রবেশ।

গান।

বান্দা।— মাপ্ কিয়া কসুর মেরা বাঁদী।
বাঁদী।— দেখ্ মেরা চাল্ হাম্ কায়দা বনিয়াদী॥
বান্দা।— তু মেরা আস্মান্‌কা চাঁদ,
বাঁদী।— তু মেরা আচ্ছা হারাম-জাদ্,
বান্দা।— নেই নেই, হাম্ সাহাজাদা, তু মেরা সাহাজাদী॥
বাঁদী।— তু মেরা দুষমন্ সয়তান্,
বান্দা।— তু মেরা জান্ বিবিজান্,
বাঁদী।— তোমকো মারেগা পয়জার,
বান্দা।— ওস্‌কো টুট্ যায় ত হাম দেগা গুণাগার,
হ'ক্ এস্‌পার ওস্‌পার, আবি মেরা তুহারা সাৎ সাদী॥

বাঁদী। দেখ্ বান্দা, তোর সঙ্গে যে আমি আস্‌নাই ক'রে সাদী ব'স্‌বো, তুই আমারে দিবি কি? তোর আছে কি? তুই ত বান্দাগিরি ক'রে যে দুই পয়সা পাস্, তা ত তুই সরাপেই উড়িয়ে দিস্।

বান্দা। কেন? তোরে আমি আমার এই জান্ দিবে।

বাঁদী। খালি জানে ত আর পেট্ ভর্‌বে না। খানা চাই—খানা চাই—

বান্দা। কেন আস্‌নাই খেয়ে পেট্ ভর্‌বে না?

বাঁদী। তুই একটা আস্ত বেকুব্। না রে, তোর সঙ্গে আমার পোষাবে না, তুই দোস্‌রা বাঁদীকে সাদী কর্ গিয়ে। আমার আশা ছেড়ে দে।

বান্দা। ও কথা না ব'লে একখানা কাটারী এনে আমার কলিজাটায় মার্।

বাঁদী। কি মুস্কিল্ আল্লা! এমন বেহদ্দ বেকুবের পাল্লায় কি মেয়েমানুষে পড়ে! ঘরে ভাত নাই, চালে বিচেলি নাই, আমাকে সাদী করে, আর আমি না খেয়ে শুট্‌কী মাছের মতন ওর পিরীতের বাট্‌না বাটি আর কি! আরে আমার পিরীত রে! যা—যা—তুই দোসরা বাঁদী খুঁজে নে গে, আমার দ্বারা হবে না।

গান।

বান্দা।— ও—বাঁদী—তুই বলিস্ কি রে।

বাঁদী — বল্‌ছি ভাগ (এখন) ভালয় ভালয় ঘরমুখো তুই যা না ফিরে।

বান্দা।— তোর সাথে যে আছে আমার চৌদ্দ পুরুষে আস্‌নাই,

বাঁদী।— তাই বা ছিল, কি হ'য়েছে, আর সে আস্‌নাইয়ে কাজ নাই,

শুধু, পিরীত খেয়ে পেট্ ভরে না, (নগ্‌দ্) রূপেয়া খোড়া মিল্‌বে কি রে।

বান্দা।— বলিস্ কি রে? পিরীতে পেট্ ভরে না?

বাঁদী।— হাঁ হাঁ, খুব ভ'রেছে—(হেউ-হেউ-হেউ—) আর যে পেটে ধরে না,

বান্দা।— বাঁদী তুই আমার কসম্ খা,

বাঁদী।— ভর্‌তি পেটে আর খেলে যে সইতে পারব না,

পিরীতের মহন্ বাটা-কসম্ খেয়ে,

(ও বান্দা) গাটা কর্‌ছে যেন বমি বমি রে॥

বলিছি ত তোর সাথে মোর পিরীত জম্‌বে না,

কি জ্বালাতন! তবু ত সে কথা শুন্‌বে না,

বান্দা।— তবে দে আমার পিরীত ফিরে,

বাঁদী।— দাঁড়া দাঁড়া দিচ্ছি দিচ্ছি, দিচ্ছি এনে রে,

আমি যাই স'রে,— [গমনোদ্যত]

বান্দা। —যরিস্‌ না—না যাস্ নে চ'লে আমার মাথার কিরে॥

রোম্‌জান-উল্লার প্রবেশ।

রোম্‌জান। [ক্রুদ্ধভাবে] বটে? বটে? রোসেনা? [তীক্ষ্ণদৃষ্টি পাত]

বাঁদী। এই দেখ-না, ওটা আমার সঙ্গে কি আরম্ভ করেছে, চ'লে যেতে চাই—ছাড়্‌ছে না।

রোম্‌জান। আমি সব্ দেখেছি।

বাঁদী। কি দেখেছ, রোম্‌জান্?

রোমজান। পিরীতের ঢলাঢলি যে!

বাঁদী। আঃ পোড়া কপাল আমার! ওর সঙ্গে আবার পিরীত? হা আল্লা! আমি যাব কোথায়! [মুখে বস্ত্র দিয়া খুব হাস্য]

রোম্‌জান। তবে হাত ধ'রে কি কর্‌ছিলি?

বাঁদী। বান্দর নাচাচ্ছিলুম্।

বান্দা। না না, চাচা! ও আমার সঙ্গে প্রেম কর্‌ছিল, ওতে আমাতে ঢের দিন থেকে আস্‌নাই লেগে রয়েছে।

রোম্‌জান। কি বলে?

ব'স্‌বো;দী। ডাহা পাগল। ওরে মুখপোড়া! আমি তোর সাথে ক'রে কর্‌ছিলুম রে?

বান্দা। কেন এখন অমন্ ধারা কর্‌ছিস্, বাঁদী? আয় তুই চ'লে যায়। [ধরিতে অগ্রসর]

বাঁদী। দেখ্‌ছ রকমখানা?

গান।

রোম।— বেরো বল্‌ছি, বেরো বল্‌ছি, বেরো বল্‌ছি রে।
বাঁদী।— এই ঝাড়ুর পীরিত চাট্‌নি করে, দাঁড়া তোরে খাইয়ে দিচ্ছি রে॥

বান্দা।— তার চাইতে ক'লজেতে মোর ছোরা বসিয়ে দে,

রোম্।— (বাঁদীর প্রতি) সত্যি নাকি ?

বাঁদী।— সব চালাকি।

বান্দা।— তুই যে রসের ময়না, ও রোসেনা, তোর দুটী পায়ে প'ড়্‌ছি রে॥

রোম্।— মার্ না ক'সে ঝাড়ু মার্,

বান্দা।— গোলাম হাতে বাগ্‌বে রোসেনার, ।

বাঁদী।— আ মরে যাই, রকম দেখ,

যায় না তবু পোড়ার মুখো,

রোম্।— এইবার ধাক্কা মেরে আক্কেল দিয়ে বিদায় কর্‌ছি রে॥

[বান্দাকে গলাধাক্কা প্রদান]

[বান্দার প্রস্থান।

বাঁদী। এতক্ষণে আপদ্ গেল।

রোম্। তোর নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু সয়তানী আছে।

বাঁদী। খোদার কসম, মাইরি রোমজান! আমার কিছু সয়তানী নেই, আমি যে এক তোর পিরীতেই মরা, রে রোমজান! [কণ্ঠবেষ্টন]

রোম্। [দেখিয়া সভয়ে ব্যস্ত হইয়া] বাঁদী! বাঁদী সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ! বাদ্‌সা আসছে রে। আমি পালাই—

[প্রস্থান।

হোসেন-আলি ও রংদার-উল্লার প্রবেশ।

বাঁদী। [কুর্ণিশ করিল]

হোসেন। বাঁদী! সিরাজি লে আও।

[বাঁদীর কুর্ণিশ করিতে করিতে প্রস্থান।

হোসেন। রংদার!

রংদার। জাঁহাপনা!

হোসেন। যদি তাই-ই হয় ?

রংদার। তা' হ'লে মনে করুন, জাঁহাপনা! একেবারে মনে করুন্ —আর কথা আছে কি ?

হোসেন। আমি কোন্ বিষয়ের কথা বল্‌ছি, সেটা না শুনেই অম্‌নি উত্তর জুড়ে দিলে ?

রংদার। তা দিতে হয় বই কি—মনে করুন্, তা না দিলে যে মনে করুন—হুজুরেকে অমান্য করা হয়।

হোসেন। আর যা ইচ্ছা তাই উত্তর কর্‌লে বুঝি খুব মান্য করা হয় ?

রংদার। তা মনে করুন—তা আর কেমন ক'রে হয় ?

হোসেন। তুমি যে তাই কর্‌ছ।

রংদার। মনে করুন্—সেটা কর্‌ছি বই কি।

হোসেন। জেনে-শুনে তবে কেন কর ?

রংদার। আজ্ঞে মনে করুন্, মোসাহেবগিরির ওটা একটা—মনে করুন—প্রধান অঙ্গ।

হোসেন। তাই না কি ?

রংদার। দেখুন সেটা মনে ক——

হোসেন। আমি তার কি দেখ্‌ব আবার ?

রংদার। না, কোন দরকারই নাই—মনে করুন।

হোসেন। আচ্ছা রংদার! তোমার ঐ মুদ্রাদোষটা আর কিছুতেই ছাড়্‌তে পার্‌লে না, দেখ্‌ছি।

রংদার। জাঁহাপনা যখন দেখ্‌ছেন, তখন—মনে করুন—আর ছাড়া গেল কৈ ?

হোসেন। কোন্ মুদ্রাদোষের কথা বল্‌ছি বল ত ?

রংদার। সেটা মনে করুন, জাঁহাপনার চাইতে কি, মনে করুন, আমি বেশী জানি ?

হোসেন। ঐ "মনে করুন" কথাটাই তোমার একটা বিষম মুদ্রাদোষ।

রংদার। নিশ্চয়ই—মনে করুন।

হোসেন। ঐ আবার।

রংদার। হাঁ আবারও বেরুল,—মনে করুন।

হোসেন। আচ্ছা মনে কর না কেন ? যে "মনে করুন, কথাটা আর বল্‌ব না।

রংদার। মনে করুন, সেটা মনে করা যে—মনে করুন—নিতান্তই আমার উচিত। তা মনে করুন, প্রকাণ্ড গোস্তাকিই, মনে করুন, দেখান হয়।

হোসেন। কৈ—বাঁদী ?

বাঁদীর পাত্র হস্তে পুনঃ প্রবেশ।

বাঁদী। জাঁহাপনা ! এই যে। [মদ্য প্রদান],

হোসেন। [পান করিয়া] আঃ ! ফিন্ দোয়াও।

[বাঁদীর পুনরায় মদ্য প্রদান]

হোসেন। [পান করিয়া] রংদার কো ভর্‌তি কর্‌কে দেও।

রংদার। মনে করুন, ভর্‌তি ক'রে দেবে বই কি।

[বাঁদীর রংদারকে মদ্য প্রদান]

রংদার। [পান করিয়া] বড়ি মজিদার পানি মনে করুন্।

হোসেন। রংদার !

রংদার। খোদাবন্দ্ !

হোসেন। মেজাজ্ আচ্ছি হুয়া ?

রংদার। খোদাবন্দের মেহেরবানে মনে করুন, মেজাজ্ আচ্ছি হুয়া বই কি।

বোলাও বাইজীকি সব।

[বাঁদীর কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান।

হোসেন। দেখ রংদার! আমাদের ইস্লাম ধর্ম্মটা বড়ই সঙ্কীর্ণ। নতুবা এমন তোফা তাজা সরাপ্ পান কর্‌তে নিষেধ করে কেন?

রংদার। মনে করুন্, ঐ নিষেধ করে কেন? ঐটেই হ'চ্ছে, মনে করুন, ভারি গোলের কথা।

হোসেন। আমার বোধ হয়, যিনি ইস্লাম ধর্ম্মশাস্ত্র তৈরী করে-ছিলেন, তিনি কখনো এই সিরাজির আস্বাদ টের্ পান্ নাই।

রংদার। নিশ্চয়ই—মনে করুন—পান্ নাই।

বাঁদীসহ বাইজীগণের প্রবেশ।

হোসেন। বাঁদী! ফিন্ সরাপ।

[বাঁদী পুনরায় মদ্য পাত্র হোসেন এবং রংদারকে দিল]

বাইজীগণ।— [নৃত্যসহ]

গান।

আরে কাঁহা মেরি জান্
চল্ গেই কাহে হারে, মারি নয়না-বাণ॥
সরম ভরম দিয়া মেরা দরিয়ামে ডারি,
এ নব যৌবন সব টুটল হামারি,
নেহি জানে ঝগড়ি সো এায়সা বেইমান্॥
পিয়াবিনু বাঢ়ল বিরহ-জ্বালা,
ক্যায়সে গোঁয়াব হাম, অবলাবালা,
ক্যায়সে হোয়েঙ্গে মেরা এায়সা মুস্কিলকা আসান্॥

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। [কুর্ণিশ্ করিয়া] জাঁহাপানা! সেনাপতি চণ্ডবেগ উপস্থিত। জরুরি দরকার, কি হুকুম হয়?

হোসেন। জল্দি লে আও।

[প্রহরীর প্রস্থান।

যাও বাইজীরা সব! বিশ্রাম কর গে।

[বাঁদীসহ কুর্ণিশ করিয়া নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

হোসেন। রংদার! সেনাপতি চণ্ডবেগ পাঞ্চাল থেকে আস্ছে, কি বোধ হয়?

রংদার। মনে করুন, কাম ফতে ক'রেই এসেছে বোধ হয়।

হোসেন। তাই ত তোমাকে সেই প্রথমেই বল্ছিলেম যে, তাই যদি হয়, তা হ'লে, তা হ'লে রংদার, তোমাকে একবারে সিরাজির মাঝে ডুবিয়ে রাখ্‌ব।

রংদার। মনে করুন, জাঁহাপনার মর্জি হ'লে মনে করুন, তা রাখ্‌বেন বৈ কি। তবে না হাঁফিয়ে মারা যাই।

হোসেন। শুনেছি, পাঞ্চালের ছোটরাণী বড়ি খোপ্‌সুরৎ।

চণ্ডবেগের প্রবেশ।

চণ্ড। [কুর্ণিশ করিয়া] বিশেষ জরুরি কার্য্য বিবেচনায় রাজসভার অপেক্ষা না ক'রে জাঁহাপনার শান্তি ভঙ্গ কর্‌লেম, গোলামের কসুর মাপ কর্‌বেন, জনাব।

হোসেন। তবিয়াৎ সরিফ্ তোমার? জল্দি খোস খবর শুন্তে চাই।

চণ্ড। জাঁহাপনার হুকুম যথাসাধ্য পালন কর্‌তে এ দাস কিছু মাত্র শৈথিল্য করে নি।

হোসেন। তা' তুমি কর্‌বে না জানি ব'লেই ত তোমাকেই আমি এই গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করেছিলাম। কি বল, রংদার ?

রংদার। মনে করুন, সে ত নিশ্চয়ই।

হোসেন। বল সেনাপতি, সমস্ত ঘটনা।

চণ্ড। বহু কষ্টে, বহু পরিশ্রমে সেই পাঞ্চাল রাজ্যে গিয়ে পৌঁছিলাম।

হোসেন। তারপর ?

চণ্ড। তারপর সেই পাঞ্চাল রাজ্যের সৌন্দর্য্য দেখে একবারে অবাক্ হ'য়ে গেলাম। চতুর্দ্দিকে পরিখা-পরিবেষ্টিত পাঞ্চাল নগরীটি যেন স্বর্গের ইন্দ্রভবন ব'লে ভ্রম জন্মে।

হোসেন। থাক্—সে বর্ণনা আমি শুন্‌তে চাই নি, তুমি সেই পাঞ্চাল-রাণীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা কর। কি বল, রংদার ?

রংদার। মনে করুন, সেইটেই ত আগে চাই, মনে করুন, যা নিয়ে জাঁহাপনার কাজ।

চণ্ড। পাঞ্চাল-রাণীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করি, এমন সাধ্য আমার নাই, জাঁহাপনা! সে যেন একখানি নিখুঁৎ ছবি, বিধাতা বিরলে ব'সে তূলি দ্বারা অঙ্কিত ক'রে পাঞ্চালে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

হোসেন। বেশ বেশ, তুমি সে ছবি স্বচক্ষে দেখ্‌তে পেয়েছ ?

চণ্ড। তা না দেখে গোলাম জাঁহাপনার নিকটে ফিরে আস্‌তে সাহস করে নাই। শুধু মুহূর্ত্তের দেখা নয়, জাঁহাপনা! এক সপ্তাহকাল, প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে সেই নিখুঁৎ সুন্দরীর সৌন্দর্য্যরাশি অনিমেষ দৃষ্টিতে দর্শন কর্‌বার সুযোগ লাভও করেছিলাম, জাঁহাপনা!

হোসেন। বটে, বটে। কিরূপে অন্দরে প্রবেশ কর্‌লে ?

চণ্ড। প্রথমতঃ, আমি নগরমধ্যে ছদ্মভাবে থেকে পাঞ্চাল-রাণীর পিত্রালয়ের সমস্ত সংবাদই সংগ্রহ ক'রে নিলাম। পরে তার পিত্রালয়

হ'তেই যেন আমি উপস্থিত হ'য়ে ছোটরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার নিতান্ত প্রয়োজন, এই কথাই কোনও পরিচারিকার দ্বারা ছোট রাণী পিঙ্গলার নিকট ব'লে পাঠালেম।

হোসেন। আচ্ছা। বেড়ে বুদ্ধি, তারপর ?

চণ্ড। তারপর, সেইদিনই রাণীর আদেশমত সেই বিশ্বস্ত পরিচারিকাসহ সন্ধ্যার পরে পিঙ্গলা রাণীর নিজ সুসজ্জিত গৃহমধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেম।

হোসেন। আচ্ছা, সাহসের বাহাদুরী আছে বটে, উপযুক্ত পুরস্কার লাভে কখনই বঞ্চিত হবে না। তারপর ?

চণ্ড। তারপর জাঁহাপনা! রাণীর পিত্রালয় সম্বন্ধীয় আমার সংগৃহীত সংবাদগুলি প্রদান করায়, রাণীর মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিলাম; কিন্তু জাঁহাপনা! সেই পাঞ্চালরাণী প্রখরবুদ্ধিশালিনী, অতীব চতুরা, তার এক-একটা দৃষ্টি যেন আমার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবেশ ক'রে সমস্ত উদ্দেশ্য দেখে নিতে লাগ্‌ল। বিশেষ সতর্কভাবে সাহসে নির্ভর ক'রে আমাকে তার সঙ্গে আলাপ করতে হয়েছিল।

হোসেন। হাঁ হাঁ শুনেছি, কাফের রমণীগুলো সাধারণতঃ বড়ই চতুরা হ'য়ে থাকে। তারপর তোমার সাক্ষাতের কারণ কি জিজ্ঞাসা করলে না ?

চণ্ড। সেদিন আর অপর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করলে না, আমিও প্রথমদিনেই বেশি কথা বলাটাও উচিত মনে করলেম না। পরদিন সন্ধ্যার পরে পুনরায় সাক্ষাতের আদেশ দিয়ে, আমাকে পরিচারিকাসহ বিদায় ক'রে দিলে।

হোসেন। বেশ—বেশ, প্রথম দিনেই সমস্ত কথা প্রকাশ না ক'রে বিশেষ বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়েছিলে, কি বল রংদার ?

রংদার। তা—মনে করুন, বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় বলতে হবে বই কি, মনে করুন।

চণ্ড। পরদিন পুনরায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে গিয়ে উপস্থিত হলেম। সে-দিন যত কথাবার্ত্তা হ'ল, তা হ'তে স্পষ্টই বুঝে নিলাম যে, পাঞ্চাল-রাজ পুরঞ্জন একজন ঘোর পানাসক্ত, আর পিঙ্গলা রাণীরই নিতান্ত অনুগত। বড়রাণী কমলা দেবীর উপর ঘোর বিরক্ত, তাই বড়রাণী রাজ-পরিত্যক্ত হ'য়ে বিষম দুঃখে কালযাপন কর্‌ছে। কিন্তু কমলা দেবীর প্রথম পুত্র যুবরাজ বীরসেনই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

হোসেন। বড়রাণীর কয় পুত্র ?

চণ্ড। দুই পুত্র, আর একটী কন্যা।

হোসেন। ছোট রাণীর ?

চণ্ড। একটী পুত্র, নাম শূরসেন, এখনও নিতান্ত বালক। সেদিন ছোটরাণীর কথার ইঙ্গিতে যতদূর বুঝ্‌তে পার্‌লেম, তাতে যেন ঐ বড়-রাণীর পুত্র বীরসেন যাতে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত না হ'য়ে নিজপুত্র শূরসেন ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়, এই গূঢ় উদ্দেশ্যই ছোটরাণীর অন্তরে দৃঢ়ভাবে নিহিত। সপত্নী এবং সপত্নী-পুত্রকন্যাগণ পিঙ্গলা রাণীর চক্ষে বিষম বিষবৎ! এই পর্য্যন্ত মনের ভাব নিয়ে সেদিনকার মতন বিদায় হলেম।

হোসেন। পিঙ্গলা রাণী অমন বুদ্ধিমতী চতুরা হ'য়ে তোমার কাছে এ সব কথা প্রকাশ কর্‌লে ?

চণ্ড। আজ্ঞে জাঁহাপনা! রমণী যতই চতুরা হ'ক্ না কেন, কিন্তু পুরুষের বুদ্ধি কৌশলকে অতিক্রম করা সহজ কথা নয়; বিশেষতঃ শ্বশুরগৃহ-বাসিনী রমণীগণ নিজ পিতৃগৃহ হ'তে আগত যে কোন ব্যক্তির সহিতই বিশেষ সরলভাবেই নিজ সুখ-দুঃখের কথারই আলোচনা ক'রে থাকে। এটা জাঁহাপনা! নারীজাতির একটা সাধারণ ধর্ম্ম।

হোসেন। সত্যই বলেছ! আচ্ছা বাঁদী!

বাঁদীর পুনঃ প্রবেশ।

[বাঁদী মদ্যপাত্র দিল]

হোসেন। [পান করিয়া] তারপর ব'লে যাও—একটু সংক্ষেপে সেরে ফেল্ ত, বড্ড বাড়িয়ে ফেলছ। কি বল, রংদার!

রংদার। বেজায় লম্বা হ'য়ে যাচ্ছে, মনে করুন। জাঁহাপনার মনে করুন, ধৈর্য্য আর টিকছে না, মনে করুন।

চণ্ড। কসুর মাপ করুন, খোদাবন্দ! এইবার সংক্ষেপেই বলছি। তারপর ক্রমে ক্রমে প্রতিদিন যাতায়াতে আমি পিঙ্গলারাণীর নিকটে বিশেষ বিশ্বস্ত আত্মীয় ব'লে গণ্য হ'লেম। তার প্রধান উদ্দেশ্য নিজ পুত্রের নিষ্কণ্টকে রাজ্যপ্রাপ্তির আশাকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলতে লাগ্‌লেম। আর আমি যে একজন প্রবল পরাক্রান্ত মরক্কো সম্রাট হোসেন আলিখাঁর প্রধান সেনাপতি, সে কথা জানাতেও বাকী রাখ্‌লেম না।

হোসেন। আমার নাম শুনে কি বললে?

চণ্ড। বিশেষ আনন্দ এবং আশার ভাবই প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌ল।

হোসেন। আমার নাম কি পূর্ব্ব হ'তেই তার শোনা ছিল?

চণ্ড। সে কি জাঁহাপনা! জাঁহাপনার নাম এই দুনিয়ায় কে না শুনেছে?

হোসেন। রংদার! শুনছ?

রংদার। মনে করুন, শুনছি বই কি। জাঁহাপনার নাম, মনে করুন, যে রমণী শুনে নাই, তার মনে করুন, নারী হ'য়ে জন্মানই, মনে করুন ভুল হয়েছে।

হোসেন। বাঁদী।

বাঁদী। [মদ্যপাত্র প্রদান করিল]

হোসেন। [পান করিয়া] কাছে এৎনা দের্ কাঁহে, জল্‌দি জল্‌দি চলো। বল সেনাপতি তারপর ?

চণ্ড। তারপর জাঁহাপনার নাম শুনে এবং জাঁহাপনার সাহায্য প্রাপ্তির আশ্বাস পেয়ে বড়ই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল।

হোসেন। হাঁ—সে যদি আমার বেগম হ'তে স্বীকার ক'রে, তা হ'লে আমি তার পুত্রকে নিশ্চয়ই পাঞ্চালের সিংহাসনে স্বহস্তে বসিয়ে দিয়ে আস্‌ব।

চণ্ড। আমি আকারে-ইঙ্গিতে এ কথা বল্‌তেও বাকী রাখি নাই।

হোসেন। শুনে কি উত্তর কর্‌লে ?

চণ্ড। শুনে মহা আনন্দলাভ কর্‌লে, সেই আশায় বুক বেঁধে আমার সঙ্গে তখন গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্রের পরামর্শ চালাতে লাগ্‌ল।

[বাঁদী মদ্যপাত্র হস্তে দিল]

হোসেন। [পানান্তে] আচ্ছা! পাঞ্চাল-সেনাপতি সুরথসিংহকে কোন্ পক্ষভুক্ত দেখ্‌লে ?

চণ্ড। সুরথসিংহ এতদিন বড়রাণীর পক্ষভুক্তই ছিল ; কেন না, সেই বড়রাণীর কন্যা রঞ্জিতাকে বিবাহ কর্‌বে ব'লে সুরথসিংহ সেইদিকেই গড়িয়েছিল, কিন্তু তার সে আশা জন্মের মত ভেঙে দিয়ে এসেছি।

হোসেন। কিরূপে ?

চণ্ড। ছোটরাণীর ষড়্‌যন্ত্রে রঞ্জিতাকে আমিই গুপ্তভাবে হরণ ক'রে এনে পথিমধ্যে হত্যা ক'রে রেখে এসেছি। এতদিন হয় ত সেনাপতি ছোটরাণীর দিকেই গড়িয়ে পড়্‌ছে।

হোসেন। এত কাণ্ড ক'রে এসেছ? বেশ বেশ, খুসী হলেম।

চণ্ডবেগ। তারপর সেই রঞ্জিতাকে হত্যা ক'রেই মরোক্কোর দিকে যাত্রা করেছি। সমস্ত ঘটনাই জাঁহাপনার গোচর কর্‌লেম। এখন সে সম্বন্ধে আর যে হুকুম হয়, গোলাম কর্‌তে প্রস্তুত।

[বাঁদী মদ্যপাত্র হস্তে দিল]

হোসেন। [পান করিয়া] এখন হ'তে যা যা কর্‌তে হ'বে, সে সব সময়ান্তরে পরামর্শ ক'রে স্থির করা যাবে। চল, এখন সকলে বিশ্রাম করি গে। কি বল, রংদার?

রংদার। মনে করুন, বিশ্রাম কর্‌তে হয় বই কি। মনে করুন, বিশ্রাম না কর্‌লে—মনে করুন—তবিয়াৎ আচ্ছা থাক্‌বে কেন, মনে করুন।

হোসেন। চল তবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পাঞ্চাল—মন্দির-প্রাঙ্গণ।

নগরবাসী বালক এবং যুবকগণের সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবেশ।

গান।

সকলে।— হরে মুরারে, হরে মুরারে, হরে মুরারে।
জয় গোপাল গোবিন্দচন্দ্র মুকুন্দ ক সারে।
বালকগণ।— বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ শ্রীনন্দ-নন্দন,
দি, ভক্তিভরে সেই চরণে তুলসী-চন্দন,
(এই মানব-জনম সফল হবে রে)
(আর শমনের ভয় থাক্‌বে না রে)
যুবকগণ।— বল বাহুতুলে প্রাণ খুলে কোথা মধুকৈটভারে।
বালকগণ।— তুমি, ভবজলধিতারণ, দীন-দুরিত-বারণ,
যুবকগণ।— দেহিপদপল্লব-মুদারম্। (হরি হে)
বালকগণ।— ওহে, ভকতমনোরঞ্জন, দানবগণগঞ্জন,
যুবকগণ।— দেহি পদ পল্লব মুদারম্। (হরি হে)
বালকগণ।— (ওহে প্রেমময় প্রাণ সখা)
(একবার হৃদয়-মাঝে দাও হে দেখা)
সকলে।— তুমি জনম-মরণ-হর, তার ভব-পাথারে॥

[প্রস্থান।

পূর্ণানন্দ গোস্বামীসহ কমলা ও ধীরসেনের প্রবেশ।

পূর্ণানন্দ। শোন মা!

গান।

ডাকার মত ডাক্‌না তারে মন্।
বটে, তার নামটী কালা, (কিন্তু সে) নয়ত কালা,—
ডাক্ শোনে সে ডাকার মতন্॥
জাতির বিচার মানে না সে, তার কাছে যে সবই সমান,
নইলে, গুহক চণ্ডালের সঙ্গে (তার) রাঙ্গা মিতে যায় কি কখন্॥
(আবার) কৃষ্ণ রূপে গোপ-উচ্ছিষ্ট মিষ্ট ব'লে কর্‌লে ভক্ষণ,
(সে যে) মহানন্দে নন্দের বাধা মস্তকেতে করে বহন॥
এ দীন বলে প্রেমের বলে তারে বাঁধ দিয়ে শক্ত বাঁধন,
সে যে প্রেমের দায়ে রাধার পায়ে ধ'রে করে তার মানভঞ্জন॥

এমন প্রেমের কাঙ্গাল, এমন দীনের দয়াল, এমন দয়ার আধার আর ত কেউ নাই, মা! এমন শান্ত-দাস্য-প্রেম সখ্য বাৎসল্যের মধুর সমাবেশ ভাব আর ত কোথাও পাবে না, মা! যদি ভালবেসে সুখ চাস্ মা, যদি ভক্তি দিয়ে তৃপ্তি চাস্, মা! যদি আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়ে শান্তি চাস্, মা! তবে সেই একমাত্র অনন্ত প্রেমের মহাসিন্ধুর দিকে উধাও হ'য়ে ছুটে চল্, মা! সেই মহাসিন্ধুর বিন্দুমাত্র লাভ কর্‌তে পার্‌লে আর কোন ভাবনাই থাক্‌বে না। আহা সে মহাসিন্ধুর বিন্দু কি অনাবিল! কি স্বচ্ছ—কি তৃপ্তিময়!

কমলা। তাকে প্রাণখুলে ডাক্‌বার উপায় কি, প্রভু?

পূর্ণানন্দ। তাকে প্রাণখুলে ডাকার উপায়, সেই প্রাণখুলে ডাক্‌বার পথে যে সব বাধা-বিঘ্ন আছে, সেই সব মন থেকে দূর ক'রে ফেলা। সংসারের আসক্তিরূপ স্নেহ-মমতা প্রভৃতির দৃঢ় বন্ধন ছেদন ক'রে ফেল্‌তে পার্‌লেই তাকে প্রাণখুলে ডাকার উপায় সহজ হ'য়ে আসে, মা।

কমলা। সে আসক্তি ছেদনেরই বা উপায় কি ?

পূর্ণানন্দ। নিয়ত কেবল তাঁর ধ্যান, তাঁর চিন্তা, তাঁর স্মৃতি, তাঁর গুণকীর্ত্তন, এইরূপ ক'র্তে ক'র্তে ক্রমশঃ মানসিক চাঞ্চল্য দূরীভূত হ'য়ে চিত্ত স্থির হয়, এই চিত্তস্থৈর্য্যই সাধনের প্রধান অঙ্গ। বিক্ষিপ্তচিত্তে কখনো তন্ময় ভাব আস্‌তে পারে না। তন্ময় হ'য়ে তাকে না ডাক্‌লেও তাকে প্রাণ খুলে ডাকা যায় না। প্রাণ খুলে ডাক্‌তে না পার্‌লেও তাঁর কৃপা লাভ হয় না, তা'ত বলিইছি, মা।

কমলা। পুত্রকন্যাদির স্নেহ বিস্মৃত হওয়া কি জননীর পক্ষে সম্ভব ?

পূর্ণানন্দ। অসম্ভব সংসারে কিছুই নাই, মা! আমি তুমি যেটা অসম্ভব মনে কর্‌ছি, আর একজনে হয় ত সেটা অতিশয় সহজ-সাধ্য ব'লে বিবেচনা কর্‌ছে। সেটা আর কিছুই নয়, মা! কেবল শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারেই হ'য়ে থাকে। শক্তি দিতে ভগবান্ কাকেও কৃপণতা করেন নাই, অনুশীলনের ফলে সেই শক্তিকে কেউ সমধিক কার্য্যকরী ক'রে তুল্‌ছে, আবার অনুশীলনের অভাবে সেই শক্তিকে কেউ বা সঙ্কুচিত ক'রে রাখ্‌ছে, এইমাত্র প্রভেদ। যে পুত্র-কন্যার স্নেহ বিস্মৃত হওয়া তুমি নিতান্ত অসম্ভব ব'লে মনে কর্‌ছ, আবার এই সংসারে কত শত পুত্রকন্যার জননী সেই স্নেহ-সূত্র চিরদিনের মত ছিন্ন ক'রে সংসার-ত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী বেশে কঠোর সাধনায় নিযুক্তা। দেখ মা! যদি সেই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র সার মনে ক'রে লওয়া যায়, তা' হ'লে ত আর এই অসার পুত্রকন্যাদির স্নেহ, কিছুতেই মুগ্ধ কর্‌তে পারে না। যদি এই সংসারের মাতা পিতা, সন্তান সন্ততি প্রভৃতি কেহই কা'রো নয়, এই বৈরাগ্য-বুদ্ধি হৃদয়ে জাগরূক হয়, তা' হ'লে ত মা! আর সে সকলের প্রতি স্নেহ-মমতা থাক্‌তে পারে না। তবে সেই বৈরাগ্য-বুদ্ধি লোকের একদিনে হয় না। ক্রমশঃ গুরুর উপদেশমত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সেই

জ্ঞানের বিকাশ হ'তে থাকে। মাগো! ঐ মায়াতেই অন্ধ মানুষ বিবেকের আলোক দেখ্‌তে পায় না, ঐ মায়াতেই বধির মানুষ বিবেকের ডাক্ শুন্‌তে পায় না। সংসারটা যেন একটা মায়ার বেড়াজাল দিয়ে ঘেরা র'য়েছে। শোন মা!

গান।

মায়াজালে আছে ঘেরা এ ভব সংসার।
ঐ মায়াতে অন্ধ হ'য়ে, ভাবে সব আমার আমার॥
দারা সুত ইষ্ট-মিত্র এ সব কিন্তু কেহ কারো নয়,
যাবার বেলায় ভবের খেলায় ও সব প'ড়ে রয়,
ভালবেসে কই ত শেষে কেউ ত সঙ্গে যায় না যে কার্॥
এ সব পুতুল ঘরের খেলা করা দুদিন পরে শেষ,
কেবল দুদিন ব'সে হাসা-কাঁদা, দুদিন দেখ্‌তে বেশ,
এ দীন ব'লে পাগল ভুলে (প্রাচিন্) ছায়াবাজী ক'রে সার॥

ধীর। মা গো! গুরুদেব বল্‌ছেন, তুমি আমি দাদা দিদি এ সব কেউই কা'রো নয়। কেবল পুতুল-ঘরের পুতুল-খেলার মত এই সব নিয়ে খেলার ঘর পাতিয়ে দুদিন ব'সে খেলা করা। তবে মা, আমরা এ সব মিছে খেলা ক'রে বোকার মত প'ড়ে থাকি কেন? কেনই বা ভবে তোমাকে আমি মা ব'লে ডেকে তোমার কোলে উঠি, কেনই বা তুমি আমাদের পুত্র ব'লে কোলে তুলে নাও! যে খেলা খেল্‌লে ভগবানকে ডাক্‌তে পারা যায় না, যে খেলায় ভুলে থাক্‌লে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে করা যায় না, তেমন খেলা তবে আমাদের আর কেন খেল্‌ব, মা? এতদিন যখন বুঝ্‌তে পারি নি, এতদিন যখন কেউ বুঝিয়ে দেয় নি, তাই এই পুতুল-খেলা খেলে কাটিয়েছি; আজ গুরুদেব বুঝিয়ে দিলেন, তখন আর কেন সে খেলা করব, মা?

পূর্ণানন্দ। শুনলে, মা! বালকের কথা? বালক হ'য়েও কুমার আমার কথার সারাংশ গ্রহণ করেছে। দীর্ঘজীবী হও, বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সুমতি সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে একনিষ্ঠ ভাবে নিরত থাকুক্।

ধীর। আর আশীর্ব্বাদ করুন— গুরুদেব, আমার মাকে; মায়ের মন যেন আমাদের মায়া কাটিয়ে সেই শ্রীকৃষ্ণের পায়ে গিয়ে পৌঁছিতে পারে।

পূর্ণানন্দ। আশ্চর্য্য ব্যাপার, মা! পুত্রের সঙ্গে মাতার কোন সম্বন্ধই নাই, এই কথা শুনে কোথায় বালক মায়ের জন্য অস্থির হ'য়ে কেঁদে উঠ্‌বে, তা না হ'য়ে দেখ, বালক সেই মায়ার বন্ধন ছেদন কর্‌বার জন্য যেন যথার্থই বিবেক-অস্ত্র হস্তে ক'রে প্রস্তুত হ'যেই দণ্ডায়মান। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ভিন্ন এরূপ এত সহজে এই জ্ঞানের বিকাশ লক্ষিত হয় না। মা গো! এ পুত্র তোমার সামান্য রত্ন নয়। সুনীতির গর্ভে যেমন ধ্রুব, কয়াধুর উদরে যেরূপ দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন, তোমার ঐ পুত্র, দেখ্‌বে একদিন, সেই ভক্তচূড়ামণি ধ্রুব প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তির অমিয়-তরঙ্গে এই সংসার প্লাবিত ক'রে দেবে। তাই বল্‌ছিলেম, মা, তোমার এই পুত্র রত্ন নয়—অমূল্য রত্ন!

কমলা। আপনার আশীর্ব্বাদই এই অভাগিনীর একমাত্র ভরসা। ঐ রত্ন বুকে ক'রেই আমি এই অকূল সংসার সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছি।

ধীরসেন। না মা! আজ হ'তে আমি আর তোর বুকে যাব না। আর আমার উপর তোর মায়া বাড়্‌তে দেবো না। যাতে তুই আমাকে ভুলতে পারিস্, তাই কর্‌ব। আমি গুরুদেবের সঙ্গে আশ্রমে গিয়ে থাক্‌ব।

কমলা। না ধীরু! তুমি বুঝছ না: থাক্‌লে যে, আমি আরও অস্থির হ'যে উঠ্‌ব—আরও পাগল হ'য়ে পড়্‌ব। তোকে বুক ছাড়া কর্‌লে রঞ্জিতার প্রচ্ছন্ন স্মৃতি আবার দ্বিগুণভাবে জ্ব'লে উঠ্‌বে, তা হ'লে যে আর আমি ধৈর্য্য রাখ্‌তে পার্‌ব না।

পূর্ণানন্দ। [স্বগত] হায়ে মায়ের প্রাণ! শত উপদেশে ও মায়ের প্রাণ থেকে সন্তান-স্নেহ দূর কর্‌তে পারে না। বক্ষের অস্থির ন্যায়, চক্ষের তারার ন্যায়, হৃদয়ের শোণিতের ন্যায়, দেহের জীবনের ন্যায়, জীবনের সর্ব্বস্বের ন্যায়, সন্তান-বাৎসল্য জননীর পরিত্যাগ করা বড় সহজ কথা নয়। তাই ভাব্‌ছি যে, হারে মায়ের প্রাণ! কত স্নেহ-সমুদ্র মন্থন ক'রে যে বিধাতা তোর প্রাণে স্নেহের অমিয়রাশি সঞ্চিত ক'রে রেখেছেন, কত কোমলতার রসভাণ্ডগুলি নিঃশেষ করে যে, তার সার অংশ তোর ঐ হৃদয় মধ্যে এনে জমাট করেছেন, কত মাধুর্য্যের মন্দাকিনী একত্র ক'রে যে, মাতৃস্নেহের অনন্ত পারাবার সৃষ্টি হয়েছে, তা চিন্তা কর্‌লেও বিস্ময়রসে ডুবে যেতে হয়! এমন মা, এমন মাতৃস্নেহ, এমন মাতৃত্বের গৌরব আজ আমি সংসার থেকে মুছে ফেল্‌বার উপদেশ দিতে এসেছি! না না, ভুল বুঝেছি— ভুল বুঝেছি, মাতৃত্বের যদি সংসারে প্রয়োজন না হ'ত, তা হ'লে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে এসে দেবকী যশোমতীকে কখনো মা মা ব'লে ডাক্‌তেন না। মাতৃত্বের যদি আবশ্যক না হ'ত, তা হ'লে সেই নন্দদুলাল কখনো যশোদা কর্ত্তৃক উদূখলে বদ্ধ হতেন না। মাতৃত্ব বজায় রাখ্‌তে হ'লে সন্তানের প্রয়োজন, সন্তানের মুখে মধুর 'মা' কথা না ফুট্‌লে মা নামের মাধুর্য্য বিকাশ কে কর্‌বে? তা হ'লে ত মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ একটা মায়ার ভ্রান্ত লীলা ব'লে উঠিয়ে দিলে চল্‌বে না, আবার মাতা আর সন্তানের প্রয়োজন স্বীকার কর্‌তে হ'লে, পিতৃত্বের আবশ্যকতা আরও স্পষ্ট হ'য়ে আসে; এখন দেখ্‌ছি, সংসারে যে কেবল মাতাপিতা সন্তানেরই প্রয়োজন —তা নয়, সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা কর্‌তে গেলে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে যে, 'এই ক্ষুদ্র বালুকণা হ'তে বিশাল পর্ব্বত পর্য্যন্ত এর কোনটাই ভগবানের নিরর্থক সৃষ্টি নয়। ক্ষুদ্র মানব, তদধিক ক্ষুদ্র মানবের বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি নিয়ে

সেই মঙ্গলময়ের স্বপ্ন মঙ্গল-উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে চায়—কি ধৃষ্টতা! কি নির্বুদ্ধিতা, কি অজ্ঞতা!

কমলা। [স্বগত] একি, গুরুদেব যে আর কোন কথাই বল্‌ছেন না! কি যেন চিন্তা কর্‌ছেন।

পূর্ণানন্দ। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! একি কর্‌লে? এ আবার কি ভুলের মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে দিলে? এ আবার কি সংসারের আবর্ত্তের মধ্যে ফেলে দিলে, হরি? সব ধারণা, সব জ্ঞান, সব বিবেক—সবই যে ভেসে গেল! যে জাল ছিন্ন কর্‌বার জন্য এতদিন ধ'রে অস্ত্র-সংগ্রহ কর্‌লেম, আজ সেই অস্ত্র আমার কোথায় হারিয়ে ফেলে, সেই জালেই আবার জড়িয়ে পড়্‌লেম! বুঝ্‌লেম, দয়াময়! বুঝ্‌লেম, কৃপাময়! তোমার দয়া—তোমার কৃপা না হ'লে মানুষ শত চেষ্টা ক'রেও তার কোন ভ্রান্তিই দূর করতে পারে না। তোমার কৃপা-দৃষ্টি পতিত না হ'লে, সাধ্য কি যে মানুষের এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দৃষ্টি এই বিশ্বকারণ রহস্যের অন্তর্গতে প্রবেশ কর্‌তে পারে? মা! মা! আমি বৃথা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দিতে এসেছিলাম। যা নিঃসন্দেহ ভাবে তোমাকে এতক্ষণ বুঝিয়েছি, সে সমস্তই এখন দেখ্‌ছি, ঘোরতর সংশয়ের আবরণে ঢাকা। আমি এখন নিজেই মহা অন্ধ, অন্ধ হ'য়ে কেমন ক'রে তোমাকে আলোকের পথ দেখিয়ে দেবো, মা? আমার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা আজ ঐ এক মাতৃত্বের প্রবল প্লাবনে কোথায় যেন ভেসে গেল! আমি এখন চল্লেম, দেখি—এ সমস্যার উত্তর আছে কি না; দেখি—এ সংশয়ের মীমাংসা আছে কি না, যদি কখনো গুরুত্ব পদ গ্রহণের অধিকারী হ'তে পারি, তবেই দেখা কর্‌ব, মা! নতুবা আর দেখা হবে না। নারায়ণ! মধুসূদন! এ মহা ভ্রান্তি ভেঙে দিয়ো, প্রভু!

[সত্বর প্রস্থান।

ধীর। একি হ'ল মা! গুরুদেব হঠাৎ এ ভাবে চ'লে গেলেন, কেন, মা ?

কমলা। বলেছি ত, বাবা। এ হতভাগিনীর ভাগ্য, বিধাতা পৃথক্ উপাদানে গড়েছিলেন, নতুবা জ্ঞানের প্রশান্ত বারিধি আজ সামান্য কারণে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌বে কেন ? ধৈর্য্যের হিমাচল আজ সহসা এমন সামান্য বাতাসে ন'ড়ে উঠ্‌বে কেন ? যিনি সাক্ষাৎ দেববিগ্রহ, যিনি কৃষ্ণ-প্রেমের অমিয়ধারা পান ক'রে, কৃষ্ণ নামের আস্বাদন ক'রে, সেই আনন্দে বিভোর হ'যে রয়েছেন, সেই বৈষ্ণব-চূড়ামণি কৃষ্ণ প্রেমিক মহাত্মা পূর্ণানন্দ গোস্বামীও আজ দেখ্‌লে, বাবা। আমাকে উপদেশ প্রদান কর্‌তে কর্‌তে কেমন সহসা চঞ্চল মূর্ত্তি ধারণ ক'রে চ'লে গেলেন। আমি নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে পেরেছি, বাবা! এই অভাগিনীর ভাগ্যাকাশ নিতান্তই ঘোরতর কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন হয়েছে। এ আকাশে আর কখনো মেঘমুক্ত শশিকলার উদয় হবে না। বরং ক্রমে ঐ মেঘ থেকে বিষম ঝটিকা উত্থিত হ'য়ে আমার ক্ষীণ আশার অস্পষ্ট আলোকটুকুও নিবিয়ে দেবে। যে কল্পনার শান্তিকুটীরখানি ধীরে ধীরে গ'ড়ে তুল্‌ছিলেম, সে কুটীরখানিও ক্রমে ঐ ঝড়ে প'ড়ে গিয়ে ধূলিসাৎ হ'য়ে যাবে। যে অমৃত ফলের আশায় এই হৃদয়-ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বীজটি অঙ্কুরিত হ'তে দেখে সযত্নে সেই অঙ্কুরটিকে ধীরে ধীরে সলিলসিঞ্চনে বাড়িয়ে তুল্‌ছিলেম, আজ সেই অমৃত তরুটি আমার অঙ্কুর অবস্থাতেই কঠিন নিয়তির একটী তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বুঝি জন্মের মত পুড়ে ভস্ম হ'য়ে গেল! হায়, আমার মত মহাপাপিনী হতভাগিনী আর কে আছে, বল্‌ দেখি ?'

ধীর। মা! তুই ভাবিস্‌ নে, দয়াময় হরি নিশ্চয়ই তোর প্রাণে শান্তি এনে দেবেন। শুনেছি, তিনি যাদের কৃপা করেন, তাদের প্রথমে এই ভাবেই অন্ধকারের মধ্যে ফেলেই পরীক্ষা ক'রে থাকেন।

গান।

দয়াময় নাম ধরেছেন যখন।
ডাক্‌তে যদি পারি তাঁরে, তবে দিতেই হবে দেখা তখন ॥
সুখের আগে দুঃখ দিয়ে, করেন্ খেলা ভক্ত নিয়ে,
তিনি লীলাময়, তাঁর লীলা-খেলার শুনেছি মা, এই ত ধরণ।
গ্রীষ্মেতে প্রখর তাপে, (হয়) তপ্ত ধরা ঘোর সন্তাপে,
সেই তপ্ত ধরা শীতল হয় মা, (পেয়ে) বর্ষাধারার ঘোর বরিষণ ॥

ব্যস্তভাবে দয়ালচাঁদের প্রবেশ।

দয়াল। কৈ—কৈ, আমার সে মাথাপাগ্‌লা বাবাজীটা কোথায় গেল? হাঁগা, তোমরা বল্‌তে পার গা, একটা পাগ্‌লা বাবাজী এই মন্দিরে এসে রোজই কি গান করে, আর তার কে কেষ্ট না বিষ্ণু আছে, তার জন্যে কেঁদে কেঁদে মরে, আর চোখ দিয়ে তার ভাদ্রমাসের বন্যা ব'য়ে যায়—সে পাগ্‌লাটা আজ কম্‌নে গেল? রোজই ত ঠিক এম্‌নি সময়ে এখানে এসে থাকে। একটু নড়্‌-চড়্‌ হয় না, আজ তবে কি হ'ল বল্‌তে পার, হে ছোক্‌রা? বল্‌তে পার গা, ছোক্‌রার মা? এই নাও, তোমরা যে দুইজনে একেবারে অবাক্ হ'য়ে বাজেপোড়া মানুষের মত আমার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাক্‌লে! বলি শুনছ গা?—বাঃ রে! মজা মন্দ নয়! দুজনেই কালা না কি? মরুক্ গে যাক্—এখন বাবাজীটে গেল কোথায়? বেড়ে মিষ্টান্নগুলি আমাকে রোজই খেতে দেয়। দেখি—খানিক সময় দেখি। ততক্ষণ একটা গান করি; আমার গান শুনে যদি ছুটে আসে। পাগ্‌লাটা আমার গান শুন্‌তে বড্ড ভালবাসে।

গান।

ওগো তোরা তরি নিয়ে আয়-না বেয়ে।
এই বেলা সব পার হ'য়ে আয় নৈলে দিন যে তোদের যায় রে ব'য়ে ॥

এ নদীতে তুফান ছাড়া, ঠাণ্ডা হয় না কোন দিন,
(তবে) তুফান দেখে ব'সে থাক্‌লে (তোদের) ফুরিয়ে যাবে দিন,
দে না বাদাম্‌ তুলে হরিব'লে, (তোদের) পাড়ি যাবে রে জমিয়ে ॥
শক্ত ক'রে হাল্‌ ধ'রে ব'স্‌, ঠিক রেখে ঠিক্‌ তান,
(যেন) এ দিক্‌ ওদিক্‌ ঘুরিস্‌ না রে (আছে) বিষম ঘূর্ণ পাক্‌,
এমন মধুর নামের বুলি যেন ভুলিস্‌ না রে ওরে বোকে ॥

নীর। এক ধ্যানে চেয়ে কি দেখ্‌ছ, মা, ঐ ছেলেটীকে? আমিও দেখ্‌ছি, মা! ঐ ছেলেটী কে। আমিও দেখ্‌ছিলেম—চাইলে যেন আর চোখ ফেরাতে পারা যায় না। তার গানটা শুন্‌লি, মা? গানটাতে কি চমৎকার ভাব মাখান।

কমলা। আমি যে ঐ ছেলেটিকে দেখে হঠাৎ কেমন হ'য়ে গেলাম, নীরু। আমার হৃদয়ের সব ব্যথা, সব বেদনা, সব অন্ধকার যেন নিমেষের মধ্যে কোথায় চ'লে গেল; কেমন যেন এক মধুর শান্তি, কেমন যেন এক মধুর তৃপ্তি, কেমন যেন এক মধুর আনন্দ এসে আমার হৃদয়টা অধিকার ক'রে বস্‌ল! আহা হা, কি সুন্দর—নীলপদ্মটির মতন যেন ঢল্‌ ঢল্‌ করছে! কি সুন্দর নীল জোৎস্নারাশি যেন ঐ নীলশশীর নীলাঙ্গ হ'তে বিকীর্ণ হ'য়ে এই মন্দির-প্রাঙ্গণটা উজ্জ্বল নীলাভ ক'রে তুলেছে! এরূপ অপরূপ রূপ ত এ চর্ম্মচক্ষে আর কখন দেখি নাই রে!

নীর। কৈ মা, আমি ত তা দেখ্‌তে পাচ্ছি নে; আমি দেখ্‌ছি যে, একটী শ্যামাঙ্গ সুন্দর বালক আপন মনে চমৎকার ভাবময় স্বর লহরী ঢেলে দিচ্ছে। কিন্তু মা! তোমার বর্ণিত রূপ ত আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।

কমলা। এও ত কম আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। একই বালক একই স্থানে, একই সময়ে দাঁড়িয়ে, অথচ দুই জনে দুই রূপ মূর্ত্তি দেখ্‌ছি।

দয়াল। দূর ছাই, কৈ ? এখনো ত এল না, তবে আজ গেল কোথায় ? ক্ষ্যাপাটা ত আজ দেখ্ছি, আমাকে ভারি ফাঁকি দিলে ! সন্দেশগুলি তবে কি আর কাউকে দিয়ে দিলে না কি ? এমন সন্দেশটা আজ আমার মাটী হ'য়ে গেল রে ! যাই তবে, [কমলা ও ধীরসেনের প্রতি] ওগো শুনছ গা ! না ওরা যে কালা ! বাবাজীটে যদি এসে আমাকে খোঁজে, তা হ'লে আমি ফিরে চ'লে গেছি, এ কথাটা তাকে জানাবার জন্য যে কাউকে ব'লে যাব, তেমন একটা মানুষকেও ত দেখ্তে পাচ্ছি নে। ঐ দেখ না, এ দুটো আমার দিকে কি ভাবে চেয়ে রয়েছে, যেন জন্মে কখন কোথায়ও মানুষের মুখ চোখে দেখ্তে পায় নি।

কমলা। সত্যই বলেছ, বাবা ! তোমার মুখের মত মুখ ত জন্মে কখন কোথায়ও দেখ্তে পাই নি। তোমার নাম কি, বাবা ?

দয়াল। এই ত রে, কাণে শুনছে ত দেখি ; তবে এতক্ষণ ধ'রে আমার কথার সাড়া দিচ্ছিলে না কেন ?

কমলা। বাবা ! আমরা তোমার রূপ দেখে, আর গান শুনে জ্ঞান-হারা হ'য়ে পড়েছিলাম, তাই কিছুই শুনতে পাই নি। এখন বল, বাবা ! তোমার নামটী কি ? থাক কোথায় ? কাদেরই বা ছেলে তুমি ?

দয়াল। ইঃ, আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তাই তোমার অতগুলি কথার উত্তর দিয়ে মরি আর কি !

কমলা। আচ্ছা, তোমার নামটা কি একবার বল-না, চাঁদ !

দয়াল। মুখে ত দেখ্ছি, খুব মিষ্টি ভ'রে রেখেছ, গোটা কত মিষ্টি সন্দেশ এনে দিতে পার, তবে ত বুঝি !

কমলা। হাঁ বাবা ! তোমাকে তাই দেবো, তোমার যত ইচ্ছা, পেট ভ'রে খেয়ো।

দয়াল। কোথায় পাবে তুমি ?

ধীর। দেখ্‌ছ না, উনি যে আমার রাজরাণী মা?

দয়াল। ওঃ, তবেই হয়েছে তোমরাও দিয়েছ, আমিও খেয়েছি! রাজা-রাজড়া গরীবদের যা দেয়, তা আর আমার জান্‌তে বাকী নেই। তোমরা পার—কেবল তেলা মাথায় তেল ঢাল্‌তে, আর নিজেদের পেট ভরাতে। তাতেই আমাকে একটা নতুন মত দেখে অমন ক'রে চেয়েছিলে না? কারণ আমার মত গরীব কাঙাল ত আর তোমাদের চোখে কখন পড়ে না।

কমলা। না বাবা! তুমি আমার কথা বিশ্বাস ক'রে তোমার নামটা একবার বল; শুন্‌তে আমার বড়ই সাধ হয়েছে, বাবা!

দয়াল। থাক্, তোমার সন্দেশ আমি চাই নে, হয় ত কোথাকার পচা-পচ্‌কুড়ো সন্দেশ এনে ঘেন্না অচ্ছেদ্দা ক'রে আমাকে দেবে, তেমন খাওয়া আমি খেতে চাই নে। তার চেয়ে আমার বাবাজী-টাবাজী গোছের লোকই বেশ; ছেদ্দা করে তারা দেয়, তাই যেচে খেতে আসি; বড়লোকের দরজাও আমি মাড়াই না। তবে বার বার তুমি নামটা শুন্‌তে চাইছ, বল্‌ছি; কিন্তু আমার পরিচয় শোন্‌বার পরে আর যেন আমায় বিরক্ত করতে এসো না। তাই ত! বাবাজী পাজীটা আজ কোথায় গিয়ে মর্‌ল! শোন তবে—

গান।

নামটী আমার আছে গো দয়াল।
মা বাপ কেউ নাইক আমার, আমি পথে পথে ফিরি পথের কাঙাল॥
'দয়াল' ব'লে ভালবেসে, ডাক্‌লে, ছুটে যাই তার পাশে,
আমি অনাদরের ধার ধারি নে, আমি যে আদুরে গোপাল।
মাঠে মাঠে ধেনু চরাই, গাছের তলায় বাঁশী বাজাই,
মিঠে ব'লে এঁটো ফল খাই, আমি যে গো, গো-রাখাল॥

(আবার) সুতো ধ'রে পুতুল নাচাই, কারে হাসাই কারে কাঁদাই,
দিন রাত ধ'রে কত খেলাই, যখন যেটা হয় খেয়াল ॥

শুন্‌লি তোরা ? এখন দে ছুট্—

[দৌড়াইয়া প্রস্থান।

ধীর। আহা মা ! দয়াল ছুটে পালিয়ে গেল। সন্দেশ খেলে না, গরীব লোক ! ভালবেসে খেতে না দিলে দয়াল আর কারো দেওয়া খাবার খায় না বল্‌লে। হাঁ মা ! আমরা বড় লোক যখন, তখন নিশ্চয়ই কাঙালদের ভালবাস্‌তে পারি না, কাঙাল দেখ্‌লে আমাদের প্রাণ কাঁদে না। কেন মা, বড়লোকদের এমন হয় বল্‌তে পারিস্ ?

কমলা। কি বল্‌ব, বাবা, আমি ত আর কিছুই ভাব্‌তে পার্‌ছি নে, আমার সব ভাবনা—সব চিন্তা এখন ঐ দয়ালের উপর গিয়ে পড়েছে। দয়ালের মুখে, দয়ালের গানে কি মোহিনী শক্তি আছে, তা'ত কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে ! কোথা থেকে ছুটে এসে আমার বুকের পাথরখানা যেন দুই হাতে নামিয়ে দিয়ে গেল ! কি এক রসাঞ্জনের তুলিকা বুলিয়ে দিয়ে যেন আমার অন্ধ চক্ষু দুটো ফুটিয়ে দিয়ে গেল ! কিসের প্রলেপ এনে যেন আমার বঞ্চিতার স্মৃতি-ক্ষত হৃদয়ে মেখে দিয়ে গেল ! কে ঐ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন দয়াল, তাই ভাব্‌ছি।

ধীর। কেন মা ! তার সব পরিচয়ই ত দিয়ে গেল, একজন পথের কাঙাল—গো-রাখাল, মাঠে মাঠে গোরু চরিয়ে বেড়ায়, গাছতলায় দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজায়, রাখালদের এঁঠো ফল মিঠে ব'লে খায়, কখনো বা সুতো ধ'রে পুতুল নাচিয়ে বেড়ায়, যখন যে খেয়াল হয় তাই করে, এই সব ব'লে গেল, তবে আবার সন্দেহ কি, মা ? তুমি কি মনে কর্‌ছ যে, দয়াল তার সব পরিচয় মিথ্যে ক'রে ব'লে গেল ?

কমলা। না বাবা ! দয়ালের কথা মিথ্যা কেন, আমি—মহা সত্য

ব'লেই মনে করেছি। কিন্তু ভাব্‌ছি যে, কোন্ দয়াল? যে দয়ালচাঁদ সেই বৃন্দাবনে গোষ্ঠ-বিহারকালে কদম্বমূলে দাঁড়িয়ে মোহন মুরলীধ্বনি ক'রে একদিন বৃন্দাবনকে পাগল ক'রে তুলেছিলেন; যে দয়ালচাঁদ ব্রজের কুঞ্জ একদিন আলোকিত ক'রে, গোপী হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের মধুর হিল্লোল বহিয়ে, কালিন্দীর কলকল্লোলমুখরিত স্রোতধারাকে উজান দিকে প্রবাহিত করেছিলেন; যে দয়ালচাঁদ এই সংসারের খেলাঘর পাতিয়ে, কর্ম্মসূত্রে ধ'রে এই সকল জীবরূপ পুতুল ল'য়ে লীলা কর্‌ছেন, একি সেই দয়াল? আহা হা কি রূপ দেখ্‌লেম রে। কি নীল-সাগরের তরঙ্গ-উচ্ছাস দেখ্‌লেম রে! কি নীল বিজলীভরা নীল মেঘের নবীন আড়ম্বর দেখে চোখ ঝল্‌সে গেল রে। কি নীল-সরোবরের নীল-তরঙ্গে ভাসমান নীল ইন্দীবরের নীল লাবণ্য মাধুরী আজ দেখ্‌লেম্ রে। আহা হা। কৃষ্ণ! প্রেমময় কৃষ্ণ। দয়ালচাঁদ কৃষ্ণ! দয়া ক'রে দয়াল সেজে এসে কি দেখা দিয়ে পাগল ক'রে গেলে? তাই যদি ক'রে থাক, তবে প্রার্থনা, দয়াময়। জন্ম জন্ম যেন এইরূপ পাগল হ'য়ে তোমার ঐ রূপতরঙ্গে ভেসে ঐ নীল-সিন্ধুর সুধাবিন্দু পান কর্‌তে পারি। আর কিছু চাই না, কৃষ্ণ! আর পতিপুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন কিছুই প্রার্থনা করি না, কৃষ্ণ! [চক্ষুমুদ্রিত করণ]

ধীর। মা একেবারে ভাবে বিভোর, একেবারে তন্ময়, একবারে আত্মহারা পাগল। মায়ের প্রাণে এখন অপূর্ব্ব বিমল আনন্দ, মায়ের হৃদয় এখন এক অপরূপ-রূপে পূর্ণ। হে কৃষ্ণ! এ আনন্দ—এ পূর্ণতা মায়ের যেন আর নষ্ট ক'রে দিয়ো না। চল মা! এখন মন্দির মধ্যে গিয়ে পূজা দর্শন করি গে।

[কমলার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

অগ্রে পিঙ্গলা পশ্চাৎ দুর্দ্দান্তসিংহের প্রবেশ।

পিঙ্গলা। [প্রবেশ পথ হইতে]

বার বার বলেছি ত তোমা,
নির্ব্বিচারে ক'রে যাও আদেশ পালন।
অকারণ কেন কর কারণ সন্ধান ?
জিজ্ঞাসিলে কিছুতেই পাবে না উত্তর।
কত কূট-প্রহেলিকা
দিবানিশি গড়িতেছি ভাঙিতেছি মনে,
কত সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতর গুপ্ত কূটনীতি
নিরন্তর আলোড়িছে মস্তিষ্ক আমার,
কি বুঝিবে স্থূলবুদ্ধি তুমি ?
তুমি সদা অহোরাত্র
নিখুঁত প্রেমের চিত্র
করিছ অঙ্কন শুধু কল্পনার পটে ;
তুমি সদা প্রেমপুষ্প করিতে চয়ন
প্রণয়ের পুষ্পোদ্যানে করিছ ভ্রমণ ;
তুমি শুধু—
আছ মাতোয়ারা এক 'প্রেম প্রেম' করি।
কি বুঝিবে তুমি এই কুটিল রহস্য ?
কি জানিবে তুমি মম কুটিল কৌশল ?

দুর্দান্ত। আচ্ছা তাই হবে,
চাহিব না আর কভু
জানিতে কারণ তব গুপ্ত রহস্যের।
অঙ্গুলি-চালিত শুধু যন্ত্র-পুত্তলিকা মত
নিঃশব্দে সাধিয়ে যাব আদেশ তোমার।
প্রাণপণে সাধি' কার্য্য তব,
জন্মাইব সন্তুষ্টি তোমার ;
যে সন্তুষ্টি হ'তে
লভিব বাঞ্ছিত ফল নিশ্চয় আমার।
যে সন্তোষের প্রতিদানে
প্রেমরাজ্য পুরস্কার করিব অর্জ্জন।
যে সন্তোষের প্রতিদানে
প্রেমময়ী পিঙ্গলার রুদ্ধ প্রেম-দ্বার,
চিরমুক্ত নেহারিব সার্থক নয়নে।
যে সন্তোষ করি উৎপাদন,
পিঙ্গলার আরক্ত কপোল সনে
হবে মম ওষ্ঠাধরে চির সম্মিলন—
সর্ব্বসুখ জীবনের হবে উপভোগ।

পিঙ্গলা। উন্মত্ত দুর্দ্দান্ত! শোন কথা,
এখনো সে প্রেমতত্ত্ব
আলাপের আসে নি সময়।
চেয়ে দেখ, পিঙ্গলার মুখ—
প্রেমহীন, রসহীন, শুষ্ক মরুময়!
চেয়ে দেখ, দুই চোখে মোর,

জ্বলিছে কালাগ্নি সম হিংসার অনল।
চেয়ে দেখ, পিঙ্গলার কুঞ্চিত কুন্তল
বিষধরী সাপিনীর ন্যায়
হেলিছে দুলিছে শুধু হিংসার বাতাসে।
যে হিংসার মহাযজ্ঞে হয়েছি দীক্ষিত,
সে যজ্ঞের ইন্ধন সঞ্চয়ে
থাক এবে সর্ব্বদা প্রস্তুত।
যেদিন—যেদিন শোন, উন্মত্ত প্রেমিক!
আরব্ধ এ মহাযজ্ঞে দিব পূর্ণাহুতি,
সেইদিন—সেই দিন হ'তে
আরম্ভিবে প্রেম-যজ্ঞ পিঙ্গলা সুন্দরী।
সেইদিন সে যজ্ঞে তোমারে
বসাইব হোতা করি' প্রেমের আসনে।
কিন্তু হায়!
সে দিনের এখনও বহু দিন বাকী।
স্থির হ'য়ে কার্য্য মোর কর সম্পাদন,
বিফল হবে না আশা—
আশা তব নিশ্চয় পূরিবে।

দুর্দ্দান্ত। দেহ কার্য্য তবে,
কার্য্য করি' নিরন্তর,
কার্য্য শেষ করে দি তোমার।

পিঙ্গলা। নিশ্চয় জানিও,
যত শীঘ্র কার্য্য শেষ—
তত শীঘ্র সফলতা তব।

এই লহ লিপি মম,

[পত্র প্রদান।]

অতি সাবধানে,
চ'লে যাও নিশিনহ মরক্কো নগরে,
বাদসাহ হোসেনালি করে
দেবে মম এই গুপ্তলিপি।
অন্য কথা কিছু নাহি তব,
লিপি-প্রত্যুত্তর শুধু আনিবে সত্বর।
যাও, আর বিলম্ব ক'রো না।

দুর্দ্দান্ত। চলিলাম তবে,
কার্য্য শেষে ফিরিব পাঞ্চালে।

[প্রস্থান।

পিঙ্গলা। কি আশ্চর্য্য রমণীর রূপ-প্রলোভন।
যে রূপের প্রলোভনে,
নির্ব্বোধ দুর্দ্দান্তসিংহ
আজ মোর হস্তের বন্দুক।
যে রূপের প্রলোভনে,
প্রলুব্ধ মরক্কো-পতি দুরন্ত যবন
আমার উদ্দিষ্ট কর্ম্মে প্রধান সহায়।
যে রূপ অনলে পুড়ি'
রূপলুব্ধ রাজা পুরণেন -
ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত হ'ল ভস্মীভূত।
যে বিরাট মহা যজ্ঞের করেছি সূচনা,
সে যজ্ঞের সম্পাদনে

কেবল সম্বল মম রূপের ভাণ্ডার।
থাক্ রূপ! থাক্ তুই,
আজীবন পিঙ্গলার হ'য়ে সহচর,
তুই মাত্র পিঙ্গলার প্রধান সাধন —
তুই মাত্র পিঙ্গলার দেব-আশীর্ব্বাদ।
যাই এবে কার্য্যান্তরে –

[গমনোদ্যোগ]

না না, ওই রাজা আসে এইদিকে।
ভাল হ'ল,
রাজা সহ আছে আজি বিশেষ মন্ত্রণা।

পুরঞ্জনের প্রবেশ।

পুর। ডেকেছ, পিঙ্গলা?

পিঙ্গলা। হাঁ, অনেকক্ষণ দেখ্‌তে পাই নি ব'লে।

পুর। খুবই কি বেশী সময় হয়েছে?

পিঙ্গলা। তোমার কাছে না হ'তে পারে।

পুর। আমাকে তুমি এত ভালবাস, পিঙ্গলা?

পিঙ্গলা। প্রাণ খুলে কি তা' দেখাতে পারছি? যা ইচ্ছা হয়, যা সাধ হয়, সে এক অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু অভাগিনী আমি, আমার কোন সাধই পূর্ণ কর্‌তে পার্‌লেম না! কেবল চোখের জল ফেল্‌তেই

[চক্ষে অঞ্চল প্রদান]

পুর। কাঁদ্‌ছ, পিঙ্গলা?

পিঙ্গলা। [চক্ষু মুছিয়া] না, কেঁদে আর কি হবে? কাঁদলে হয়ত তুমি মনে কর্‌বে মায়া-কান্না কাঁদ্‌ছে।

পুর। তা কি আমি কখনো মনে করেছি, পিঙ্গলা?

পিঙ্গলা। আগে করতে না বটে, কিন্তু আজ-কাল বোধ হয়, করতে আরম্ভ করেছ।

পূর। ওঃ, এতক্ষণে আমি বুঝেছি, এই অভিমানের কারণ—সেদিন সেই রঞ্জিতার চুরি ব্যাপার সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করেছিলাম ব'লে।

পিঙ্গলা। শুধু কি বাদ-প্রতিবাদ ক'রেই ছেড়েছিলে? আমিই যেন সে চুরির পোষকতা করেছি ব'লে আমাকে বেশ একটু সন্দেহও করেছিলে।

পূর। সেজন্য ত তোমার কাছে আমি অনেকবার ক্ষমাও চেয়েছি, পিঙ্গলা। এখনও কি আমাকে ক্ষমা করতে পার নি?

পিঙ্গলা। মুখেই না হয় ক্ষমা চেয়েছ, কিন্তু তোমার মনের ধারণা কি সম্পূর্ণ দূর হয়েছে? সেদিন হ'তে আমি লজ্জায় দুঃখে আর লোক সমাজে মুখ দেখাতে পারি না—সে কি সামান্য কলঙ্কের কথা!

পূর। যাক্, সে কথা এখন ছেড়ে দাও, তখন পাঁচ জনে পাঁচ কথা ব'লে পাঁচ রকমে আমার মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছিল।

পিঙ্গলা। পাঁচ জনে আর কে? এক সেই তোমার প্রাণের বন্ধু প্রেমচাঁদ, আর ও পক্ষের কয়জন গোঁড়া।

পূর। যাক্ পিঙ্গলা, আর সে পাপিনী রঞ্জিতার কথা মুখেও তুলো না। পাপীয়সী কন্যার গুপ্ত-প্রেমের পাত্র হ'ল কি না শেষে—যবন সেনাপতি; কি আক্ষেপের কথা!

পিঙ্গলা। সে পক্ষে কি আর সে কথা কেউ বিশ্বাস করছে? তারা জানছে, রঞ্জিতা বেশ সতীসাধ্বীই ছিল। কি সাহস মা গো! এইটুকু মেয়ে, এখনো তেঁতুলতলা দিয়ে গেলে গলায় দই জমে, তার ভিতরে ভিতরে এত কারখানা! শেষটা এমন চলান্‌টা চলালে!

গীতকণ্ঠে গোরাচাঁদের প্রবেশ।

গোরাচাঁদ।— গান।

ঢাল্‌ছে বিষ, দেখ্ কাল-সাপিনী ঐ।
ঝলকে ঝলকে বিষের ঢেউ ঐ কর্‌ছে রে থৈ থৈ॥
সুধা ব'লে কর্‌ছ রে পান বিষে ভরা বাটী,
ও যে সুধা নয় রে ঘোর হলাহল্ ব'লে যাচ্ছি খাঁটী,
(তোমার) লাগ্‌বে যখন দাঁত-কপাটী, (তখন) উঠ্‌বে বিষম হৈ চৈ।
বিষের ক্রিয়া সুরু হ'তে নাই ত রে আর বেশি দিন,
তখন, বিকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে হবি সংজ্ঞাহীন,
আর দেখ্‌বি নে রে চোখে কিছু, শুধু এক ঘোর আঁধার বৈ॥

[প্রস্থান।

পুর। কি ব'লে গেল?

পিঙ্গলা। আমি কালসাপিনী, তাই ব'লে গেল। সাবধান কিন্তু, আমার কাছে ঘেঁসো না, আমি কালসাপিনী—শেষে দংশন ক'রে বস্‌ব। বাবা! কি ষড়্‌যন্ত্র!

পুর। ওটা তা হ'লে ও পক্ষেরি লোক?

পিঙ্গলা। তোমার কি মনে হ'ল?

পুর। আমি ত এ সব কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না; কেমন যেন এক গোলক-ধাঁধার মাঝে প'ড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

পিঙ্গলা। কি জানি, তুমি পুরুষ—তাতে আবার রাজা, এমন সোজা ব্যাপারটা যদি তোমার কাছে গোলক-ধাঁধা ব'লেই মনে হয়, তা হ'লে আর কি বল্‌ব!

পুর। যথার্থ, পিঙ্গলা! তোমার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী নারী সংসারে খুব কমই দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

পিঙ্গলা। তা হ'তে পারে হয় ত, কিন্তু ঐযে পাগ্‌লাটা কালসাপ কালসাপ ক'রে গান গেয়ে গেল, ও যে একজন ওপক্ষেরই লোক, এ কথাটাবুঝ্‌তে আবার তীক্ষ্ণবুদ্ধির কি প্রয়োজন হয়? এ ত একটা দুগ্ধপোষ্য শিশুতেও বুঝ্‌তে পারে। তবে তোমার কথা স্বতন্ত্র; তোমার ধারণা, তোমার বিশ্বাস অন্য রকম, কাজেই তুমি বুঝ্‌লেও বুঝ্‌তে চাইবে না।

পুর। পিঙ্গলা, এখনও তুমি আমাকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না?

পিঙ্গলা। আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে তোমার কি আসে যায়? স্ত্রী ত স্বামীর দাসী, পদ-সেবিকা, বরং সেই পদ-সেবিকা দাসীই স্বামী প্রভুর বিশ্বাসিনী হ'তে পার্‌লেই স্বর্গসুখ মনে করে।

পুর। না পিঙ্গলা! আমি তোমাকে তা' মনে করি না, তোমাকে আমি হৃদয়েশ্বরী কণ্ঠমালা ব'লেই কণ্ঠে ধারণ ক'রে রেখেছি।

পিঙ্গলা। এ হ'তে পিঙ্গলার আর পরম সৌভাগ্যের কথা কি আছে, নাথ? তবে এত সৌভাগ্য হতভাগিনী আমার সহ্য হবে কিনা, তাই ভাব্‌ছি।

পুর। না সহ্য হবার ত আর কোন কারণই দেখ্‌তে পাই না, এক সপত্নীবিদ্বেষের ভয়, তা'ত দেখ্‌ছি বড় রাণী কমলা এখন সংসারের সঙ্গে সকল সম্বন্ধই পরিত্যাগ ক'রে ব'সে আছেন, একমাত্র হরিসাধনা ভিন্ন আর কোন কার্য্যই তার নাই।

পিঙ্গলা। তবে এ সব কালসাপিনীর গান গেয়ে বেড়ায় কার হুকুমে? তুমি যে কেন ঐটুকু বুঝ্‌তে পার না, আমি শুধু তাই ভাবি।

পুর। ও ত সেই গোয়া পাগ্‌লা গেয়ে বেড়ায়, তার মধ্যে কি বড় রাণীর কোনও ষড়্‌যন্ত্র ঘুর্‌ছে না কি?

পিঙ্গলা। তবে আর মাথামুণ্ডু বল্‌ছিলেম কি? ঐত হয়েছে কথা, এদিকে চক্ষুবুজে হরিনাম, ওদিকে আবার ভেতরে ভেতরে পিঙ্গলার

সর্ব্বনাশের ঘূরণ-চক্রখানি দিব্যি ক'রে ঘুরণ হচ্ছে। বাইরে লোকের কাছে সাফাই থাক্‌বারও একটা চমৎকার কৌশল!

পুর। অ্যাঁ বল কি!

পিঙ্গলা। বিশ্বাস না কর, বল্‌ব না।

পুর। আমার মাথা যে ঘুর্‌ছে, পিঙ্গলা।

পিঙ্গলা। থাক্, দুর্ব্বল শরীর, হয় ত মূর্চ্ছা যেতে পার। তুমি এখন বিশ্রাম কর গে।

পুর। তাই যাই —কিন্তু এর পর সব আমাকে ভেঙে বল্‌তে হবে।

পিঙ্গলা। তা বল্‌ব এখন। তুমি এখন যাও, বিশ্রাম কর গে।

[ধীরে ধীরে পুরঞ্জনের প্রস্থান।

আজ আর বেশি নয়, ক্রমে ক্রমে বিষ ঢাল্‌তে হবে। কে বলে আমি কাল-সাপিনী, তা' হ'তেও আরও ভয়ঙ্করী আমি, আরও ভীষণা আমি, সে বিষ হ'তে আমার এ বিষ কত তীব্র, কত জ্বালাময়, তা কার্য্যকালে সবাই দেখ্‌তে পাবে।

শূরসেনের প্রবেশ।

কোথায় ছিলে, বাবা?

শূর। বড়-মার কাছে।

পিঙ্গলা। সেখানে আর কে কে আছে?

শূর। আর কেউ না, কেবল ধীরু আর বড়-মা।

পিঙ্গলা। কি কর্‌ছে তা'রা?

শূর। ধীরু হাতে তালি দিচ্ছে আর নাচ্ছে, আর মুখে হরিনাম কর্‌ছে; বড়-মা চোখ বজে তাই ব'সে ব'সে শুন্‌ছে। সে শুন্‌তে বড় মিষ্টি, মা! ধীরু যখন হরিনাম করে আর নাচে, তখন যেন আর ক্ষিধে তেষ্টা কিছুই থাকে না, মা।

পিঙ্গলা। তুমি আর সে হরিনাম শুনতে সেখানে যেয়ো না, বাবা!

শূর। কেন মা, যেতে মানা করছ?

পিঙ্গলা। তুমি রাজপুত্র, তোমাকে এখন যুদ্ধবিদ্যা শিখ্‌তে হবে, হরিনাম করে কারা জান? যারা ভিখারী, দ্বারে দ্বারে যারা ভিক্ষা ক'রে খায়।

শূর। তবে ধীরু সেই হরিনাম করছে কেন?

পিঙ্গলা। ভিখারী হবে ব'লে। যাক্ সে কথা—তোমাকে মানা করলেম, আর সেখানে যেয়ো না।

শূর। মানা কর, যাব না, কিন্তু সে বড় মিষ্টি, মা! শুন্‌লে তুমিও গ'লে যেতে—আমাকে মানাও করতে না।

পিঙ্গলা। শূরসেন, তুমি রাজা হবে?

শূর। রাজা হবে ত বড় দাদা, আমি কেন হব, মা?

পিঙ্গলা। তুমিই যদি হও?

শূর। হাঁ, তা কি কখনও হ'য়ে থাকে?

পিঙ্গলা। এইবার তোমাকে দিয়েই তা হবে।

শূর। না মা, বড়-দা রাজা হবে, আমরা সবাই দুই পাশে দাঁড়িয়ে চামর ঢুলাব।

পিঙ্গলা। [স্বগত] হায়! পিঙ্গলার উদরে এমন নিরীহ সরল শিশুর স্থান হয়েছিল কেন? সিংহীর গর্ভে সিংহ-শিশুই শোভা পায়। না, এখন থেকে শূরসেনকে নিজের কাছে রেখে নিজের হাতে গ'ড়ে তুল্‌তে হচ্ছে; নতুবা আমার ভবিষ্যতের জন্য যে বিরাট আয়োজন, যে বিপুল অধ্যবসায়, সে সমস্তই হয় ত পণ্ড হ'য়ে যাবে। [প্রকাশ্যে] এস শূরসেন, সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বনপথ।

সুরথসিংহের প্রবেশ।

সুরথ। একে একে পাতি পাতি করি'
খুঁজিলাম সমগ্র কানন,
কিন্তু হায়, রঞ্জিতার না পেনু সন্ধান!
শুনিলাম চর মুখে,
এই বনে করে বাস
ভৈরব-আনন্দ নাম ঘোর কাপালিক।
দস্যু-কর-চ্যুত মৃতপ্রায়-রঞ্জিতা সুন্দরী
ছিন্নমূলা ব্রততীর ন্যায়,
ছিল নিপতিত এই অরণ্যের পথে,
ল'য়ে তায় দুষ্ট কাপালিক,
মন্ত্র বলে সুস্থকায় করি'
রাখিয়াছে গুপ্তভাবে আপন কুটীরে।
দুই দিন পরে ঘোর অমানিশা যোগে
মদমত্ত কাপালিক
রঞ্জিতার সতীধর্ম্ম করিয়া বিনাশ,
মহাকালী সাধনায় হবে সিদ্ধিকাম।
ভীষণ এই বজ্রবাণী করিয়া শ্রবণ,
মুষ্টিবদ্ধ দৃঢ় তরবারি ধরি'
উদ্ধারিতে রঞ্জিতারে

পশিয়াছি একেশ্বর ভীষণ অরণ্যে,
কিন্তু হায়!
কোন রূপে রঞ্জিতার না পেনু সন্ধান।
কোথা বা সে দুষ্ট কাপালিক,
কোথা বা কুটীর তার,
কোন চিহ্ন না পাই দেখিতে;
তবে কি মায়াবী সেই কাপালিক
ইন্দ্রজাল করিয়া বিস্তার,
চক্ষে ধূলি করিল প্রদান!
তাই যদি হয়,
তবে হায়, ঘোর নিরুপায়!
না জানি সে স্বর্গচ্যুত স্বর্ণ-বল্লরী,
সহিছে কি নিদারুণ বৃশ্চিক-দংশন।
হা রঞ্জিতা!
হৃদয়-রঞ্জিনী মম ফুল্ল শেফালিকা!
জীবনের প্রতিষ্ঠিত সুবর্ণ-প্রতিমা!
হতভাগ্য সুরথের
একমাত্র জীবনের মৃত-সঞ্জীবনী!
থাকিতে শোণিত দেহে সুরথ সিংহের,
দস্যুগৃহে এখনও রয়েছ বন্দিনী;
উঃ—এ দুঃখ এ কষ্ট যে—
কিছুতেই যাবে না মরিলে।
হা রঞ্জিতা প্রাণের পুতুলি!
কত আশা বুকে ল'য়ে

একসঙ্গে দুইজনে
ধীরে ধীরে ছুটেছিনু মিলনের পথে,
আশার মোহন বংশী
বহুদূরে এনেছিল মোদের উভয়ে ;
কিন্তু হায়! বিধাতার এ কি লিপি!
নিয়তির এ কি কশাঘাত!
অদৃষ্টের এ কি বিড়ম্বন ;
সময়ের এ কি বিবর্ত্তন!
সহসা সে সব আলো হইল নির্ব্বাণ!
কল্পনার সে সব ছবি
মিশে গেল গভীর তিমিরে—
আকাশ-কুসুম সম
সব আশা হইল অলীক!
শুধু কি স্বপন—হায়, শুধু কি স্বপন!
কেবল কল্পনা হ'ল—কল্পনাই সার।

কাপালিক-শিষ্যগণের প্রবেশ।

শিষ্যগণ।— গান।

এ বিশ্ব সংসার নিশার স্বপন ছায়াবাজী সম মায়া-নিকেতন।
আকাশ-কুসুম জলবিম্বসম উঠিছে ফুটিছে মিশিছে জীবগণ॥
কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ
নলিনী-দলগত-জলবত্তরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং,
ভ্রমেতে ভুলিয়া, মোহেতে মোহিয়া, রজ্জুতে সর্প করি দরশন॥
আশা-কুহকিনী কর দুটী ধরি, প্রবৃত্তির পথে নেয় ধীরি ধীরি
অন্ধ জীবগণ সদা পরিহরি হেরিছে জাগ্রতে কুহক-স্বপন॥

সুরথ। [স্বগত] সাধুমুখ নিঃসৃত এই সঙ্গীত আজ আমার নিকটে যেন জলন্ত মহা সত্য ব'লে প্রতীয়মান হচ্ছে। সত্যই ত আশা কুহকিনী, নতুবা তার কুহকে পতিত হ'য়ে মানুষ এমন পদে পদে প্রতারিত হয় কেন? এ সংসারে কয়জন তাদের প্রাণের কয়টা আশা পূর্ণ কর্‌তে পেরেছে? যাকে জিজ্ঞাসা কর, সেই বল্‌বে, হায় জীবনের একটা আশাও পূর্ণ করতে পারলেম না। সর্ব্বত্রই আশাভগ্ন হৃদয়ের এক একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস যেন জলন্ত অনলের ন্যায় মানুষকে ভস্মসাৎ ক'রে ফেল্‌ছে। ধন্য আশা- তুই ধন্য!

১ম শিষ্য। কে তুমি সৈনিক পুরুষ! এই অরণ্যে একাকী ভ্রমণ করছ?

[সুরথসিংহ মস্তক অবনত করিয়া উপবিষ্টভাবে প্রণাম করিলেন, ইত্যবসরে শিষ্যগণ প্রত্যেকে নিজ কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া সুরথসিংহের মস্তকে প্রদান করিলেন, তৎক্ষণাৎ "উঃ উঃ" শব্দ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সুরথসিংহ উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না, কিঞ্চিৎপরে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে শায়িত হইলেন]

সহসা ভৈরবানন্দের প্রবেশ।

ভৈরব। রাসায়নিক ক্রিয়া ঠিক?

শিষ্যগণ। আজ্ঞা হাঁ, ঐ দেখুন—শিকার জ্ঞানশূন্য—মৃতপ্রায়।

ভৈরব। [দেখিয়া] আচ্ছা, তুষ্ট হলেম। এখন এর হস্তপদ দৃঢ়-শৃঙ্খলে বদ্ধ ক'রে একে এখান হ'তে নিয়ে গিয়ে সেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অন্ধকার-ময় গহ্বরমধ্যে রক্ষা কর গে। সাবধান, যেন রঞ্জিতা এর বিন্দু-বিসর্গ জান্‌তে না পারে। যথা সময়ে এর দ্বারা মায়ের বলি প্রদত্ত হবে।

[সংজ্ঞাহীন সুরথসিংহের করপদ বদ্ধ করিয়া লইয়া শিষ্যগণের প্রস্থান।

ভৈরব। এই সেই পাঞ্চাল-রাজ-সেনাপতি সুরথসিংহ। সুরথসিংহ যথার্থই সিংহতুল্য বলশালী বটে। ভৈরবীর কৃপায় সেই সিংহ আজ নিজে এসেই ভৈরবানন্দের দুর্ভেদ্য বাগুরায় বদ্ধ হয়েছে। আর চিন্তা নাই। এই সুরথসিংহই রঞ্জিতার পাণিপ্রার্থী হ'য়ে, রঞ্জিতাকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য সশস্ত্র বহির্গত হয়েছিল! একে এ ভাবে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা অচৈতন্য কর্‌তে না পার্‌লে কিছুতেই আয়ত্ব করা যেত না—আমারও সঙ্কল্প সিদ্ধ হ'ত না। যা হক্! সকলি মায়ের ইচ্ছা। ভৈরবি! সকলি তোমার ইচ্ছা, মা!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ-দৃশ্য!

পাঞ্চাল-রাজপথ।

প্রেমচাঁদের প্রবেশ।

প্রেমচাঁদ। চল্‌ছে ভাল, নিয়তি বেটী চালাচ্ছে মন্দ নয়! বেটীর ঘুরণ-চক্রখানিকে যে, বেটী বেশ সজোরেই ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এ ঘুরণ-চক্রের ঘুরণ যে কোথায় কখন গিয়ে শেষ হবে, সেটা বোঝা বড় সোজা নয়। যেমন নিয়তির চক্র, তেমনি আবার বিধাতার কলম—কম কোনটাই নয়! এই রকম বিধাতার পাকা কলমে লেখা সংসার-নাটক ত অনেক দেখা গেল; প্রথম প্রস্তাবনা দেখে অনেক নাটকেরই শেষটা গিয়ে কি দাঁড়াবে, তার একটা মোটামুটি ভাব বা ছবি কল্পনার পটে এঁকে রাখ্‌তে পেরেছি। কিন্তু বাবা! এই যে নূতন নাটক আরম্ভ হয়েছে, এর শেষ-যবনিকা যে কোথায় কি ভাবে

পতিত হবে, তা কিন্তু আমার কল্পনার তুলি এঁকে উঠ্‌তে পার্‌ছে না। এ নাটকের দৃশ্যগুলি নানাদিকে নানারকমে অদৃশ্যভাবে লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থিত, তাই সেই লিপি-কুশল লেখকের এই নব নাটকের নামকরণ হয়েছে, "অদৃষ্ট"। এই অদৃষ্ট নাটকের সঙ্গে অনেক রকম পাত্র পাত্রীর অদৃষ্ট-সূত্র অদৃষ্ট সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত। যবনিকা-পতন পর্য্যন্ত দর্শকবৃন্দকে অতি সোৎসুক চিত্তে অপেক্ষা কর্‌তে হবে, নতুবা এ নব নাটকের নাটকত্ব উপলব্ধি হবে না। কূটবুদ্ধিশালিনী পিঙ্গলা নারীর ভীষণ ষড়্‌যন্ত্রের পরিণাম গিয়ে কোথায় দাঁড়ায়, দেখ্‌তে হবে; হরি ভক্তিপরায়ণা কমলাদেবীর শেষজীবন কি ভাবে পর্য্যবসিত হয়, দেখ্‌তে হবে; বামাচারী ঘোর ঐন্দ্রজালিক ভৈরবানন্দ কাপালিকের মহাসাধনার মহাসিদ্ধি কি ভাবে পূর্ণ হয়, তাও দেখ্‌তে হবে; দুর্ভাগিনী রঞ্জিতার ভাগ্য-চক্র কোন্ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তাও দেখ্‌তে হবে। এখনও যবন-সৈন্যের রণভেরীর ভৈরব নিনাদ শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না, এখনও পিঙ্গলা নারীর প্রবল হিংসাযজ্ঞের প্রলয়-অনল দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠে নি, না জানি, সে প্রচণ্ড অনল নির্ব্বাণ কর্‌তে কত শোকাশ্রুর মহাসাগর সিঞ্চন কর্‌তে হবে! না জানি, দুর্ভাগ্য পুরজনের অদৃষ্ট-চিত্র কত কলঙ্কের মসীধারা চিত্রিত হবে। দর্শকবৃন্দ! স্থিরোভব, স্থিরোভব, অপেক্ষা করুন, ধৈর্য্য-ধরুন, এ নব নাটকের নব রস পান কর্‌তে হ'লে উতলা হ'লে চল্‌বে না। যদি হাসিকান্নার সামঞ্জস্য দেখ্‌তে চান্, যদি আদি বীভৎসের পূর্ণমাত্রা একসঙ্গে দেখ্‌তে চান্, যদি বীর-রৌদ্রের তূর্য্যধ্বনি এক সঙ্গে শ্রবণ কর্‌তে চান্, যদি বিস্ময় শান্তির পরাকাষ্ঠা প্রত্যক্ষ কর্‌তে চান্, যদি ভয়ানকের ভীষণতা দেখে থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌তে চান্, তবে অপেক্ষা করুন, ক্রমশঃ দৃশ্যের পর দৃশ্য দ্বারা সে সমস্তই আপনাদের চক্ষের সমক্ষে অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রদর্শিত হবে। যদিও ঠিক্ বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে না যে, মঙ্গলময় ভগ-

বানের অবশ্যম্ভাবী সূক্ষ্ম মানব-চিত্র ঘোর অমঙ্গলের মহাশ্মশান মধ্য হ'তে কি ভাবে ফুটে উঠ্‌বে, তথাপি পরিণামে যে অধর্ম্মের পরাজয়, ধর্ম্মের জয়, এ মহাসত্য—এ চিরসত্য নিশ্চয়ই যবনিকা-পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শিত হবেই, এই বিশ্বাসে, এই আশ্বাসে প্রেমচাঁদ এখনও পাঞ্চাল-রাজ্যের এই পূতিগন্ধময় বিষাক্ত হাওয়া বদ্‌লাতে স্থানান্তরে প্রস্থান কর্‌ছেন না। দর্শক-বৃন্দকেও বারংবার সানুনয় অনুরোধ করি, আপনারাও একটু ধৈর্য্য সহকারে স্থির হ'য়ে থাকুন, দেখুন—কি ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার আপনাদের চক্ষের উপর দিয়ে চ'লে যায়! ঐ যে যুবরাজ এইদিকে আস্‌ছেন। দেখি, নূতন ব্যাপার কিছু আছে না কি।

ব্যস্তভাবে বীরসেনের প্রবেশ।

বীর। [ব্যস্ত হইয়া] প্রেমচাঁদ! প্রেমচাঁদ! এই যে তুমি, তোমা-কেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, বিশেষ প্রয়োজন।

প্রেম। শুনে সুখী হলেম, যুবরাজ! যে আমাকেও আবার লোকের প্রয়োজন হয়। কি বল, তবে—

বীর। পিতার সংবাদ জান্‌তে। আজ এক সপ্তাহ পিতা রাজ সভাতে অনুপস্থিত, রাজকার্য্য সমস্তই বন্ধ। রাজ-দর্শন প্রত্যাশায় সকলি উৎকণ্ঠিত, বিচার-প্রার্থী প্রজাপুঞ্জ প্রতিদিনই নিরাশ হৃদয়ে রাজসভা হ'তে ফিরে যাচ্ছে। সেনাপতি সুরথসিংহও আজ চার দিন নিরুদ্দেশ, প্রজাবর্গ সকলেই মহারাজের এই অনুপস্থিতিতে সন্দিহান হ'যে বিস্মিত চিত্তে কালযাপন কর্‌ছেন। রাজ্য-তরী এখন কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় মহা সমুদ্রে ভাস্‌ছে। বল বল প্রেমচাঁদ! উপায় কি হবে? মহারাজ কি ভাবে কোথায় অবস্থিতি কর্‌ছেন?

প্রেম। অবস্থিতির স্থান অবশ্য আমার অবিদিত নাই, কিন্তু থাক্‌লে

কি হবে ? তিনি এ রাজ-সিংহাসন ছেড়ে এখন যে নূতন রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, সে সিংহাসন হ'তে মহারাজকে তুলে আনে কার সাধ্য ! বাধ্য হ'য়ে সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে এখন এদিক্ ওদিক্ ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি তার পুত্র যদিচ, তবুও তোমার কাছে খুলেই বল্‌ছি, মহারাজ এখন ছোটরাণীর খাসমহলে মৌতাতে ভোর, নজরবন্দী অবস্থাতেই অবস্থান, আমাদের স্থান সে স্থানে নাই, পারিষদ্ অনেক জুটেছে। বঝ্‌লে বাবাজী, এই খাঁটি খবর তোমাকে দিলাম।

বীর। তিনি শারীরিক সুস্থ আছেন ত ?

প্রেম। হাঁ, শারীরিক সুস্থ আছেন বৈ কি। আর মানসিকও যে নাই, তাই বা বলি কি ক'রে ? সুস্থ প্রজাগণের কাতর আর্ত্তনাদ যখন সেই অন্তর-দ্বার অতিক্রম ক'রে তাঁর কর্ণে পর্য্যন্ত পৌছিতে পার্‌ছে না, তখন শারীরিক মানসিক উভয় প্রকারেই যে সুস্থ আছেন, তাতে আর সন্দেহ নাস্তি।

বীর। কি উপায়ে একবার দেখা কর্‌তে পারি, ব'লে দিতে পার, প্রেমচাঁদ ?

প্রেম। দেখা কর্‌বার উদ্দেশ্য কি ? পিতৃপাদপদ্ম দর্শন, না আর কোন উদ্দেশ্য আছে ?

বীর। রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা তাঁর পাদপদ্মে নিবেদন কর্‌তেম।

প্রেম। যুবরাজ ! সে আবেদন-নিবেদনে এখন যদিও কোন ফলই পাবে না, সে মদপূত রুদ্ধ কর্ণে যদিও তোমার প্রজাবৃন্দের সহস্র করুণ আর্ত্তনাদ হাহাকার প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বে না, তবুও না হয়, একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে ; কিন্তু যুবরাজ ! সেখানে যে তুমি ঢুক্‌তেই পার্‌বে না, সে স্থানে অন্যের প্রবেশ নিষেধ—বিশেষতঃ তোমার।

বীর। আমি ছোট-মার পায়ে ধ'রে পিতৃদর্শনের অনুমতি নেবো।

প্রেম। অনুমতি চাওয়াটা তোমার হাতে বটে, কিন্তু অনুমতি দেওয়াটা ত, বাবাজী! তোমার হাতে নয়।

বীর। মা কি আমার কথা রাখ্‌বেন নাই?

প্রেম। রাখ্‌বেন ত নয়ই? বরং হিতে বিপরীত ঘট্‌বারই সম্ভাবনা। কেন রঞ্জিতার হরণ বৃত্তান্তের কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

বীর। আচ্ছা প্রেমচাঁদ, এতে ছোট-মার উদ্দেশ্য কি, বল্‌তে পার?

প্রেম। আমি বল্‌তে পার্‌লেও তোমার সেটা না শোনাই উচিত মনে করি; কারণ জনক-জননী প্রত্যক্ষ দেবতা, সে দেবতার নিন্দাবাদ পুত্রকে শুন্‌লে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, এ দ্বারাই অবস্থাটা কতক বুঝে নাও।

বীর। বল দেখি, এখন আমার কর্ত্তব্য কি?

প্রেম। সেটা নিশ্চয় করা যে বুদ্ধির দরকার, সে বুদ্ধি আমার মাথায় আস্‌বে না ত, যুবরাজ! চাণক্য পণ্ডিতের মত লোক হ'লে টপ্‌ ক'রে ব'লে দিতে পার্‌ত।

বীর। সেনাপতিই বা কোথায় গেলেন? তিনি যে আমার একজন পরম বন্ধু এবং উপদেষ্টা।

প্রেম। সেইজন্যই বোধ হয়, স্থানান্তরিত হয়েছেন, কিংবা কোনও আকস্মিক বিপদে পতিত হ'তে পারেন। সংসারে অসম্ভব ত কিছুই নাই—যখন যেটা হ'লেই হ'ল।

বীর। তোমার কি মনে হয় যে, সেনাপতি কোনও লোকচক্রান্তে বাধ্য হ'য়ে স্থানান্তরিত, কিংবা বিশেষ বিপন্ন?

প্রেম। তাঁমা তুলসী হাতে ক'রে না বল্‌তে পার্‌লেও ঐরূপই একটা কিছু ব'লে ধারণা হয় যেন।

বীর। হায় ভগবন্‌! কি মহাসমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়েছ!

নগরবাসী প্রজাগণের প্রবেশ।

নগরবাসিগণ।—   গান।

হায় হায় কি হবে উপায়।
কোথা মহারাজ, চেয়ে দেখ আজ
আকুল প্রজাকুল হ'য়ে নিরুপায়।
দুঃখের কথা বল আর জানাইব কায়,
আঁখি জলে হের ধরা ভেসে যায়,
সদা অনাহারে করি হাহাকার
বল প্রতীকার কে করিবে হায়॥
সদত প্রবল-দুর্ব্বল পেষণ,
জ্ব'লে অত্যাচার-অনল ভীষণ,
স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী পাঞ্চাল নগরী
এতদিনে বুঝি ভস্ম হ'য়ে যায়॥

সৈন্যসহ দুর্দ্দান্তসিংহের প্রবেশ।

দুর্দ্দান্ত। কর বদ্ধ সৈন্যগণ, কুক্কুর সকলে।

প্রজাগণ। [সভয়ে চীৎকার] দোহাই—দোহাই যুবরাজ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

বীর। দুর্দ্দান্তসিংহ, কোন্ অপরাধে এদিগে বন্দী কর্‌তে চাও?

দুর্দ্দান্ত। নগর-পথে এরা রাজনিন্দা কর্‌ছে ব'লে।

বীর। কৈ? এরা ত রাজনিন্দা কিছুমাত্র কর্‌ছে না, রাজা রাজকার্য্য পরিত্যাগ করেছেন, এরা প্রবল দস্যু তস্করের করে প্রপীড়িত হ'য়ে আর্ত্তনাদ কর্‌ছে, এতে রাজ-নিন্দা হ'ল কিসে?

দুর্দ্দান্ত। আমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করা আপনার বৃথা, আমি আদেশপ্রাপ্ত রাজপুরুষ মাত্র।

বীর। কার আদেশ এ ? মহারাজের ?

দুর্দ্দান্ত। না, ছোটরাণী পিঙ্গলা দেবীর।

বীর। মহারাজ বর্ত্তমান থাক্‌তে তিনি এ আদেশ দিলেন কেন ?

দুর্দ্দান্ত। মহারাজ এখন অসুস্থ—রাজকার্য্যের অনুপযুক্ত। সৈন্যগণ, তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য পালন কর।

[সৈন্যগণের প্রজাগণকে বাঁধিতে চেষ্টা]

বীর। অপেক্ষা কর, নির্দ্দোষ প্রজাগণকে পীড়ন করা কখনই পাঞ্চাল-রাজ্যের অভিপ্রেত হবে না।

দুর্দ্দান্ত। পাঞ্চাল-রাজের না হ'তে পারে, পাঞ্চাল মহিষীর হবে, তাঁরই এই আদেশ, পূর্ব্বেই ত বল্লেম।

বীর। তিনি হয় ত এদের আর্ত্তনাদের কারণ জান্‌তে পারেন নাই।

দুর্দ্দান্ত। সে সংশয়ের ভঞ্জন করা এখনকার কার্য্য নয়। আমাকে তাঁর আদেশ পালন কর্‌তেই হবে।

বীর। আচ্ছা চল, দুর্দ্দান্ত! আমি নিজেই গিয়ে মহারাণীর নিকটে এদের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ কর্‌ব।

দুর্দ্দান্ত। আমি আদেশ পালন করি, পরে আপনি পারেন এদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ কর্‌বেন।

বীর। আমি উপস্থিত থাক্‌তে এরূপ অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় কখনই দেবো না।

দুর্দ্দান্ত। আপনি কি কর্‌তে চান্ ?

বীর। মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব্বে এই নির্দ্দোষ বেচারীগণকে বন্ধনহীন অবস্থাতেই রাখ্‌তে চাই।

দুর্দ্দান্ত। মহারাণীর সেরূপ আদেশ নাই, যুবরাজ!

বীর। ভাল, আমি যুবরাজ, আমার আদেশপালনে তুমি বাধ্য।

দুর্দ্দান্ত। মহারাণীর দ্বিতীয় আদেশ আরও কঠোর, যুবরাজ!

বীর। কি?

দুর্দ্দান্ত। আমার কার্য্যে বাধাপ্রদানকারীকেও বন্দী হ'তে হ'বে।

বীর। দুর্দ্দান্ত সিংহ, সাবধান! [ক্রুদ্ধভাবে দৃষ্টিপাত]

দুর্দ্দান্ত। পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হ'য়ে এসেছি।

বীর। উদ্ধত কুক্কুর! জানিস্—কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছিস্?

দুর্দ্দান্ত। যুবরাজ! রসনা সংযত ক'রে কথা কও। সৈন্যগণ, মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে ওদিকে বন্ধন ক'রে ফেল।

বীর। না—কিছুতেই তা পার্‌বে না; এই আমি অসি নিষ্কাসিত ক'রে দাঁড়ালেম। [তথাকরণ] মৃত্যু ভয় থাকে ত যে যেখানে আছিস্, সে সেখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাক্!

দুর্দ্দান্ত। ভুলে যাচ্ছ, যুবরাজ! এ রাজদ্রোহিতার ফল কি ভীষণ হ'য়ে দাঁড়াবে!

বীর। মূর্খ শৃগাল! আমি রাজদ্রোহী? আয় আগে তোর রসনা উৎপাটন ক'রে তোর ঔদ্ধত্যের, চরম শিক্ষা প্রদান করি। [অসি উত্তোলন]

দুর্দ্দান্ত। এস, আমিও তোমার রাজদ্রোহিতার শাস্তি কি ভীষণ, তাই প্রদর্শন করি।

[উভয়ের যুদ্ধারম্ভ পরে দুর্দ্দান্তসিংহের পলায়ন ও তৎপশ্চাৎ সৈন্যগণের প্রস্থান।

বীর। দূর হ' শৃগাল। প্রজাগণ! যাও নিজ নিজ গৃহে যাও, আমি জীবনপাত ক'রে তোমাদের রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

প্রজাগণ। জয়—যুবরাজের জয়!

বীর। জয়ধ্বনি কর্‌তে হবে না, নিঃশব্দে চ'লে যাও।

[প্রজাগণের প্রস্থান

প্রেম। যুবরাজ! বিপদ্‌টাকে বড় শীঘ্র টেনে কাছে এনে ফেল্‌লে কিন্তু।

বীর। বিপদের বিভীষিকা ভেবে, অন্যায় অত্যাচার দেখে নীরব থাক্‌তে বীরসেন কখনই অভ্যাস করে নাই; বিপদের ঝঞ্ঝাকে হাস্‌তে হাস্‌তে বুক পেতে নেব; কিন্তু প্রেমচাঁদ! চক্ষুর সমক্ষে একটা পিপীলিকাকেও অন্যায়রূপে নিপীড়িত হ'তে দেখ্‌তে পারব না।

প্রেম। এখন যাও, কুমার! নিজ শোণিতসিক্ত দেহকে ধৌত ক'রে উত্তেজিত মস্তিষ্ককে সুস্থ কর গে।

বীর। না প্রেমচাঁদ, এখন আমার সুস্থ হবার সময় নয়; আমি এখনি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব। যদি সাক্ষাৎ পাই, তবে এই দুর্ঘটনার বিষয় তাঁর কাছে নিবেদন কর্‌ব।

প্রেম। আর দেখা না পেলে?

বীর। অন্ততঃ ছোটরাণী-মাতার কাছে দুর্দ্দান্ত সিংহের এই পশুব্যবহারের বিষয় জ্ঞাপন ক'রে নিরীহ প্রজাগণকে নিরাপদ্ কর্‌তে হবে, যাতে পুনরায় আর তাদের উপর কোন উৎপীড়ন না হয়।

প্রেম। এতে তোমার সরল বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হবে বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর্‌তে পার্‌বে না।

বীর। আমি বুঝ্‌তে পারি না, প্রেমচাঁদ, ছোট-মা কেন এরূপ রাজ্যকে বিশৃঙ্খল ক'রে তুল্‌ছেন? এতে কি স্বার্থ? কি লাভ? কি উদ্দেশ্য? পিতাকে এরূপ জড় ক'রে রাখ্‌বার তাৎপর্য্যই বা কি? হা পিতা! তুমিই কি সেই পিতা, যে পিতা তুমি একদিন প্রজা-রঞ্জনের জন্য জীবনপাত কর্‌তেও কুণ্ঠিত হ'তে না? যে পিতা তুমি একদিন স্বর্গাদপি গরীয়ান্ দেবতা হ'তেও মহীয়ান্ ছিলে? আজ সেই পিতা তুমি—ও হো হো—না—না পিতৃনিন্দা মহাপাপ! নরকে যাব,:

নরকে ডুব্‌ব, মুখেও কর্‌ব না—মনেও আন্‌বো না। কিন্তু বল বল, প্রেমচাঁদ, রাজ্যের উপায় কি হবে? কাতর প্রজাগণের রক্ষা কর্‌বার উপায় কি হবে? যদি কোন উপায় থাকে, কোন প্রতিকার থাকে, কোন সূত্র থাকে, তা হ'লে—তা হ'লে প্রেমচাঁদ! ব'লে দাও, আমি তাই কর্‌ব, তুচ্ছ প্রাণ হাস্‌তে হাস্‌তে বিসর্জ্জন দেবো, শত দুর্দ্দান্তসিংহের বিদ্রূপ তিরস্কার অবনতমস্তকে সহ্য কর্‌ব, শত দুর্দ্দান্তসিংহের শাণিত কৃপাণতলে স্কন্ধ পেতে দেবো, যদি পাঞ্চালবাসীকে নিরাপদ্ কর্‌তে পারি, যদি পাঞ্চাল-রাজ্যকে পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আন্‌তে পারি।

প্রেম। তা'ত বুঝ্‌লেম, বাবাজী! সবই পার তুমি, কিন্তু উপায় কোথায়? দুর্দ্দান্তসিংহের ব্যবহারে এবং বাক্যে বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল যে, পিঙ্গলাদেবী মহারাজকে আয়ত্ত ক'রে নিজেই রাজ্যের ভার গ্রহণ করেছেন। সৈন্য-সামন্ত সমস্তই বাধ্য হ'য়ে—ইচ্ছা না থাক্‌লেও এখন পিঙ্গলাদেবীরই অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চালিত হবে। তোমার অবস্থাও যে কিছুক্ষণ পরে গিয়ে কি দাঁড়াবে, তাও অনুমান ক'রে নেওয়াটা বেশী শক্ত নয়। যুদ্ধে পরাস্ত দুর্দ্দান্তসিংহ নিজ অবমাননার প্রতিশোধ নেবার জন্য চেষ্টা না ক'রে যে নিশ্চিন্ত ব'সে থাক্‌বে, সে কথা মনেও স্থান দিয়ো না। বরঞ্চ ছোট রাণীকে আরও উত্তেজিত ক'রে তুল্‌বে। সে উত্তেজনার ফল যে কি ভয়ঙ্কর হ'য়ে দাঁড়াবে, তাই ভেবেই ত আমার আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে গেছে! ঐ যে কে আসে দেখ্। বোধ হয়, ছোটরাণীর কাছ থেকে তোমারি খোঁজে আস্‌ছে।

জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত। অভিবাদন যুবরাজ! [অভিবাদন করন] মহারাণী মায়ের আদেশ, এখনি আপনাকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন।

প্রেম। দেখ কুমার! যা বলেছি তাই।

বীর। চল—এখনি যাচ্ছি। আসি, প্রেমচাঁদ।

প্রেম। আসাটা যে কদ্দুর কি হ'য়ে দাঁড়ায়, বলা যায় না। যা হ'ক্, খুব সাবধান।

বীর। যা হবার তাই হবে। চল, দূত।

[দূত সহ প্রস্থান।

প্রেম। বাবা! গতিক ত ভাল বুঝ্‌ছি নে। যাবামাত্রই ত সাপিনী দংশন কর্‌বে। সে বিষ ঝাড়্‌বার রোজাও ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। এ সময়ে সেনাপতি থাক্‌লে ততটা চিন্তার বিষয় ছিল না। ঐ যে ছোট রাজকুমার আপনমনে বিভোর হ'য়ে গান কর্‌তে কর্‌তে এদিকে আস্‌ছে।

গীতকণ্ঠে ধীরসেনের প্রবেশ।

ধীরসেন।— গান।

সে যে প্রেম-ভিখারী প্রেমের হরি প্রেমে বাঁধা রয়।
সে যে প্রেমের হাওয়ায় ভাসিয়ে বেড়ায় হ'য়ে প্রেমময়॥
তারি রবি, তারি শশী, প্রেমে হাসে দিবানিশি,
আবার পাতার কোলে ফুলের হাসি প্রেমের কথা কয়॥
তারি প্রেমে আকুল হ'য়ে তরঙ্গিণী যায় গো ব'য়ে,
তারি প্রেমের সৌরভ ল'য়ে মৃদুল সমীর বয়॥

প্রেম। সংসারে যথার্থ সুখী তুমিই, কুমার! সংসারে থেকেও সংসারের সব আবর্জ্জনা হ'তে বহুদূরে গিয়ে পড়েছ। এই যে রাজ্য-বিপ্লব, এই যে অশান্তি, এই যে মারামারি কাটাকাটি, এর কোন খবরের সঙ্গেই তোমার সম্বন্ধ নাই।

ধীর। দাদা কোথায়, প্রেমচাঁদ কাকা? কোথাও খুঁজে পাচ্ছি নে, মা তাঁকে ডাক্‌ছেন।

প্রেম। এখানে ছিলেন, এখন ছোটরাণী-মায়ের কাছে গেলেন।

ধীর। দাদা না কি কার সঙ্গে মারামারি কর্‌ছিলেন, মা তাই শুনে ডাক্‌তে পাঠিয়েছেন। কেন বল্‌তে পার, প্রেমচাঁদ কাকা? এঁরা এমন মারামারি কাটাকাটি ক'রে বেড়ান্? একজনে ছুরি ধ'রে আর একজনের বুকে বসিয়ে দেয়, সেখান দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটতে থাকে, তা দেখে প্রাণ কেঁদে ওঠে না? চোখ ফেটে জল আসে না? আহা হা কাকা! প্রেমময় হরি, তাঁরি গড়া রাজ্যে, তাঁরি গড়া মানুষের প্রাণে এমন হিংসার আগুন জ্ব'লে ওঠে কেন?

গান।

কেন তার প্রেম-রাজ্যে এমন ক'রে আগুন জ্বলে।
কেন তার প্রেমের বাগান পুড়িয়ে দিতে মানুষ এত ধেয়ে চলে॥
তারি দেওয়া ভালবাসা কেন বিলিয়ে দেয়-না অকাতরে,
কেন বুক পেতে রাখে না মানুষ মানুষের তরে,
কেন সাপের মত হিংসা নিয়ে মানুষ বেড়ায় ধরাতলে।
চিরদিন ত র'বে না কেহ, মিশ্‌বে মাটিতে এ মাটির দেহ,
কেন দুদিন এসে ভালবেসে (মানুষ) হেসে খেলে যায় না চ'লে॥

প্রেম। [স্বগত] কে জানে—এ নরকে এমন মধুর স্বরে স্বর্গের বংশী আর কত দিন শুন্‌তে পাওয়া যাবে! [দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ]

ধীর। যাই, প্রেমচাঁদ কাকা! দাদাকে ডাক্‌তে যাই।

[প্রস্থান।

প্রেম। সরল বালক একাকীই ত ছোটরাণীর নিকটে চল্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে যাই, নতুবা—কি জানি—

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

কাপালিক-আশ্রম।

অগ্রে চীৎকার করিতে করিতে রঞ্জিতা, পশ্চাৎ আক্রমণকারী ভৈরবানন্দ কাপালিকের প্রবেশ।

রঞ্জিতা। ওগো—ওগো, কে আছ কোথায়?
রক্ষা কর—রক্ষা কর মোরে,
যায় ধর্ম্ম কাপালিক করে।

ভৈরব। শোন কথা এখনো, রঞ্জিতা,
কোন রূপে মোর হস্তে রক্ষা নাহি তব।
এখনও ভালরূপে চেন নাই মোরে।
চেয়ে দেখ, যার ভয়ে অরণ্য মাঝারে
শঙ্কিত শ্বাপদকুল রয়েছে নীরবে;
একটী পতঙ্গ নাহি করে সঞ্চরণ;
প্রভাবে আমার
স্তব্ধ বায়ু, স্তম্ভিত অরণ্য,
বন্য পশু অন্যান্য সকলে
নিস্তব্ধ—গহ্বর মাঝে আছে লুক্কায়িত,
যার নাম স্মরি'
থরহরি কম্পিতা ধরণী,
সেই বামাচারী, ঘোর কাপালিক—
ভৈরব-আনন্দ আমি।

বৃথা-পলায়ন-চেষ্টা তব ;
সাধ্য কি তোমার
আমার সম্মুখ হ'তে কর পলায়ন ?
কপালিনী ভৈরবীর মহাপূজা লাগি,
মৃতদেহে করি' প্রাণদান,
রাখিয়াছি তোমা আমি এতদিন ধরি' ।
সেই মহাপূজা আজি হবে সমাধান,
বলিদান দেবো তোমা সতীধর্ম্ম নাশি' ;
সাঙ্গ হবে মহাপূজা তবে,
দেহ তব হইবে সার্থক ;
তাই বলি, নিরর্থক
কেন কর পলায়নে সাধ ?
তা । কর বলিদান মোরে,
কিছুমাত্র না করিব ভয়—
দিব প্রাণ হাসিতে হাসিতে
মাতৃপদে পূজা-উপহার ।
অসার এ তুচ্ছপ্রাণ—
সমাজের শত নিষ্পেষিত —
কলঙ্কিত-ঘৃণিত এ প্রাণ—
মাতৃপদ-কোকনদে,
দিতে বলি রয়েছি প্রস্তুত ;
অভাগিনী রঞ্জিতার
এ হ'তে কি আছে ভাগ্য আর !'
কিন্তু হায়, সতীত্ব রতন—

নারী-জন্মের সার্থক ভূষণ—
নারী-জন্মের একমাত্র লক্ষ্য ধ্রুবতারা—
অমর-দুর্লভ এই সতীত্ব রতন,
থাকিতে জীবন দেহে,
কিছুতেই দিব না নাশিতে।

ভৈরব। হাসিতে হাসিতে,
এখনি সে রত্ন তব করিব হরণ।
তাই বলি, পাঞ্চাল-দুহিতা,
হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা হ'য়ে
ভৈরবের ক্রোধানল জ্বে'ল না ফুৎকারে।
জ্বলিলে সে কালানল—
মুহূর্তে পতঙ্গী সম হবে ভস্মীভূত।
আজি—ঘোরা অমানিশীথিনী,
শ্মশানবাসিনী নৃমুণ্ডমালিনী,
লোল জিহ্বা হাসে খল্ খল্!
অসি করে ভৈরবী কপালী
উত্তপ্ত রুধির-ধারা করিবারে পান,
র'য়েছে দাঁড়ায়ে ঐ নৃ-কপালকরে।
মহানিশাকালে সতী-ধর্ম্মহীনা—
ভ্রষ্টা নারী তোমা করি' শবাসন,
মহাসিদ্ধি করিব সাধন।

রঞ্জিতা। মহাসতী মহাকালী—
তুষ্ট হ'ন্ সতী-ধর্ম্ম নাশে,
এ বিশ্বাসে কর যদি সতীধর্ম্ম নাশ,

সর্ব্বনাশ ঘটিবে তোমার—
বজ্রাঘাত হইবে মস্তকে—
জপ তপ তন্ত্র মন্ত্র পণ্ড হবে সব।
ওই যে ভৈরবী করে উদ্যত কৃপাণ,
দ্বিখণ্ড করিবে স্কন্ধ কাপালিক তোমার।
যে ধর্ম্মের প্রোজ্জ্বল গরিমা—
স্ফীত করে বক্ষ রমণীর,
যে সতীত্বের পূর্ণজ্যোতিঃ
নারীমুখে মাতৃভাব করে উদ্ভাসিত,
যে সতীত্ব-তেজে
আজিও ভারত-সূর্য্য দীপ্ত সমুজ্জ্বল,
যে ধর্ম্ম-রক্ষার তরে
অকাতরে দেয় প্রাণ সতীনারীগণ,
যে ধর্ম্ম রক্ষার সূত্র
ধর্ম্ম-শাস্ত্রে প্রতি ছত্রে রয়েছে চিত্রিত,
যেই সতী-ধর্ম্ম-নাশে
হয়েছ উদ্যত তুমি, মূর্খ কাপালিক?
সেই ধর্ম্মনাশে তব হবে সিদ্ধিলাভ?
কোন্ তন্ত্রে—কোন্ মন্ত্রে
বল দেখি, উন্মত্ত তান্ত্রিক!
কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রে
বল দেখি, উদ্‌ভ্রান্ত সাধক!
কাম-কুণ্ডে ঘৃতাহুতি করেছে বিধান?
কোন্ শাস্ত্রে বলে,

বল দেখি শক্তি-উপাসক !
কামাচার ব্যভিচার—সিদ্ধির সোপান ?
কোন্ ধর্ম্ম বলে—
ভোগলিপ্সা উপভোগে হয় প্রশমন ?
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সংযম-আচার
সিদ্ধি-পন্থা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ;
তুমি কেন তবে
কহ দেখি, তান্ত্রিক পুরুষ !
ভ্রান্ত-অর্থ করি' সমর্থন,
ভ্রান্ত-মত করিয়া পোষণ
নারী-ধর্ম্মে কর হস্তক্ষেপ ?
ধর্ম্মের কঞ্চুক অঙ্গে করিয়া ধারণ,
মিথ্যাধর্ম্ম শিষ্য মাঝে করিয়া প্রচার,
পঙ্কিল পাপের পথে কর পদার্পণ ?
দ্বিজকুলে জন্ম লভি',
দ্বিজের কর্ত্তব্য ভুলি',
ব্রাহ্মণত্বে দিয়া জলাঞ্জলি,
সাত্ত্বিকতা করি' পরিহার,
ঘৃণ্য তান্ত্রিকের বৃত্তি করিয়া গ্রহণ,
সংসারের সর্ব্বনাশ করিছ সাধন ?
ছিঃ ছিঃ ঘৃণা—ছিঃ ছিঃ লজ্জা !
আমি যে অবলা—শাস্ত্রজ্ঞানহীনা,
ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবর্জ্জিতা আমি যে রমণী,
'শাস্ত্রের সরল অর্থ যাহা শুনিয়াছি,

তাহাতেই বুঝিয়াছি,
ধর্ম্ম-জ্ঞান কিছু নাহি তব,
ভণ্ডযোগী হ'য়ে
পশ্বাচার করিছ প্রকাশ ;
এই পাপে হবে তবে ঘোর সর্ব্বনাশ !

ভৈরব । শান্ত হও, মুখরা বালিকা !
একে নারী, তাতে জ্ঞানহীনা,
গভীর শাস্ত্রের মর্ম্ম কি জানিবে তুমি ?
"নিগূঢ় ধর্ম্মের তত্ত্ব নিহিত গুহায় ।"
যে শাস্ত্রের মহাসিন্ধু করিতে মন্থন
আজীবন করিলাম কত শক্তি ব্যয়,
যে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পন্থা করিয়া গ্রহণ
করিয়াছি মনঃপ্রাণ কঠোর নির্ম্মম ;
যে তন্ত্রের প্রতি মন্ত্রে
বীরাচার সাধনার সার উপদেশ,
সেই পঞ্চ-মকারের মূলমন্ত্র ধরি'
এ ভৈরবানন্দ আজি হয়েছে সাধক ।
শক্তি-উপাসনা ফলে
যেই শক্তি করেছি সঞ্চয়,
সেই শক্তি করিলে আরোপ
ব্রহ্মাণ্ড করিতে পারি হস্তের কন্দুক ।
তুমি কোন্ ছার্ নারী দুর্ব্বল বালিকা !
দৃষ্টিমাত্র পাতে তোমা
মুহূর্ত্তে করিতে পারি জড় সমতুল ;

কিংবা ক্রীড়ার পুতুল সম
ইচ্ছামত তোমা নিয়ে পারি খেলাইতে।
যে বাক্যের প্রবল উচ্ছ্বাস
এতক্ষণ নির্ভীকার মত
প্রকাশিলে আমার সম্মুখে,
সেই বাক্-শক্তি তব
মুহূর্ত্তে করিতে পারি বিলুপ্ত এখনি।
কিন্তু শোন, নির্ব্বুদ্ধি বালিকা!
ইচ্ছা নাই সে শক্তি প্রকাশে;
তাই বলি, চঞ্চলা রমণি!
চঞ্চলতা কর পরিহার,
সার কর আমার বচন,
সতীত্ব-রতন তব দাও বিসর্জ্জন,
মহাযোগীর মহাযোগ হ'ক্ সম্পূরণ।

রঞ্জিতা। সতী-ধর্ম্ম নাশে
মহাযোগীর মহাযোগ হবে না পূরণ—
মহাযোগীর মহাপাপ হবে সঙ্কলন।

ভৈরব। রসনা সংযত কর, পাঞ্চাল-দুহিতা;
কার কাছে স্পর্দ্ধা কর, পার নি বুঝিতে।

রঞ্জিতা। প্রাণের মমতা আমি
বহুক্ষণ করিয়াছি ত্যাগ।
মৃত্যুভয় কি দেখাও সতী রমণীরে?

ভৈরব। শুধু মৃত্যু নহে—
বলাৎকার হইবে এখনি।

রঞ্জিতা। সেই মহাপাপ সাধনের আগে
বঞ্জিতার মৃতদেহ লুটাবে ধুলায়।

ভৈরব। সে কল্পনা, কল্পনায় হবে পরিণত।
সে শক্তিও করিব বিলুপ্ত।
তাই বলি, দুর্ব্বুদ্ধি রঞ্জিতা!
সুপ্ত সিংহে ক'রো না জাগ্রত।

রঞ্জিতা। তা হ'লে ঐ পাপমুণ্ড তব
তৎক্ষণাৎ ধরাতলে পড়িবে খসিয়া।
জান না কি, ভণ্ড কাপালিক!
অবলার একমাত্র বল ভগবান্?
যদি মোর সতীধর্ম্মে থাকে শুদ্ধমতি,
তাহা হ'লে সেই ধর্ম্ম
মোরে করিবে রক্ষণ।
এখনও আছে ধর্ম্ম,
এখনো ঐ চন্দ্র সূর্য্য উদিত আকাশে,
এখনো জগৎপ্রাণ বহে সমীরণ,
এখনো সতীত্ব, নারী যায় নি ভুলিয়া,
তাই বলি, ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে—
তাঁর চক্ষু অব্যাহত সর্ব্বত্র সংসারে।
বিপদে বিপন্নজনে করিতে উদ্ধার,
সর্ব্বদা সে হস্ত তাঁর আছে প্রসারিত।
নতুবা বিপদ্‌হারী নাম কেন হবে?
নতুবা বিপন্নগণে বিপদে পড়িয়া,
বিপদ্‌বারণ বলি' কেন বা ডাকিবে?

ভৈরব। এখনও সাবধান, নির্ব্বোধ বালিকা।
ধৈর্য্যহীন ক'রো না আমারে।

রঞ্জিতা। কি ভয় দেখাও তুমি, ভণ্ড কাপালিক ?
এতদিন দস্যুজ্ঞানে করিয়াছি ভয়,
কিন্তু শোন, পাষণ্ড পিশাচ।
ধর্ম্মবলে আজি—
বলীয়সী হইয়াছি আমি ;
তব সম শত কাপালিকে
তৃণ-তুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করি।

ভৈরব। আচ্ছা, দেখ্ তবে অবাধ্য মুখরা।
ধর্ম্ম-বল কোথা যায় তোর।
রঞ্জিতা !
চাহ মোর চক্ষুর্দ্বয় পানে।

[তীব্রদৃষ্টি করিয়া রঞ্জিতার দিকে চাহিয়া রহিলেন, রঞ্জিতা ভৈরবানন্দের চক্ষুর্দ্বয় প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্তম্ভিত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন, ভৈরবানন্দ দুই হস্ত দ্বারা সংমোহন করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন রঞ্জিতা পতনোন্মুখী হইলেন।

ভৈরব। স্থির হ'য়ে দাঁড়াও।
[রঞ্জিতা স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন]
কোথা গেল ধর্ম্মবল এবে ?
[তীব্রস্বরে] রঞ্জিতা !

রঞ্জিতা। [জ্ঞানশূন্য মুগ্ধ অবস্থায়] বলুন।

ভৈরব। যা বলি, তা শুন্‌বে ?

রঞ্জিতা। শুন্‌ব।

ভৈরব। আমার শক্তি এখন বুঝ্‌তে পেরেছ ?

রঞ্জিতা। পেরেছি।

ভৈরব। সতীত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারবে ?

রঞ্জিতা। পারব।

ভৈরব। এখন মর্‌বার শক্তি কি তোমার আছে ?

রঞ্জিতা। না।

ভৈরব। তোমার উপর তোমার কোন স্বাধীনতা এখন আছে ?

রঞ্জিতা। কিছুমাত্র না।

ভৈরব। তবে এস, আমার সঙ্গে এস, অদ্য মহানিশাতেই তোমার বলিকার্য্য সম্পাদন হবে, তার পূর্ব্বেই তোমার সতীধর্ম্ম নষ্ট কর্‌ব, সম্মতা আছ ?

রঞ্জিতা। আছি।

ভৈরব। তবে এস।

[রঞ্জিতার চক্ষুতে দৃষ্টিযোজনা করিয়া ভৈরবানন্দ ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন, রঞ্জিতাও যন্ত্রপুত্তলিকার মত তাহার সহিত যাইতে লাগিলেন]

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

মরক্কো—রাজপ্রাসাদ।

বান্দা ও বাঁদীর প্রবেশ।

গান।

বাঁদী।— বান্দা তুই আচ্ছা বেকুপ, আচ্ছা বেকুপ্।
ফিঙের মতন ফিরিস্ কেন পেছনে এরূপ॥

বান্দা।— মাইরি বাঁদী খোদার কসম্,
কবৃনা মোরে তোর্ প্রাণের খসম্,
গোলাম হ'য়ে থাক্‌ব হরদম্, (কাযে) পার্‌বি নে তস্‌রূপ্॥

বাঁদী।— তুই আমার হোঁদলকুৎকুতে,
মারব চাবুক্ সপাসপ্ তোরে খেতে আর শুতে,

বান্দা।—(ওরে) পেটে খেলেই পিঠে সইবে—ঐ রোমজান আস্‌ছে—চুপ্॥

[ভীতিভাব প্রদর্শন]

চাবুকহস্তে রোমজানের প্রবেশ।

রোমজান। [বান্দাকে চাবুক প্রহার]

বান্দা। ও আল্লা—ও আল্লা—[রোদন ও চীৎকার]

রোমজান। পাজি—হারামখোরের বাচ্চা! আবার এসেছিস্? তোরে আজ কবরে পাঠিয়ে তবে ছাড়্‌ব। [প্রহার]

[বাঁদী একদিকে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল]

বান্দা। কবরে কেন, জাহান্নমে পর্য্যন্ত যেতে রাজী আছি, যদি ঐ বাঁদীটিকে সঙ্গে পাঠাও।

রোমজান। উল্লুক্‌কা বাচ্ছা! পালা বল্‌ছি। [প্রহার]

বান্দা। পালাতে রাজী আছি, যদি বাঁদীটিকে দয়া ক'রে সঙ্গে দাও।

রোমজান। ফের্ বেয়াদ্‌পি? [প্রহার]

বান্দা। ও বাঁদী! তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্ আর হাস্‌ছিস্। এঁ্যা, এই বুঝি তোর আস্‌নাই করা?

বাঁদী। তা কি এতক্ষণে বুঝ্‌তে পেরেছিস্?

বান্দা। না, তুই রঙ্গ কর্‌ছিস্, কিন্তু এদিকে যে আমার অঙ্গের এক পর্দা উঠে গেল!

রোমজান। এত মার্‌ছি, তবু যায় না, এমন হারামজাদ্। [প্রহার]

বান্দা। ও চাচাজী! আর পার্‌ছি নে।

রোমজান। আর পিরীত কর্‌তে আস্‌বি? [প্রহার]

বান্দা। ফাঁক দেখ্‌লেই আস্‌ব, ওটা ছাড়্‌তে পারব না, রে চাচাজী!

রোমজান। এই চাবুক দিয়েই তোর পিরীত ছাড়াব। বেরো বল্‌ছি, বেরো। [প্রহার করিতে করিতে তাড়িত করন]

বান্দা। [যাইতে যাইতে] ওরে পিরীত! তোর তরে মোর এই নাকাল্। চল্‌লুম বাঁদী! চাচাজী স'রে গেলেই ফের্ আস্‌ব, কিন্তু।

[প্রস্থান।

বাঁদী। বেশ, ওকে নিয়ে মজা কর্‌ছিলুম, তুমি এরই মধ্যে এসে পড়্‌লে। তুমি না এলে দেখ্‌তে ওকে হোঁদলকুৎকুতে সাজিয়ে ছাড়্‌তুম।

রোমজান। তোকে ওর কাছে বেশিক্ষণ রাখ্‌তে আমার বিশ্বাস হয় না।

বাঁদী। যদি পিরীত ক'রে বসি, কেমন?

রোমজান। আটক্ কি।

বাঁদী। এম্‌নিই মন তোর বটে!

রোমজান। তোদের ঐ পরদা-নসিন্ জাতকেই বিশ্বাস নেই।

বাঁদী। তবে আমি এই চল্‌লুম; আর তোর কাছে কখনও আস্‌ব না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

গান।

রোমজান।—[বাঁদীর হাত ধরিয়া]

না না তুই চটিস্ নে রে প্রাণ।
কসুর হ'যে থাকে য'দি, (আমার) ম'লে দেনা দুটো কাণ॥

বাঁদী।— না-না তোর বড়ই গোস্তাকি,
মার্‌ব ঝাড়ু, ফের্ যদি কর্‌বি চালাকি,

রোম।—তোর যত খুসী মারনা ঝাড়ু, ও আমার ময়না-বিবিজান্।

বাঁদী।— আমি বান্দার সঙ্গে পিরীত কর্‌ব,

রোম।— (তবে আমি) গলায় দড়ী দিয়ে মর্‌ব,

বাঁদী।— মর্‌বি ত দড়ী কেন, বরং মর্-না কেন খেয়ে দুটো নয়নবাণ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মরক্কো—রংমহল।

হোসেন-আলি ও রংদারের প্রবেশ।

হোসেন। রংদার!

রংদার। আজ্ঞে খোদাবন্দ্।

হোসেন। কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না কেন, বল দেখি।

রংদার। তাই ত মনে করুন, দেখ্‌ছি।

হোসেন। কারণ কি বল্‌তে পার?

রংদার। মনে করুন, সেটা বল্‌তে পারা আমার নিতান্তই উচিত ছিল।

হোসেন। তবে বল্‌তে পার্‌ছ না কেন, বল দেখি।

রংদার। মনে করুন, জাঁহাপনা! ঐ 'কেন'র জবাব দেওয়াটাই ত মনে করুন, বড় শক্ত দেখ্‌ছি।

হোসেন। শক্ত বই কি, একজনের মনের ভাব না জানা থাক্‌লে আর একজনে কেমন ক'রে বল্‌বে?

রংদার। মনে করুন, তা' কেমন ক'রে বলে, মনে করুন।

হোসেন। তোমার ঐ 'মনে করুন'ই সব মাটি করেছে।

রংদার। তা করেছে বৈ কি, মনে করুন।

হোসেন। সেদিন সেই কাফের রমণীর কথা মনে পড়ে, রংদার?

রংদার। তা মনে করুন, না পড়্‌লে চলে কেমন ক'রে, মনে করুন।

হোসেন। বল দেখি, তার নাম কি ?

রংদার। তাই ত মনে করুন—নামটা কি—মনে করুন।

হোসেন। এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?

রংদার। এরূপ ভুলে যাওয়াটা ভারি একটা, মনে করুন, কসুর—

হোসেন। নামটী তার হচ্ছে পিঙ্গলা রাণী।

রংদার। হাঁ হাঁ পিঙ্গলা রাণীই ত বটে, মনে করুন।

হোসেন। যাও—তুমি বিরক্ত আরম্ভ করলে।

রংদার। এটা মনে করুন, বিরক্ত হবার কথাই ত, মনে করুন।

হোসেন। দিবানিশি চিন্তা মম পিঙ্গলা রমণী।
তারই ছবি জাগে সদা প্রাণে ;
চিত্রপটে চিত্রিত সে ছবি
যে অবধি হেরেছি নয়নে,
সে অবধি হয়েছি উন্মাদ।
রাজকার্য্য করিয়াছি ত্যাগ,
তার বিনিময়ে দিতে পারি সর্ব্বস্ব আমার।
না জানি সে সুন্দরীর প্রকৃত মূরতি
কতই সুন্দর—মরি কত প্রেমময়!
সে স্বর্গের পরী আনি বসাব হৃদয়ে।
ইচ্ছি মনে, এখনি পাঞ্চালে গিয়ে
করি' চুরি পিঙ্গলারে,
নিয়ে আসি এই মরক্কো নগরে।
রংদার! রংদার!
ডাক' ত্বরা চণ্ডবেগে।

[অস্থিরতা প্রদর্শন]

চণ্ডবেগের প্রবেশ।

চণ্ড। [কুর্ণিশ করিয়া] ডাকতে হবে না, গোলাম নিজেই হুজুরে হাজির হয়েছে।

হোসেন। এসেছ—বেশ করেছ। পাঞ্চাল-যাত্রার বিলম্ব আর কত?

চণ্ড। আজ্ঞে, সমস্তই প্রস্তুত, জাঁহাপনার হুকুমের অপেক্ষা মাত্র।

হোসেন। সৈন্য-সামন্ত কি পরিমাণ সঙ্গে নিচ্ছ?

চণ্ড। পঁচিশ হাজার।

হোসেন। না, আরও বেশি নাও, পঞ্চাশ হাজারের কম না হয়।

চণ্ড। সামান্য পাঞ্চাল দমন করতে এত সৈন্যের প্রয়োজন কি, জাঁহাপনা? বিশেষতঃ পিঙ্গলা রাণীর সাহায্য করতে যখন যাচ্ছি।

হোসেন। শুধু কি পিঙ্গলা রাণীর সাহায্য করতে যাচ্ছ, চণ্ডবেগ? মরক্কোপতি হোসেন-আলির উদ্দেশ্য কি শুধু তাই?

চণ্ড। প্রধান উদ্দেশ্য পিঙ্গলা রাণীকে জাঁহাপনার অঙ্কলক্ষ্মী করা।

হোসেন। তবে?

চণ্ড। সে ত পিঙ্গলা রাণীর সঙ্গে আমাদের পূর্ব্ব হ'তেই সর্ত্ত করা আছে যে, তার পুত্র শূরসেনকে নিষ্কণ্টক ক'রে পাঞ্চাল-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেই পিঙ্গলা রাণী জাঁহাপনার অভিলাষ পূর্ণ করবে।

হোসেন। হাঁ সর্ত্ত তাই বটে, বর্ত্তমানে দুর্দ্দান্ত সিংহও সেই প্রতিশ্রুতিতে সম্মত হ'য়ে গেছে বটে; কিন্তু চণ্ডবেগ, তথাপি আমি সেই কাফের রমণীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছি নে। যে রমণী নিজ পুত্রকে পাঞ্চাল-সিংহাসনে বসাবার জন্য, সপত্নী, পুত্রগণকে হত্যা করবার জন্য প্রস্তুত, তা ছাড়া আবশ্যক হ'লে নিজের স্বামীকে পর্য্যন্ত বধ করতে কুণ্ঠিতা হবে না, এবং যে রমণী বুদ্ধি-কৌশলে এই বহুদূরবর্ত্তী

মরক্কো-পতি আমার সঙ্গে সৌহৃত্ত স্থাপন ক'রে ভীষণ ষড়্‌যন্ত্রের চালনা করছে, সে রমণীকে তুমি কখনই সামান্য জ্ঞান ক'রো না। স্বকার্য্য উদ্ধার ক'রে সেই রমণীকে আমাদের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত ভাঙ্‌বে না, তারই বা প্রমাণ কি ?

চণ্ড। এত দুঃসাহস কি একজন রমণীর পক্ষে সম্ভব হবে, জাঁহাপনা ?

হোসেন। আমি কিছুমাত্র অসম্ভব মনে করতে পারছি না।

চণ্ড। তা হ'লে যে সেই পাঞ্চাল-রাজ্য তখনি যবন অধিকৃত হবে।

হোসেন। হাঁ, সেই আশঙ্কা তার মনে বিশেষভাবে জাগরূক রাখ্‌বার জন্যই আমি অধিক সৈন্য সঙ্গে নিতে বলছি। এমন কি যদি প্রয়োজন হয়, তা হ'লে পাঞ্চাল-রাজ্যকে শ্মশান ক'রেও সেই পিঙ্গলা রাণীকে বন্দিনী ক'রে আন্‌তে হবে, মোট কথা—যে ভাবে হ'ক্, পিঙ্গলাকে আমার চাই-ই।

চণ্ড। জাঁহাপনার হুকুম গোলামের শিরোধার্য্য। পঞ্চাশ হাজার সৈন্যই সঙ্গে নেবো।

হোসেন। হাঁ, আর এক কথা, চণ্ডবেগ, দুর্দ্দান্তসিংহ যেদিন যে সব ষড়্‌যন্ত্রের উল্লেখ করলে, তার মধ্যে পাঞ্চাল সেনাপতি সুরথ সিংহকেই প্রথমতঃ গুপ্তভাবে সংসার হ'তে বিদায় করতে হবে ; এইটি হচ্ছে তোমার প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য, মনে থাকে যেন। কিন্তু খুব সাবধান, খুব সতর্ক হ'য়ে কার্য্য করবে। স্বদেশ আর বিদেশে অনেক পার্থক্য। তুমি মরক্কো হ'তে প্রস্থান করলে আমিও ঠিক সপ্তাহ পরে আবশ্যকীয় সৈন্য সহ গুপ্তভাবে পাঞ্চালে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব।

চণ্ড। মরক্কো রাজ্য তা হ'লে যে অরক্ষিত ভাবেই থাকবে।

হোসেন । এই কয় দিনের মধ্যে আমি সে সম্বন্ধে ব্যবস্থাও ক'রে যাব। কিন্তু আমার পাঞ্চাল-যাত্রার কথা যেন ঘুণাক্ষরেও এক তুমি ভিন্ন অন্য কেউ জান্‌তে না পারে। যাও—আর কালাবিলম্ব ক'রো না, রাত্রি প্রভাতেই যাত্রা করবে।

চণ্ড। যো হুকুম। [কুর্ণিশ করিতে করিতে প্রস্থান।

হোসেন। [স্বগত] চণ্ডবেগকেই বা বিশ্বাস কি? ও ত সেই কাফেরবংশেই জন্মগ্রহণ করেছে, কার্য্যক্ষেত্রে গিয়ে যে স্বজাতি-বাৎসল্যে মেতে উঠবে না, তাই বা কে বলতে পারে? যদি চণ্ডবেগের প্রতাপে আমি আজ মরক্কো-সম্রাট, যদিও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে চণ্ডবেগ আমার একমাত্র দক্ষিণ হস্ত, তথাপি তিলার্দ্ধের জন্যও আমি চণ্ডবেগকে বিশ্বাস করি না; কেন না যে হিন্দু হ'য়ে একদিন বিজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রে এই যবন-সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক ক'রে দিয়েছে, সে বিশ্বাসঘাতক চণ্ডবেগ যে সময়ে সুযোগ পেলে আবার সেই প্রভুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারে না বা করবে না, তা কে বলতে পারে? তাই চণ্ডবেগের উপর সর্ব্বদা আমার এই তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তাই সপ্তাহ পরে আমার পাঞ্চাল-যাত্রার কারণ। এ সংসারে বিশ্বাস ব'লে কোনও কথা নাই। মানুষকে বিশ্বাস করতে হ'লে নিজেকে সর্ব্বদা উদ্যত কৃপাণের নিয়ে অবস্থিত ব'লে মনে করতে হবে। যারা নিতান্ত দুর্ব্বল আর অলস, তারাই এইরূপ বিশ্বাস নিয়ে সংসারে বাস করে, আর পদে পদে বিপন্ন হয়। যাক্, এখন সময়োপযোগী আনন্দে চিত্তকে নিয়োজিত করি। [প্রকাশ্যে] রংদার!

রংদার। হুজুর!

হোসেন। এতক্ষণ সব শুনলে?

রংদার। মনে করুন, শুনলেম বই কি, জাঁহাপনা!

হোসেন। কি বুঝলে?

রংদার। মনে করুন, বোধ হয়, কিছুই না।

হোসেন। তুমি নিতান্ত বোকা।

রংদার। মনে করুন, আমি নিতান্তই বোকা বই কি, মনে করুন।

হোসেন। এস, এখন একটু আমোদ-আহ্লাদ করা যাক্।

রংদার। মনে করুন, তা করতে হবে বই কি।

হোসেন। বাঁদী, সরাপ্ লে আও।

সরাপ্ লইয়া বাঁদীর প্রবেশ।

[সরাপ্ পানান্তে] বোলাও—বাইজী কো।

[বাঁদীর প্রস্থান।

রংদার, আমার সঙ্গে পাঞ্জালে যাবে ত ?

রংদার। মনে করুন, 'হুজুরের কথা, মনে করুন, না রাখ্‌লে চল্‌বে কেন ?

হোসেন। বড়ি খাপ্‌সুরত্ জেনানা লোক সব সেখানে দেখ্‌তে পাবে। তোমাকে সেখানে আমি একটা সাদী দিয়ে দেবো, কেমন সাদী করবে, রংদার ?

রংদার। মনে করুন, সাদী না করলে চল্‌বে কেন, মনে করুন ?

হোসেন। তবে এতদিন চল্‌ছে কিরূপে ?

রংদার। মনে করুন "চল্‌ছে কিরূপে" মনে করুন, তাই ভাব্‌ছি মনে করুন।

গীতকণ্ঠে পিয়ালাহস্তে বাইজীগণের প্রবেশ।

বাইজীগণ।—[নৃত্যসহ]

গান।

টুং টাং টুং টাং পেয়ালা বোলে।
ঝানানা ঝানানা নুপুর রোলে॥

কিম্বা ঝিমি ঝিমি আঁখি, মাটী মাটী গা,
সা—রে—গা—মা—নি—ধা　পা,
হিয়া দুরু দুরু মৃদু মৃদু দোলে।
রঞ্জিত অধরে হাসির ঝলকে,
মাতি নবরসে নবীন পুলকে,
তাদৃম্ দৃম্, তাদৃম্ দৃম্ তেনা দৃম্ দৃম্ তা,
আস্‌মান্‌কা রোস্‌নাই কিম্বা আস্‌মান কা কোলে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাপালিক আশ্রমস্থ-গহ্বর।

শৃঙ্খলাবদ্ধ সুরথসিংহ।

সুরথ। স্তূপীকৃত সূচিভেদ্য তম মাঝে,
একমাত্র দুশ্চিন্তার সনে
যাইতেছে একে একে
জীবনের দিনগুলি চলি'।
কার্য্যহীন, লক্ষ্যহীন, নিশ্চেষ্ট জীবন
গুরুভার সম—না পারি বহিতে;
কে জানে এ ব্যর্থ আশা ল'য়ে,
কে জানে এ দগ্ধ স্মৃতি ল'য়ে
কতদিন এ আঁধারে হইবে থাকিতে!
কে বা জানে দিবানিশি

জ্বলন্ত অনলে পুড়ি'
কতদিন এইরূপে ভস্ম হ'তে হবে !
হায় ! রঞ্জিতার না হ'ল সন্ধান,
এ জীবন করি' বিসর্জ্জন
পারিতাম যদি রঞ্জিতার করিতে উদ্ধার,
তা হ'লেও ভাবিতাম সার্থক জীবন ।
জানি না, এ কোথা আমি,
রাখিয়াছে কেবা মোরে শৃঙ্খলিত করি',
কতদিন রয়েছি বা হেথা,
কি উদ্দেশ্যসাধন হেতু আনিয়াছে মোরে ।
মনুষ্য-সঞ্চার শব্দ প'শে না শ্রবণে ,
অলক্ষিতে কেবা এসে রেখে যায় –
স্বাদহীন ফল জল আনি' ।
দিবা কি রজনী এই—
কিছুমাত্র বুঝিতে না পারি ।
জীবন্তে নরক-জ্বালা সহিতেছি সদা ।
ভগবন্ ! কি পাপে ফেলিলে
এই নরকের মাঝে ?
এ হ'তে যে মৃত্যু-শ্রেয়স্কর ।
হা রঞ্জিতা ! কোথা তুমি, কোথা আমি,
কে জানিত—এই ভাবে
জীবনের হবে অবসান !
না হইতে দুঃখ শেষ—
হায় রে অদৃষ্ট !

জীবন-নাটকে মম
শেষ যবনিকা হায়, হইবে পতিত !

কাপালিক-শিষ্যবেশে গোরাচাঁদের প্রবেশ ।

স্থরথ । কার যেন সতর্ক পদশব্দ । শ্বাপদ কি মানুষ ?

গোরা । ভয় নাই—আমি মানুষ ।

স্থরথ । তা হ'লে এ স্থান বোধ হয়, তোমার পরিচিতই হ'বে ।

গোরা । অনেকটা বটে ।

স্থরথ । কয়টী জিজ্ঞাস্য আছে, উত্তর পাব কি ?

গোরা । যদি জানি, তবে নিশ্চয়ই পাবে ।

স্থরথ । যেখানে আমি এই শৃঙ্খলাবদ্ধ রয়েছি—এ কোন্ স্থান, আর কেনই বা আমি এখানে আবদ্ধ, আপাততঃ এই দুইটী প্রশ্নের উত্তর পেলেই যথেষ্ট মনে করব ।

গোরা । এ স্থানটী ভৈরবানন্দ কাপালিকের আশ্রম মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত-গহ্বর ।

স্থরথ । কি ! ভৈরবানন্দ কাপালিক ?

গোরা । হাঁ ।

স্থরথ । সেই ভৈরবানন্দ কর্ত্তৃকই কি আমি এখানে আবদ্ধ ?

গোরা । তার আজ্ঞায় তার শিষ্যগণই তোমাকে আবদ্ধ করেছে ।

স্থরথ । আমি যে কি ভাবে, কখন কেন আবদ্ধ হয়েছি, এবং কতদিনই বা এখানে এই বন্দী হ'য়ে রয়েছি, তার কোন কথাই আমার স্মরণ হয় না ।

গোরা । তোমাকে তান্ত্রিক ক্রিয়া দ্বারা অচৈতন্য ক'রে আবদ্ধ করা হয়েছিল ।

স্থরথ । কারণ ?

গোরা। প্রথম কারণ, তুমি রঞ্জিতাকে উদ্ধার কর্‌তে এসেছিলে ব'লে। দ্বিতীয় কারণ, তোমাকে মায়ের নিকটে বলি প্রদান কর্‌বে ব'লে।

সুরথ। আর একটী জিজ্ঞাস্য, রঞ্জিতা কি এখনো বেঁচে আছে?

গোরা। এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু আর কিছুক্ষণ পরেই রঞ্জিতাকেও মায়ের নিকট বলি প্রদান কর্‌বে। আর সেই বলি প্রদানের পূর্ব্বে রঞ্জিতার সতীধর্ম্ম নষ্ট কর্‌বে, পরে তার মৃতদেহ শবাসন ক'রে কাপালিক মহাশব সাধনা কর্‌বে।

সুরথ। ওহো—হো! একবার খোলা পাই না? একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য কেউ আমাকে মুক্ত ক'রে দেয় না? কে তুমি মহাপুরুষ! একবার দয়া ক'রে—একবার কৃপা ক'রে, আমার হস্তপদের বন্ধন ছিন্ন ক'রে দাও, আমি রঞ্জিতাকে উদ্ধার ক'রে আসি।

গোরা। তুমি নিরস্ত্র, দুর্ব্বল, তুমি কিরূপে সেই মহাবল কাপালিকের হাত থেকে রঞ্জিতাকে রক্ষা কর্‌বে?

সুরথ। না পারি—রঞ্জিতার জন্য প্রাণ দেবো, পাষণ্ডের হাত থেকে সতীকে রক্ষা কর্‌বার জন্য নিজের জীবন বিসর্জ্জন দেবো; যতক্ষণ দেহে বিন্দুমাত্র শোণিত সঞ্চারিত হবে, যতক্ষণ শেষ নিঃশ্বাস পতন না হবে, ততক্ষণ চেষ্টা কর্‌ব। দাও—দাও, মহাত্মন্! একবার আমাকে মুক্ত ক'রে দাও। আমি তোমার নিকটে করযোড়ে প্রার্থনা কর্‌ছি, সতীধর্ম্ম রক্ষা করতে আমার সহায় হও। ভগবান্ তোমার মঙ্গল কর্‌বেন—ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গ হ'তে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন।

গোরা। তবে ওঠ, সুপ্তসিংহ! একবার জেগে ওঠ। ওঠ ক্ষত্রিয়! একবার ক্ষত্রিয় তেজ প্রজ্জলিত কর—সতীকে রক্ষা ক'রে ক্ষত্রিয় নাম উজ্জ্বল কর। আমি এতক্ষণ তোমার সাহসের পরীক্ষা কর্‌ছিলেম;

এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি যথার্থই ক্ষত্রিয়, তুমি যথার্থই বীর। ভয় কি? ভগবান্ তোমার সহায় হবেন, ধর্ম্ম তোমার দেহে মহাশক্তি সঞ্চার কর্‌বেন। এই আমি তোমার হস্তপদের শৃঙ্খল মোচন ক'রে দিই।

[তথা করন]

সুরথ। কে তুমি, পরম দয়াল মহাত্মন্! একবার পরিচয় জান্‌তে নিতান্ত ইচ্ছা।

গোরা। সেনাপতি! এতক্ষণ কথাবার্ত্তায় চিন্‌তে পার নি? আমি তোমাদের সেই গোরা পাগল।

সুর.। কে? কে? গোরাচাঁদ? গোরাচাঁদ, তুমি এখানে?

গোরা। তোমাকে মুক্ত ক'রে রঞ্জিতাকে বাঁচাব ব'লে কাপালিকের শিষ্য সেজে সেই ছদ্মবেশেই এখানে এসেছি। এখন চল, আর বিলম্ব ক'রো না। বিলম্বে রঞ্জিতার মহা সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে। আজ অমাবস্যা মহানিশা, ভৈরবানন্দ মহাপূজার আয়োজন কর্‌ছে, গুপ্তভাবে অন্তরালে থাক্‌তে হবে, অবসর বুঝে সহসা তড়িতের ন্যায় কাপালিকের করস্থিত কৃপাণ নিয়ে কাপালিককে হত্যা কর্‌তে হবে। বিশেষ সাহস এবং ক্ষিপ্রকারিতার আবশ্যক। এক তুমি ভিন্ন এ কার্য্য অন্য কেউ সম্পন্ন কর্‌তে পার্‌বে না। এই মুহূর্ত্তে না উপস্থিত হ'লে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

সুরথ। গোরাচাঁদ! কে বলে তুমি পাগল? তোমাকে এতদিন আমরা পাগল ব'লেই বুঝে এসেছি। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লেম, তুমি একজন মহাত্মা—মহাপুরুষ। তোমার আত্মপরিচয় জান্‌বার উৎকণ্ঠা নিতান্তই প্রবল হ'য়ে উঠেছে।

গোরা। সে অনেক কথা, এখন সে সময় হবে না, সময়ান্তরে তোমাকে সব বল্‌ব। কিন্তু যতদিন আমি সে কথা না বল্‌ব, ততদিন

আমার এই অবস্থার বিষয় কাকেও বল্‌বে না। ততদিন আমাকে গোরা পাগ্‌লা ব'লেই জেনো। এখন চল—চল, বৃথা সময় নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। এখনো ঢের কাজ বাকী, সে সমস্ত কাজের ভারই তোমার উপরে। ভগবান্ তোমাকে কাজ কর্‌তেই সংসারে পাঠিয়েছেন, তাঁ'র আদিষ্ট কাজ তোমাকে কর্‌তেই হবে। কেবল রঞ্জিতার উদ্ধার কর্‌লে কাজ ফুরাবে না। এ হ'তেও বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র তোমার পাঞ্চাল-নগরে। পাঞ্চাল-রাজ্য এখন একমাত্র তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে। সেখানে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত, মহারাজ পুরঞ্জন এখন একরূপ অস্তিত্বশূন্য। দুর্দ্ধর্ষা রাক্ষসী পিঙ্গলা রাণী এখন ভীষণা দানবী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে দাঁড়িয়েছে। যুবরাজ বীরসেন এখন শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কারাগারে ; ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র চল্‌ছে, রাজ্য—অরাজক, নিপীড়িত প্রজাপুঞ্জের হাহাকার আর্ত্তনাদে পাঞ্চাল-রাজ্য এখন পরিপূর্ণ।

স্থরথ। যুবরাজ বীরসেনও শৃঙ্খলাবদ্ধ! কি ভীষণ শোচনীয় সংবাদ, গোরাচাঁদ! গোরাচাঁদ! চল—চল, আর মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা কর্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে না ; আজ যদি অক্ষত শরীরে রঞ্জিতাকে পাপাত্মা কাপালিকের করাল কবল হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারি, তবে—তবে—পাঞ্চালের জন্য প্রাণপাত কর্‌ব, দেহের সমস্ত শোণিত পাঞ্চালের জন্য অজস্রধারে ব্যয় কর্‌ব। ভগবন্! বল দিয়ো, ভরসা দিয়ো। জয় মা তারা! চল—চল—

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মহাশ্মশান।

অস্থি-কঙ্কালময় ক্ষেত্র।

মহাকালী স্থাপিত।

খড়্গ-হস্তে ভৈরবানন্দ ও শিষ্যগণের প্রবেশ।

শিষ্যগণ। [করযোড়ে] গান।

জয় মা কালিকে, নৃমুণ্ডমালিকে অসি-খর্পর-ধরা।
মত্ত মাতঙ্গিনী ভীমা উলঙ্গিনী দানব-দর্পহরা॥
ডাকিনী যোগিনী পাশে, থিয়া থিয়া নাচে হাসে,
লোলুপ-রুধির পানে।
শব-শিব সমারূঢ়া, নর-কর-কটিবেড়া,
বিরাজিতা ভীষণ শ্মশানে,
মহা সিদ্ধিদাত্রী, মহা ভয়হন্ত্রী, মহেশ্বরী বরাভয় করা॥

ভৈরব। শিষ্যগণ! অন্যত্র প্রস্থান কর, যথাসময়ে পুনরায় উপস্থিত হবে।

[শিষ্যগণের প্রস্থান।

[পানপাত্র হইতে মদ্যপান]
মহানিশা সমাগত প্রায়—
দিব পূজা যথা উপচারে;
মহাসতী রঞ্জিতা সুন্দরী,
হরিয়া সতীত্ব তার,
বলি দিব তব সন্নিধানে।

আরো এক মহা বলি
রেখেছি প্রস্তুত, তোরে করিতে প্রদান।
কপালিনি ! লোল-জিহ্বে !
মহাসিদ্ধি-ফল-প্রদায়িকে !
মহা সাধকের এ মহা সাধন,
পূর্ণ করিস্, পূর্ণ করিস্, নৃমুণ্ডমালিকে !
দেখাব জগতে আমি তন্ত্রের মাহাত্ম্য,
শিখাব সাধকগণে তন্ত্রক্রিয়া যত,
বীরাচারে পুরিবে সংসার,
ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণবের দল
শক্তি-উপাসক করে হবে বিতাড়িত,
সমাংসরুধির-স্রোতে প্লাবিব মেদিনী,
সুরাপানে প্রমত্ত-তান্ত্রিক
পঞ্চ মকারের ক্রিয়া করি' অনুষ্ঠান,
সর্ব্বশক্তি লাভে হবে মহাশক্তিশালী।
পুনঃ করি পান।

[মদ্যপাত্র লইয়া]

মহাশক্তিময়ি সুরে !
সতীর সতীত্ব-নাশে
শক্তি দে এই শাক্ত কাপালিকে।

[মদ্যপান]

আঃ—হইয়াছে ঠিক—
উত্তপ্ত রুধির-স্রোত
দ্রুততর প্রবাহিছে ধমনী-মাঝারে।

জড়তা আলস্য তন্দ্রা সব দূরীভূত ।
অত্যাশ্চর্য্য মহাশক্তি এক
হইতেছে সঞ্চারিত সর্ব্বাঙ্গে আমার ।
শত অসুরের বল করিয়াছি লাভ—
তৃণমুষ্টি জ্ঞান করি এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ।
[উত্থিত হইয়া:]
এইবার রঞ্জিতার করি সর্ব্বনাশ,
পরে বলি দিব সেই সুরথসিংহেবে ।
কৈ রঞ্জিতা, এখনও নহে উপস্থিত ?
[সক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে]
ভাণ্ডায়ন—অবাধ্য বর্ব্বর !

ভাণ্ডায়ন নামক শিষ্য কর্ত্তৃক ধৃত বস্ত্রাবদ্ধমুখনয়না রঞ্জিতার প্রবেশ ।

ভৈরব । মূর্খ ভাণ্ডায়ন ! মৃত্যু ভয় নাই ? এত বিলম্ব কেন ?

ভাণ্ডায়ন । [সভয়ে] চোখ মুখ বাঁধ্‌তে বিলম্ব হ'য়ে গেছে, কিছুতেই বাঁধ্‌তে দিচ্ছিল না ।

ভৈরব । আচ্ছা, এইদিকে নিয়ে আয় ।

[ভাণ্ডায়ন রঞ্জিতাকে কাপালিকের নিকটে আনিয়া দিল]

যাও—এস্থান হ'তে প্রস্থান কর ।

[ভাণ্ডায়নের প্রস্থান ।

রঞ্জিতা, পূর্ব্ব হ'তেই তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, তুমি আমার কার্য্যে অবাধ্যতা প্রকাশ করতে চেষ্টা ক'রো না, করলে কোন ফলই হবে না । ইচ্ছা করলে তোমাকে আমি সেইরূপ যন্ত্রপুত্তলিকা ক'রে

কার্য্য উদ্ধার করতে পারি, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পূর্ব্বেই পেয়েছ ; কিন্তু সে ভাবে কার্য্য উদ্ধার করতে আমার ইচ্ছা নাই ব'লেই তোমার উপর আমার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করছি না। তবে ব'লে রাখছি, নিতান্তই যদি অবাধ্যতা প্রকাশ কর, তা হ'লে বাধ্য হ'য়ে আমাকে সেই পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। তাই বলছি, রঞ্জিতা! তুমি আমার এই মহা সাধনার সহায় হও। স্ব-ইচ্ছায় তোমার সতীধর্ম্ম আমার নিকট বিসর্জ্জন দাও, পরে এই তীক্ষ্ণ খড়্গে তোমার মহাবলি সম্পাদন করব।

রঞ্জিতা। [কৃতাঞ্জলি হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন]

ভৈরব। [খড়্গ ভূমিতলে রাখিয়া] এস রঞ্জিতা, তোমাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করি। [রঞ্জিতাকে আলিঙ্গন হেতু আক্রমণ ও রঞ্জিতার অস্থিরতা প্রকাশে বাধা দানের চেষ্টা]।

সহসা তড়িদ্বেগে সুরথসিংহের অতর্কিত ভাবে প্রবেশ
এবং ভূপতিত খড়্গ গ্রহণ এবং কপালিককে আঘাত
করিতে খড়্গ উত্তোলন।

সুরথ। আরে আরে পাষণ্ড দুরাচার! আজ তোর এই মহাপাপের শাস্তি-বিধান ক'রে যাব, ছাড়্—এখনি ঐ সতীর হাত ছাড়্।

ভৈরব। [হস্তত্যাগ করিয়া করযোড়ে] রক্ষা কর—রক্ষা কর, ব্রহ্মহত্যা ক'রো না—ব্রহ্মহত্যা ক'রো না—আমি ব্রাহ্মণ।

সুরথ। মহাপাপি! তুই যদি ব্রাহ্মণ, তবে চণ্ডাল কে? পিশাচ কে? যে ব্রাহ্মণ-বীর্য্যে জন্মগ্রহণ ক'রে "পরস্ত্রী মাতৃবৎ", এ কথা বিস্মৃত হ'য়ে, পরস্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করতে উদ্যত—সে যদি ব্রাহ্মণ, তবে আবার মহানারকী কে? নীচাশয়! একজন নিরাশ্রয়া দুর্ব্বলা বালিকার ধর্ম্মনাশ ক'রে তুই মহাসিদ্ধি লাভ করতে চাস্, তোর মত মহামূর্খ কি

সংসারে কেউ আছে ? ভণ্ড কাপালিক! একেই কি বলে মহাসাধনা ? এর নামই কি তান্ত্রিক পূজা! আজ প্রত্যক্ষ কর্‌লি কি, অন্ধ, যে! তোর এই অধর্ম্মের দণ্ড দিতে সতীর সকরুণ ডাক্, সেই মহাসতী মা চণ্ডিকা শুন্‌তে পেয়েছেন, নতুবা শৃঙ্খলাবদ্ধ আমি মুক্ত হ'য়ে এখানে উপস্থিত হ'লেম কিরূপে ? যে ধর্ম্মকে রক্ষা করাই পরম ধর্ম্ম, তুই সেই ধর্ম্মকে নষ্ট ক'রে ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর্‌তে চাস, তোদের মত মহাপাপীর স্পর্শে ধরণীদেবীও কলুষিতা হ'ন্। তোদের দৃষ্টান্তে সমাজ সংসার ধ্বংস হ'য়ে যাবে—পাপের প্রবল তরঙ্গে সংসার প্লাবিত হ'য়ে যাবে। এখন স্থির হ'য়ে দাঁড়া, তোর মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত সাধন করি। রঞ্জিতা! ভয় নাই, আমি সুরথ, এখনি এই পাষণ্ডের মুণ্ড দ্বিখণ্ড ক'রে ফেলি।

[যেমন রঞ্জিতার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, ইত্যবসরে ভৈরবানন্দের পলায়ন এবং তৎক্ষণাৎ খড়্গ লইয়া সুরথসিংহ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

রঞ্জিতা। হায়, আমি কোথায় ? [পতন ও মূর্চ্ছা]

সুরথ। [রঞ্জিতাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন] ওঃ, রঞ্জিতা মূর্চ্ছিতা! ধূর্ত্তকে বধ কর্‌তে পার্‌লেম না। যাই, এখন রঞ্জিতার মূর্চ্ছিত দেহ স্থানান্তরিত ক'রে চৈতন্য সম্পাদন করিগে।

[রঞ্জিতাকে স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান।

ভৈরবানন্দের পুনঃ প্রবেশ।

ভৈরব। উঃ—কি তীব্র অপমান! কি আশাভঙ্গ! কি বৃশ্চিক দংশন! সুরথসিংহ! গর্জ্জিত ভুজঙ্গের পুচ্ছ ধ'রে সঞ্চালন ক'রে গেলি, নিদ্রিত সিংহকে জাগ্রত ক'রে গেলি, অচিরাৎ এর প্রতিফল ভোগ কর্‌বি। ফুৎকারে যে প্রলয়-বহ্নিকে জ্বালিয়ে রেখে গেলি, সেই

অনলে তোকে শীঘ্রই ভস্মীভূত হ'তেই হবে। কোথায় পালাবি- তুই রঞ্জিতাকে নিয়ে ? যেখানে যাবি, যেখানে পালাবি, সেখান থেকে তোকে টেনে বের কর্‌ব ? সমুদ্রতলে লুকালে গণ্ডূষে সমুদ্রবারি নিঃশেষ ক'রে তোকে রঞ্জিতা সহ উত্তোলন কর্‌ব। ভেবেছিস্, তুই রঞ্জিতাকে নিয়ে সুখী হবি, কিন্তু ভৈরবানন্দ বেঁচে থাক্‌তে তা কখনই পার্‌বি না। প্রলয়-ঝঞ্ঝার মত পৃথিবী তোল্‌পাড় ক'রে তুল্‌ব। সে তোল্‌পাড়ে তোর মত শত শত সুরথসিংহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে ধূলিকণার সঙ্গে মিশে যাবে। সে তোল্‌পাড়ে ব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হবে—হিমাদ্রি-চূড়া ন'ড়ে উঠ্‌বে—পৃথিবী থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌তে থাক্‌বে! সে তোল্‌পাড়ে জগৎ আকর্ণবিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে দেখ্‌বে ভৈরবানন্দের কাপালিকত্ব কতদূর। মূর্খ সুরথ অসতর্ক ছিলাম ব'লে রঞ্জিতাকে উদ্ধার কর্‌বার অবসর পেয়েছিলি ; নতুবা আর মুহূর্ত্ত পরে উপস্থিত হ'লে ভ্রষ্টা রঞ্জিতার দেহ দ্বিখণ্ড হ'য়ে ঐ ধূলিরাশির মধ্যে বিলুণ্ঠিত হ'ত। আর তোর জীবনের পরিণামও ঐ ভাবে পর্য্যবসিত হ'ত। কিন্তু জানি না, ভৈরবী আজ কেন এমন বিঘ্ন উৎপাদন ক'রে দিলে! আর কেমন ক'রেই বা তুই সেই দৃঢ় শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রে সেই অন্ধকারময় গিরিগুহা হ'তে উদ্ধার লাভ কর্‌লি! কোন্ পতঙ্গের অসময়ে এমন পক্ষোদ্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল যে, তোর বন্ধন ছিন্ন ক'রে দিয়ে নিজে প্রজ্বলিত অনলের মধ্যে ঝম্প প্রদান কর্‌তে দ্বিধা বোধ কর্‌লে না ? [উচ্চৈঃস্বরে] শিষ্যগণ!

শিষ্যগণের প্রবেশ।

শিষ্যগণ। আদেশ, গুরুদেব ?

ভৈরব। আজ আমার মহাসর্ব্বনাশ ঘটেছে। দুরাত্মা সুরথসিংহ রঞ্জিতাকে নিয়ে পলায়ন করেছে।

১ম শিষ্য। সুরথসিংহ যে পর্ব্বতগহ্বরে বন্দী ছিল; কে তাকে মুক্ত ক'রে দিলে?

ভৈরব। সেইজন্যই আমি তোমাদিগে আহ্বান করেছি যে, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ আমার বজ্র আদেশ লঙ্ঘন ক'রে থাক; তা' হ'লে—তা হ'লে এই মুহূর্ত্তে আমার সম্মুখে সত্যকথা প্রকাশ ক'রে বল, নতুবা ভস্মীভূত হবার জন্য প্রস্তুত হ'যে দাঁড়াও।

শিষ্যগণ। [সভয়ে] আজ্ঞে, আমরা কিছু জানি না।

ভৈরব। ঠিক বল্‌ছ?

শিষ্যগণ। আজ্ঞে, ঠিক কথাই বল্‌ছি।

ভৈরব। আচ্ছা, কোন আগন্তুককে আজ এখানে দেখ্‌তে পেয়েছ?

১ম শিষ্য। কিছু পূর্ব্বে একটী লোককে যেন ঐ সম্মুখের বনপথ দিয়ে দ্রুতবেগে যেতে দেখ্‌লেম; আমিও তার পরিচয় জান্‌বার জন্য অনুসরণও কর্‌লেম, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হ'লেই আর তাকে দেখ্‌তে পেলেম না—গাঢ় অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যেন কোথায় মিশে গেল!

ভৈরব। হুঁ—বুঝ্‌তে পেরেছি, এ সেই ধূর্ত্ত উন্মত্তবেশী গোরা-চাঁদের কার্য্য। আচ্ছা থাক্, তাকেও একবার দেখ্‌তে হবে। শিষ্যগণ! আমি এখন আমার এই প্রতিহিংসা সাধনের জন্য পাঞ্চাল-রাজ্যে গমন কর্‌ব। যতদিনে কার্য্যশেষ না হয়, অর্থাৎ যতদিন সুরথসিংহকে পঞ্চত্ব পাইয়ে রঞ্জিতাকে পুনরায় আয়ত্ব কর্‌তে না পারি, ততদিন তোমরা এই আশ্রমে থেকে ভৈরবীর দৈনিক পূজা সমাধা কর্‌বে। আদেশ অপালন ক'রো না। আমি এখনি যাত্রা কর্‌ছি। [উদ্দেশ্যে] সুরথসিংহ—হতভাগ্য! তোর সর্ব্বনাশ কর্‌তে ভৈরবানন্দ আজ পাঞ্চালে যাত্রা কর্‌ছে। জয় মা তারা! জয় মা তারা!

[সশিষ্য প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বনপথ।

পূর্ণানন্দ স্বামীর প্রবেশ।

পূর্ণানন্দ। সংশয়ের বোঝা ল'য়ে
জীবনের বহুদিন কেটে গেল।
কত শাস্ত্র অধ্যয়ন, কত দেশ পর্য্যটন,
কত যোগী, কত মহা ঋষিগণে
হেরিলাম, সুধালাম কত,
কত জ্ঞান, কত বা চিন্তন
করিলাম অহর্নিশ নিভৃতে বসিয়া ;
কিন্তু তবু ত গেল না, হায়, মনের বিকার!
তবু ত গেল না মম ভ্রম-অন্ধকার!
ক্রমে আরো গাঢ় হ'তে গাঢ়তর
সংশয়-আঁধারে হায়, ডুবিতেছি যেন!
মূর্খ আমি, তাই বৃথা কাটাইনু দিন,
তাই সেই বিশ্ববিধাতার
বিশ্ব-রচনার নিগূঢ়-রহস্য
জানিবার তরে
ঘুরিলাম এতদিন ভবে।
অনন্ত রহস্যময় এ বিশ্ব-রচনা।
আমি কতটুকু—

কতটুকু ক্ষুদ্র জ্ঞান মম !
কতটুকু ক্ষুদ্র শক্তি মোর—
যে শক্তি প্রভাবে
এ অনন্ত রহস্যের পারি মীমাংসিতে !
ওই অণু পরমাণু ল'য়ে
যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন ধাতা,
যে হিমাদ্রি-চূড়া, যে মহাসাগর,
যে সূর্য্য চন্দ্রমা, গ্রহ উপগ্রহ,
যে নক্ষত্র বিরাজিত বিরাট আকাশ,
যে পুষ্প-উদ্যানরাজি, যে পাদপকুল,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম যেই কীটাবলি,
অগণিত পশু পক্ষী পতঙ্গ সকল,
ততোধিক উচ্চ সৃষ্টি মানবের মাঝে—
মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু আদি—
কতই সম্বন্ধ-সৃষ্টি মমতা-জড়িত !
ভাবিলাম হায় !
এই সব কেন সৃষ্টি ?   কিবা প্রয়োজন ?
অথবা কি সবই ভ্রম—
ভ্রমাত্মক এ বিশ্ব-সংসার,
কিংবা কি এ তন্দ্রাঘোরে অলীক স্বপন ?
কিংবা কি এ মস্তিষ্কের উন্মাদ-কল্পনা ?
কি বুঝিব ? কে বুঝাবে ? কে বুঝাতে পারে ?
একটী বালুকা-কণা ধরি'
স্থিরচিত্তে চিন্তি যদি কভু,—

কেমনে বা কোথা হ'তে হেন
কণা রূপে রাশি রাশি হইল সম্ভূত ?
একটি কুসুম ল'য়ে চিন্তি যদি তায়,
কেমনে এ নয়ন-রঞ্জন
অসীম সৌন্দর্য্যময় চিত্ত-বিনোদন,
বিকশিলা তরু-পত্র কোলে ?
পারি কি করিতে তার
অনুমাত্র রহস্য উদ্ভেদ ?
অসীম অনন্ত সেই পরম পুরুষ,
কি উদ্দেশ্য সাধনের তরে,
কি লীলা বা করিতে প্রকাশ,
সৃজিলেন এ অনন্ত বিরাট ব্রহ্মাণ্ড,
ক্ষুদ্র জীব আমি, কেমনে এ ক্ষুদ্র মনে
করিব সে বিরাট কল্পনা ?
কি কার্য্য বা সে তত্ত্ব বিচারে ?
এ সংসারে এসেছি যখন,
সত্য হ'ক্—মিথ্যা হ'ক্—
ভ্রমজ্ঞানেই বুঝে থাকি যদি, 'এসেছি যখন।'
তখন সেই ভ্রম-বুদ্ধি বলে
আপন অস্তিত্ব প্রতি রাখিয়ে বিশ্বাস,
ভেসে যাব ভক্তির প্লাবনে।
চাহি না সোহং বুদ্ধি বেদান্ত-বিবেক,
প্রাণাধিক প্রিয়তম জ্ঞানে
বসাব তাহারে আনি হৃদয়-আসনে,

পিপাসু এ প্রাণ যাহা চায়,
সেই নিত্য নবীন সুন্দর—
নীল নটবর মূর্ত্তি, কান্তি সমুজ্জ্বল,
তাঁরই পায়ে ঢেলে দেবো সর্ব্বস্ব আমার,
তারই প্রেমে গ'লে যাব আত্মহারা হ'য়ে ।
তারই নাম উচ্চারিব দু'বাহু তুলিয়ে ।
তারই প্রেম পীযূষপূরিত গাথা গাব উচ্চৈঃস্বরে ।
জয় হরে মুরারে মধুকৈটভারে ।
জয় হরে মুরারে মধুকৈটভারে ।

হাস্যমুখে দয়ালচাঁদের প্রবেশ ।

দয়াল । এই যে ক্ষ্যাপা বাবাজীটেকে এদ্দিন পরে দেখ্‌তে পেয়েছি । এদ্দিন্ কম্‌নে ছিলি, বল্ দিকি নি ?

পূর্ণানন্দ । কেও—দয়াল ? তুই এই বনে কেমন ক'রে এলি ?

দয়াল । কেন ? পা নাই ?

পূর্ণানন্দ । কেন এলি ?

দয়াল । সখ্ হ'ল ।

পূর্ণানন্দ । এমন নিবিড় বন, ভয় হ'ল না ?

দয়াল । ইঃ—আমার আবার ভয় ! বনে জঙ্গলে, জলে আগুনে, কোনখানেই আমার ভয় নাই । তুই এদ্দিন কোথায় ঘুর্‌লি, বল্ ত ?

পূর্ণানন্দ । ঘুর্‌লেম ত কত জায়গায়, কিন্তু ঘুর্‌লে কি হবে ? যে জন্য ঘোরা, তার কিছুই হ'ল না । কেবল ঘোরাঘুরিই সার হ'ল ।

দয়াল । কেন এমন ঘুরে মরিস্ বল্‌ত দেখি ? ঐ ত তোর ক্ষ্যাপামি । সাধে কি ক্ষ্যাপা বাবাজী বলি ! বেশ ত ছিলি তখন, হরিনাম কর্‌তিস্,

আর আমায় পেট ভ'রে সন্দেশ খাওয়াতিস্, বেড়ে মজা চল্‌ছিল। এর মধ্যে কোত্থেকে তোর মাথাটা অমন বিগ্‌ড়ে গেল—অমনি সটাং। যাক্‌গে এখন থেকে আর ঘোরাঘুরি কর্‌বি নে ত ?

পূর্ণা। না, ঘোর ভেঙে গেছে, আর ঘোরাঘুরির দিকে যাচ্ছি নে।

দয়াল। তেম্‌নি ক'রে আমায় সন্দেশ খাওয়াবি ত ?

পূর্ণানন্দ। হাঁ দয়াল, চল্ পাঞ্চালে গিয়ে আবার তোরে সন্দেশ খাওয়াব। তোকে খাওয়ালে যেন কেমন একটা তৃপ্তি আস্‌ত ; সে তৃপ্তি, সে আনন্দ, সে সুখ কৈ, আর ত কোথায় পেলেম না রে, দয়াল !

দয়াল। তা পাবি কেন ? আমাকে যে তখন তুই কত ভাল-বাস্‌তিস্, কাজেই অমন সুখ পেতিস্। এখন আবার বাস্‌বি ত ?

পূর্ণানন্দ। তোকে দেখ্‌লেই ভাল না বেসে থাকা যায় না। তোর মায়া কাটাতে পার্‌লেম না ব'লেই ত আবার ফিরে এলেম।

দয়াল। বেশ করেছিস্, এইবার আর আমাকে ছেড়ে কোথায়ও পালাস্ নে। তোর জন্যে আমারও মনটা কেমন কর্‌ত। তোকে আমি খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হ'য়ে গিয়েছি। এখন চল্ যাই, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। [পূর্ণানন্দের হাত ধরিয়া গীতিকণ্ঠে অগ্রসর]

গান।

চল্ ঘরের ছেলে যাই ঘরে ফিরে।
মিছে বেড়াস্ নে রে আর ঘুরে-ফিরে ॥
ঘুরে ঘুরে হ'ল কেবল রে ঘোরাঘুরি সার,
(এবার) ঠিক্ হ'য়ে ঠিক্ ব'সে থাক্ না বেঠিক্ হ'স্ নে আর,
সব ফেলে যে মরে ঘুরে তার মত পাগল বলত আছে কি রে।
ঘরেতে যার মন টেকে না কেবল বাইরে বাইরে রয়,
সে ঘরও হারায়, পরও হারায়, শেষে নাকালের শেষ হয়,
(তোর) ঘরের ভেতর সবই আছে, চেয়ে দেখ্ না কেন ফিরে ॥

পূর্ণা। [চক্ষু বুজিয়া তন্ময়ভাবে] তাই ত আছে রে দয়াল, আমার ঘরের মধ্যে ত সবই আছে রে! ঐ যে—ঐ যে দয়ালচাঁদ কৃষ্ণ আমার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে নূপুর পায়ে নৃত্য করছেন, ঐ যে প্রেমের কৃষ্ণ আমার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাধানামে সাধা মধুর মুরলী ধ্বনি করছেন—সবই ত আছে রে! তবে আমি এমন ঘর ছেড়ে কোথায় ঘুরে ঘুরে মরতে গিয়েছিলেম! আর যাব না—আর ঘর ছেড়ে এক পাও কোথায় নড়্‌ব না। আহা হা, কি মধুর মধুরতর দৃশ্য রে! ঐ যে অলকা-তিলকাঙ্কিত বনমালা গলে বনমালী আমার কদম্বমূলে বাঁকা হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কৃষ্ণ! প্রেমময় কৃষ্ণ! প্রাণময় কৃষ্ণ! প্রাণাধিক কৃষ্ণ! কি ব'লে—কি ভাবে ডাকলে যে প্রাণের পিপাসা নিবৃত্তি হয়, তা'ত বুঝে উঠ্‌তে পারছি নে। রাখাল হ'য়ে সখা ব'লে ডাকব, না শুক-সারী হ'য়ে ঐ মধুর বুলি গান ক'রে বেড়াব? কিংবা যশোমতী হ'য়ে ক্ষীর সর নবনী আঁচলে বেঁধে নীলমণি ব'লে ডেকে কোলে তুলে নেব? অথবা মনের মধ্যে রাধা হ'য়ে ঐ প্রেমের তরঙ্গে মিশে এক হ'য়ে যাব? আহা হা হা!

দয়াল। দেখ্‌তে দেখি ক্ষ্যাপা, তোর ঘরের মধ্যে ব'সেই সব পাচ্ছিস কি না?

পূর্ণানন্দ। পাচ্ছি দয়াল! পাচ্ছি, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাবে না ত? পাখী হ'য়ে পিঞ্জর ভেঙ্গে উড়ে যাবে না ত? বাতাস হ'য়ে ছিদ্র পথে বেরিয়ে যাবে না ত? আয় ত দেখি দয়াল! দুইজনে মিলে ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ ক'রে দি, নইলে যে চ'লে যাবে—নইলে যে পাগল ক'রে দিয়ে পালিয়ে যাবে! ও যে বড় পাগল ক'রে দেয় রে, বড় পাগল ক'রে দেয়! বৃন্দাবনে একদিন গোপীদের পাগল ক'রে দিয়েছিল, রাখালদের পাগল ক'রে ছেড়েছিল, নন্দ যশোদাকে পাগল ক'রে দিয়ে-

ছিল। তাই ত বল্‌ছি, আর ঐ পাগল-করা কেলেসোণাকে প্রেমের ডুরী দিয়ে শক্ত ক'রে বেঁধে রাখি। আহা হা, ঐ যে বাঁশী আবার বেজে উঠ্‌ল! বাজাও—বাজাও কৃষ্ণ। বাজাও বাজাও সখা! তেম্‌নি ক'রে হেলে দুলে তোমার মোহন-বাঁশী বাজাও, যে বাঁশীতে গোকুল আকুল ক'রে তুলেছিলে, কালিন্দী উজান বইয়েছিলে, সেই বাঁশী বাজাও, কালাচাঁদ! আমি রাধা হ'য়ে উধাও হ'য়ে তোমার কাছে ছুটে যাই।

দয়াল। দেখ্‌ ক্ষ্যাপা! আমি তোকে তেম্‌নি ক'রে বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে শুনাব, তুই আমাকে পেট ভ'রে সন্দেশ খেতে দিস্‌।

গান।

ঠিক্‌ তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে বাঁশী বাজাব।
তেম্‌নি ক'রে নেচে নেচে তোর মন মজাব॥
কদম গাছের ডালে ব'সে, দুল্‌ব কেমন হেসে হেসে,
(তেম্‌নি) খেল্‌ব খেলা রাখাল সেজে (আমি) ধেনু চরাব॥
বাঁশী বাজ্‌বে রাধা রাধা, আস্‌বে শুনে প্রাণের আধা,
ঠিক্‌ তেম্‌নি পায়ে ধ'রে সাধা (আমি) সেধে দেখাব॥

[নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

পূর্ণানন্দ। [আত্মহারা হইয়া] আহা হা কি দেখ্‌লেম রে, কি শুন্‌লেম রে, কি হ'যে গেলেম রে! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! দাঁড়াও—দাঁড়াও।

[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজ-কক্ষ।

পারিষদ্‌গণ পরিবেষ্টিত উদ্‌ভ্রান্তবৎ পুরঞ্জনের প্রবেশ।

পুর। দাও—দাও তোমরা আমায় একবার ছেড়ে দাও, আমি একবারটী গিয়ে বাইরের আলোটা দেখে আস্‌বে, আর এ অন্দরে থেকে থেকে নিঃশ্বাস বন্ধ হ'যে মারা যেতে পারি না।

১ম পা। কি সর্ব্বনাশের কথা—মহারাজ! তাকি হয়? বাইরের আলো গায়ে লাগ্‌লে আর কি রক্ষা আছে? একবারে অসুখ বেড়ে উঠ্‌বে যে!

পুর। কি অসুখ? আমি ত কোন অসুখই আমার বুঝ্‌তে পারি না। তবে তোমরা কেন এরূপ আমাকে অসুখ ব'লে জ্বালাতন ক'রে মার।

১ম পা। ঐ ত ও রোগের লক্ষণ, মস্ত অসুখ—মহারাজ! নিজে কিছুতেই বুঝে উঠা যায় না যে, কোন অসুখ আছে কি না।

পুর। দেখ, দেখ তোমাদের আমি কাতর অনুনয় ক'রে বল্‌ছি, আমাকে তোমরা একবারটী দু-দণ্ডের জন্য ছেড়ে দাও, আমি গিয়ে বাইরটা একবার ঘুরে আসি।

১ম পা। তা হ'লে কি আর ছোটরাণী আমাদের ঘাড়ে মাথা রাখ্‌তে দেবেন?

পুর। আমি রাজা—আমার আদেশ তোমরা পালন কর্‌বে না?

১ম পা। আপনি কি এখন প্রকৃতিস্থ আছেন, মহারাজ! যে,

আপনার আদেশ পালন করব? আপনার রোগই ত ঐ মস্তিষ্কে, কবিরাজ বিশেষ সাবধানে রাখ্‌তে ব'লেছেন।

পুর। [স্বগত] আঁ্যা! সত্যই কি আমি উন্মাদ রোগ-গ্রস্ত? সত্যই কি আমি নিজের রোগ নিজে বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে? এই যে বাইরে যেতে চাচ্ছি, এও কি তবে সেই রোগেরই একটা লক্ষণ? এই যে কাতর প্রজাগণের আর্ত্তনাদ এসে আমার বধির কর্ণে প্রবেশ কর্‌ছে, এও কি আমার রোগের ক্রিয়া? এই যে গত নিশা শেষে স্বপ্নে পিঙ্গলার সেই ভীমা রাক্ষসী মূর্ত্তি দেখ্‌লেম, আর দেখ্‌লেম যে, ঐ পিঙ্গলা আমাকে মেরে ফেল্‌বার জন্য আমার টুঁটি টিপে ধরেছে, এবং স্বহস্তে আগুন জেলে আমার পাঞ্চাল-রাজ্যকে শ্মশান ক'রে দিয়েছে, এ স্বপ্ন দেখাও কি আমার একটা রোগের বিকার? আবার সেই গোরাচাঁদ এসে পিঙ্গলার ষড়্‌যন্ত্রের কথা, বীরসেনের কারাবাসের কথা যে সব ব'লে গেল, এ সবই কি তবে আমার রোগের ক্রিয়া? কি বুঝ্‌ব আমি? কে বুঝিয়ে দেবে আমাকে—আমি প্রকৃতিস্থ—নীরোগ? হায়! হায়! এ সমস্যা আমার কে মীমাংসা ক'রে দেবে? এ সংশয় আমার কে ভেঙে দেবে?

১ম পা। ঐ আবার মহারাজের সেই শুভভাব এসেছে।

পুর। না, আমার কোন ভাবই আসে নাই। তোমরা বৃথা আমাকে জ্বালাতন করছ! এই যে আমি আমার নিজের অবস্থা বেশ ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

১ম পারি। আপনার মাথার অসুখ কি না, তাই ও সব প্রলাপ বক্‌ছেন।

পুর। আচ্ছা বেশ! তাই যদি—আমি অসুস্থই যদি, তবে আমার অসুখের সময়ে আমার পুত্রেরা আমার কাছে আসে না কেন? ছোট-রাণীকেই বা দেখ্‌তে পাই না কেন?

১ম পা। এ সময়ে মহারাজের কাছে স্ত্রী-পুত্র থাকতে দেওয়া চিকিৎসকের নিষেধ আছে।

পুর। এরূপ চিকিৎসার প্রণালী তোমাদের মুখে এই নূতন শুনলেম। অসুখের সময় রোগীর কাছে তার আত্মীয়-স্বজন থাকবে বরং তাতে রোগের অনেক শান্তি হয়।

১ম পা। সে রোগবিশেষে, এ রোগের ব্যবস্থা এইরূপই।

পুর। আচ্ছা, প্রেমচাঁদকে একবার ডেকে আনতে পার ?

১ম পা। সে হুকুম নাই।

পুর। কার হুকুম নাই ?

১ম পা। ছোট রাণী-মায়ের।

পুর। সে হুকুম থেকে কি আমার হুকুম বড় নয় ?

১ম পা। আজ্ঞে একদিন ছিল, এখন আর নয়।

পুর। এখন নয় কেন ?

১ম পা। এখন তিনিই রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।

পুর। তিনি কে ? পিঙ্গলা ?

১ম পা। আজ্ঞে।

পুর। কেন যুবরাজ বীরসেন বর্ত্তমান থাকতে পিঙ্গলা রাজ্যভার গ্রহণ করেন কেন ?

১ম পা। সে কথা আমরা জানি না।

পুর। হুঁ, বুঝতে পেরেছি, তবে প্রকারান্তরে আমি এখন বন্দী !

১ম পা। আপনি বেশি কথা বলবেন না, ওতে বায়ু বৃদ্ধি হয়।

পুর। হো: নারী ! কি ভীষণা তুই !

১ম পা। [মদ্যপাত্র ধরিয়া] মহারাজ ! এই পাত্রটা পান ক'রে দেখুন ত ; তা হ'লে প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হবে।

পুর। দূর হ,—পিশাচ। আমার সম্মুখ থেকে তোরা দূর হ'য়ে যা। তোদের পৈশাচিক মূর্ত্তি দেখ্‌তে আর ভাল লাগে না। তোরা আমারি অন্নে পুষ্ট হ'য়ে এতদিন ব'সে আমারি সর্ব্বনাশ করেছিস্, দিবারাত্র সুরার স্রোতে ডুবিয়ে রেখে আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও মাথা তুলে কোন দিকে চাইতে দিস্ নাই; আমার সোণার রাজ্যকে শ্মশান করেছিস্, আমার ধর্ম্মরাজ্যকে মহানরকে পরিণত করেছিস্। আজ যদি একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বাধীনতা আমার ফিরিয়ে পাই, তা হ'লে— তা হ'লে নরপিশাচ কৃতঘ্ন কুক্কুরের দল! তোদের হাড় মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেল্‌তাম। রাক্ষসী পিঙ্গলা! তুইই আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লি—হো—হো—হো। [যন্ত্রণা প্রকাশ]

নেপথ্যে গোরাচাঁদ।

গোরাচাঁদ।— গান।

কাল্ ঘুম কি ভাঙ্‌লো এবার তোর।
(ছিলি) বিলাসের বিছানায় শুয়ে নেশাতে হ'য়ে বিভোর॥
মোহ-তন্দ্রায় অভিভূত, ছিলি রে জীবন্তে মৃত,
(হ'য়ে) কামিনী-কাঞ্চনে রত, সারা জীবন কর্‌লি রে ভোর।
(তোর) সোণার রাজ্য নিলে লুঠে, ঐ বাস্তুঘুঘুর দল জুটে,
দ্বিজ আমার বলে জাগ্‌লি বটে, (কিন্তু) কাট্‌ল না ত চোখের ঘোর॥

পুর। ঐ গোরাচাঁদের সঞ্জীবন-সঙ্গীত—যে সঙ্গীতে আমার অন্ধ-চক্ষুতে দৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত হ'য়েছে, যে সঙ্গীতে আমার মোহের গাঢ় আবরণ অপসৃত হয়েছে, হায়! হায়! সময় থাকৃতে—দিন থাক্‌তে এ চক্ষু কেন ফোটে নাই রে! অনেকবার এসে ঐ গোরাচাঁদ আমার অন্ধ-চক্ষু ফুটিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হায়! তখন ঐ সুধাকণ্ঠ আমার কর্ণে বিষবৎ বোধ হয়েছিল।

বেগে পিঙ্গলার প্রবেশ।

পিঙ্গলা। আর আজ? আর আজ বুঝি গোবাচাঁদের বাক্য তোমার কাণে বেদ-বাক্য ব'লে বোধ হচ্ছে? [পারিষদগণের প্রতি] তোমরা কর্‌ছ কি? কথা বল্‌তে দিচ্ছ কেন? দেখ্‌ছ না, রোগ যে ক্রমে বেড়ে উঠ্‌ছে।

পুর। [সভয়ে] ঐ ঐ সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী—যে মূর্ত্তি রাত্রিশেষে এসে আমার স্বপ্নঘোরে দেখা দিয়েছিল—কি ভীষণা! কি ভয়ঙ্করী!

[উভয় করতলে চক্ষুর্দ্বয় আচ্ছাদন]

পিঙ্গলা। চুপ্, কোন কথা ব'লো না।

পুর। আকাশ! তোর ঐ বিশাল বুক থেকে একটা বজ্র ফেলে দে ত দেখি, দেখি ঐ রাক্ষসীর মাথাটা ফেটে চৌচির হ'য়ে যায় নাকি? হায় কমলাদেবী! পতিব্রতে! তোমার দীর্ঘনিঃশ্বাসের ফল এত দিনে আরব্ধ হ'ল। পুণ্যবতি! তোমার অশ্রুধারা এতদিনে বাড়বাগ্নির মত জ্ব'লে উঠ্‌ল।

পিঙ্গলা। সাবধান রাজা! নীরব থাক।

পুর। নীরব? নীরব ব'লে নীরব! তোর মোহন-মন্ত্রে জড়ীভূত হ'য়ে এতদিন জড়ের ন্যায় নীরবই ত ছিলাম। তোর ঐ অনন্ত সৌন্দর্য্যের অনল-প্রবাহে পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়্‌ব ব'লে এতদিন ত নীরবেই ছিলাম। রাক্ষসি! এখনও বলিস্ নীরব? এতদিনে যে মুখ ফুটেছে, এতদিনে যে চোখ ফুটেছে, এতদিনে যে ঘুম ভেঙেছে, এখনও নীরব! তুই আমার অমন সতী-সাবিত্রীকে সংসারত্যাগিনী করেছিস্, তুই আমার পুত্র বীরসেনকে কারারুদ্ধ করেছিস্, তুই আমাকে একটা শক্তিহীন জড়পদার্থ ক'রে ছেড়েছিস্, তুই আমাকে অবশেষে পাগল সাজিয়ে নিজে রাজ্যেশ্বরী হয়েছিস্,—তবুও নীরব? একবার যা ত দেখি রাক্ষসি, একবার

যা ত দেখি, পিশাচি! সংসারটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখে আয় ত দেখি, জগতে আর তোর মত জোড়া মেলে কি না! কি বল্‌ব যে, আমি এখন অসহায়! নতুবা—

পিঙ্গলা। নতুবা পিঙ্গলাকে একবার দেখ্‌তে-নয়? হা মূর্খ রাজা! তোমার মত শত শত রাজাকে পিঙ্গলা তৃণখণ্ডের ন্যায় শতখণ্ডে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারে। তুমি কি চিনেছ আমাকে? কতটুকু চিনেছ আমাকে? কতটুকু পরিচয় পেয়েছ আমার? এ পিঙ্গলা কত ভীষণা—কত ভয়ঙ্করী, তা' তুমি এখনও কিছুমাত্র জান্‌তে পার নি, রাজা! তোমার জীবন-মরণ এখন সম্পূর্ণ আমার হাতে, তুমি তা জান? তুমি এখন আমার হাতের পুতুল, ইচ্ছা কর্‌লে কবে তোমার অস্তিত্ব পৃথিবী হ'তে মুছে ফেলে দিতেম! কেন তা' করি নি এখনো, জান? গূঢ় কারণ আছে। প্রয়োজন হ'লে, তখন দেখ্‌বে পিঙ্গলা কি ভীষণা! কি ভয়ঙ্করী!

পুর। তাই কর্, রাক্ষসি! আজ তুই তাই কর্, এই আমি তোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম, তুই আমার ঘাড়টা মট্ ক'রে ভেঙে সেই রুধির ধারা পান কর্, কিংবা এই আগুন-পোরা বুকটা চিরে ফেলে, আমার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে তোর জঠরানল নির্ব্বাণ কর্। সে-ও ভাল—সে-ও আমার পক্ষে এখন শ্রেয়স্কর। নতুবা তিল তিল ক'রে আমাকে দ'গ্ধে দ'গ্ধে মারিস্ নে, সে মৃত্যুতে বড় যন্ত্রণা—বড় কষ্ট! আর তাও যদি না করিস, তবে আর এক কাজ কর্; যে মন্ত্রে আমাকে জড়ীভূত করে-ছিলি, যে মন্ত্র-প্রভাবে আমাকে এতদিন বিলাসের কোলে শুইয়ে বিভোর ক'রে রেখেছিলি, যে রূপের ফাঁদ পেতে আমাকে এতদিন পাখীর মত পুষে রেখেছিলি, তাই কর—তাই কর্, কুহকিনি! তাই কর্, আবার আমাকে সব ভুলিয়ে দে, রাজত্ব প্রভুত্ব, প্রজা পুত্র কন্যা সব ভুলিয়ে দে।

আর যেন জাগ্‌তে হয় না, আর যেন সে ঘুম না ভাঙে। আয় পিঙ্গলা; সেইরূপ ভুবনমোহিনী সুন্দরী সেজে আমার সম্মুখে এসে প্রেমের ভাণ্ডার খুলে দাঁড়া। আমি তাতেই ম'জে থাকি, আমি তাতেই বিভোর হ'য়ে থাকি, আমি তাতেই ডুবে থাকি। নতুবা—এ জাগরণ—এ জাগরণ আমার জাগরণ নয়, মৃত্যু—মৃত্যু—ভীষণ মর্ম্মভেদী মৃত্যু!

পিঙ্গলা। মূর্খ রাজা! এখন অনুতাপে লাভ কি? সে বুঝ্‌বার দিন, সে চিন্তা কর্‌বার দিন তোমার বহুদিন হ'ল চ'লে গেছে। যেদিন শূরসেনকে কোলে পেয়েছি, সেইদিন হ'তে পিঙ্গলা তার ভবিষ্যৎ পথ পরিষ্কার কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আমার গর্ভে যদি শূরসেন না জন্মাত, তা হ'লে বোধ হয়, এতদূর কর্‌তেম কি না সন্দেহ ছিল; কিন্তু আমি বেঁচে থাক্‌তে আমার সপত্নী পুত্র রাজছত্র গ্রহণ কর্‌বে, আর শূরসেন তার আজ্ঞাকারী ভৃত্য হ'য়ে থাক্‌বে, তা কি কখন চ'ক্ষে দেখে সহ্য কর্‌তে পারি? তা কি কখনো কল্পনায় আন্‌তে পারি? তাই—তাই নির্ব্বোধ রাজা! তোমাকে পূর্ব্ব হ'তে যন্ত্র-পুত্তলিকা ক'রে রেখেছি; তাই গুপ্তভাবে রঞ্জিতাকে হরণ করিয়ে তোমার মনে তার প্রতি একটা দারুণ ঘৃণা এনে দিয়েছি; তাই বীরসেনকে কৌশলে কারা-রুদ্ধ ক'রে রেখেছি; সেনাপতি নিরুদ্দেশ ছিল, রঞ্জিতাকে নিয়ে রাজ্যে ফিরেছে, তাকেও ধ্বংস কর্‌বার জন্য কৌশল-জাল বিস্তার কর্‌ছি, শীঘ্রই সে জালে তাকে জড়াতে হবেই। শুন্‌লে মূর্খ রাজা! পিঙ্গলার উদ্দেশ্য? শুন্‌লে নির্ব্বোধ রাজা! পিঙ্গলা নারীর বুদ্ধির দৌড় কত দূর? রাজা! শুধু এ একটা উদ্দেশ্য নয়—শুধু এ একটা কল্পনার অবাস্তব হর্ম্ম্য রচনা নয়; দেখ্‌বে রাজা! দেখ্‌বে আমার এই উদ্দেশ্যকে, এই কল্পনাকে আমি অক্ষরে অক্ষরে সার্থক কর্‌ব। সে উদ্দেশ্য, সে কল্পনাকে সফল কর্‌তে হ'লে, যা কিছু প্রয়োজন হবে, পিঙ্গলারাণী সে

সমস্ত করবার জন্য কিঞ্চিৎ মাত্রও পশ্চাৎপদ হবে না। যে বিশ্ব-গ্রাসিনী ক্ষুধা নিয়ে পিঙ্গলা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে ক্ষুধার উপশান্তি কর্‌তে হ'লে জানি আমি, অনেক রুধির-স্রোতে আমাকে ঝাঁপ দিতে হবে, জানি আমি, অনেক বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা কর্‌তে হবে, এমন কি হয় ত তুমিও তা' হ'তে অব্যাহতি লাভ কর্‌তে পাব্‌বে না। তবুও এ পিঙ্গলা তাতে দৃক্‌পাত কর্‌বে না, সে নৃশংস ব্যাপার সাধন কর্‌তে পিঙ্গলার একটী কেশও তখন কেঁপে উঠ্‌বে না। দেখ্‌বে, সেই কার্য্য-ক্ষেত্রে দাবাগ্নির মত জ্ব'লে উঠ্‌ব, প্রলয়-মেঘের মত গর্জ্জে উঠ্‌ব, ধূমকেতুর মত ছুটব। বুঝলে রাজা! তোমাকে অগ্রে অনেকটা খুলেই ব'লে ফেল্‌লাম।

পুর। হা ভগবন্! এই তোমার নারী-সৃষ্টি? এই তোমার রমণী-চিত্র? এই তোমার নারীর কমনীয়তা সঙ্কলন? এই এক নারীর আদর্শে সংসার যে তোমার অনেক বিষধরীতে ছেয়ে ফেল্‌বে। দাও ভগবন্! একটা মহা প্রলয়ের তরঙ্গোচ্ছ্বাস এনে দাও, তোমার এই সৃষ্টিগুলোকে ধুয়ে-মুছে নিয়ে চ'লে যাক্। দাও ভগবন্! একটা ভীষণ ভূমিকম্প এনে দাও, তোমার এই সৃষ্টির কলঙ্ককে রসাতলে নিয়ে চ'লে যাক্। আর তা' যদি না কর, তবে জান্‌ব, তবে বুঝ্‌ব যে, তুমি নাই, কেবল কোন্ সৃষ্টির প্রথম প্রত্যুষ সময় হ'তে একটা কল্পিত নাম লোকের মুখে মুখে শব্দিত হচ্ছে মাত্র।

পিঙ্গলা। তাই রাজা! তাই, ভগবান্ ব'লে যথার্থই কেউ নাই। মানুষ, তার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে; যে প্রকৃত চেষ্টা-সেই তার আকাঙ্ক্ষার পূরণ কর্‌তে পারে, আর যে সেই কল্পিত দেবের মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চেষ্ট প'ড়ে থাকে, সেই পদে পদে বিপন্ন হয়। এ পৃথিবী দুর্ব্বলের জন্য নয়—সবলের জন্য, এখানে দুর্ব্বলে সবলে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ—এ-ই সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম।

বেগে দুর্দ্দান্তসিংহের প্রবেশ।

দুর্দ্দান্ত। মহারাণী! মহারাণী!

পিঙ্গলা। কি দুর্দ্দান্ত, এত ব্যস্তভাবে কেন?

দুর্দ্দান্ত। সেনাপতি সুরথসিংহ সৈন্য-শিবিরে প্রবেশ ক'রে জ্বলন্ত ভাষায় মহারাণীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্‌তে সৈন্যগণকে উত্তেজিত কর্‌ছে। কি উপায় করা যাবে?

পিঙ্গলা। হুঁ—পিঁপ্‌ড়ের পাখা মর্‌বে ব'লেই উঠে থাকে। চল দুর্দ্দান্ত, আমি এখনি তা'র প্রতিবিধান কর্‌ছি। আর তোমরা, [পারিষদ-গণের প্রতি] এখনি—[রাজাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে ইঙ্গিত]

[প্রস্থান।

১ম পা। আসুন, মহারাজ। আপনার জন্য কবিরাজ সুবর্ণ-শৃঙ্খলের ব্যবস্থা করেছে, তাই পরিয়ে দিই।

পুর। একখানা অস্ত্র পাই না? একখানা অস্ত্র আমাকে ভিক্ষা দেয়, এমন কি কেউ আমার এখানে নাই রে! না না—সত্যই ত আমার আর আমার বল্‌তে এখন বোধ হয় কেউ নাই! আমার সবই ছিল, কিন্তু নিজের দোষে সে সবই হারিয়ে ফেলেছি—ঐ কুহকিনী রাক্ষসী সবই আমার কেড়ে নিয়েছে। কে ছিল না আমার? পতিব্রতা পত্নী ছিল, তাকে ঐ মায়াবিনীর মোহন-মন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়েই ত পরিত্যাগ করেছি! কে ছিল না আমার? বীরসেন পুত্র ছিল, তাকেও ঐ চণ্ডালিনী কারারুদ্ধ করেছে, কখন হয় ত তাকে হত্যা ক'রে ফেল্‌বে। কে ছিল না আমার? প্রভুভক্ত সেনাপতি সুরথসিংহ ছিল, তাকেও ধ্বংস কর্‌তে পিশাচিনী বেগে ছুটে গেছে। আজ আমি পাঞ্চাল-রাজ্যের রাজা হ'য়ে আমারই স্ত্রীর আদেশে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'তে যাচ্ছি। জগৎ-সংসার! আমাকে দেখে শিক্ষালাভ কর। আর নারীকে কেউ বিশ্বাস

ক'রো না, আর কেউ কখনো নারীর প্রেমে ম'জে আমার মত পরিণাম-ফলভোগ ক'রো না—আর দুগ্ধদানে কালসর্পীকে গৃহে পুষে তার তীব্র দংশনে আমার মত কেহ যেন জর্জ্জরিত হ'য়ো না।

নেপথ্যে গোরাচাঁদ।

গোরাচাঁদ।— গান।

ও ত সুধা নয় রে বিষম হলাহল।
সুধাভ্রমে করিলে পান বিষে জ্বল্‌তে হয় কেবল॥

পুর। ঐ সেই গোরাচাঁদের সঞ্জীবন-সুধাধারা আবার বর্ষিত হচ্ছে।

গোরাচাঁদ।— [পূর্ব্বগীতাংশ]

ওরা রূপের আলোয় আলো ক'রে রেখেছে সংসার,
তাতে কত পতঙ্গ উড়ে এসে পুড়ে মর্‌ছে অনিবার,
কত সোণার সংসার শ্মশান করে জ্বেলে ওরা রূপের অনল॥

পুর। হায়! হায়! কেন তখন বুঝ্‌তে পারি নাই?

গোরাচাঁদ।— [পূর্ব্বগীতাংশ]

বুঝ্‌বে কি হায়, বুঝ্‌বে তখন ছিল কি সে জ্ঞান,
ঐ রূপের নেশায় বিভোর হ'য়ে ছিলে যে অজ্ঞান,
এখন জীবন ভ'রে কর গে ভোগ সেই নিজ কর্ম্মের ফলাফল॥

পুর। কি প্রায়শ্চিত্ত আছে, গোরাচাঁদ! একবার আমায় দয়া ক'রে ব'লে দাও।

গোরাচাঁদ।— [পূর্ব্বগীতাবশেষ]

প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে যদি (তবে), চিত্ত কর স্থির,
পোড় অনুতাপের তুষানলে, না হ'য়ে অস্থির,
চল ফকীর সেজে তাঁরি খোঁজে, তিনি দেবেন্ প্রাণে নব বল॥

[প্রস্থান।

১ম পা। আর মিছেমিছি পাগলের গান শুন্‌লে এখন কি হবে? এখন চলুন—এই শৃঙ্খল প'রে কারাগারে চলুন। সেখানে পিতা-পুত্রে মিলে সুখ-দুঃখের রোমন্থন কর্‌বেন। [পুরঞ্জনকে শৃঙ্খলাবদ্ধকরণ]

পুর। কর—কর, বিদ্রূপ কর—গায়ে ধূলি নিক্ষেপ কর, কিছুতেই আর দৃক্‌পাত কর্‌ব না। শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে এখন যেখানে নিতে ইচ্ছা, নিয়ে চল, বরং একবার নগরের পথ দিয়ে আমাকে এই ভাবে নিয়ে চল, আর উচ্চৈঃস্বরে বল্‌তে বল্‌তে যাও যে, এই দেখ নগরবাসিগণ! মহাপাপী পুরঞ্জনের পরিণাম কেমন সুন্দর! তা' হ'লে অনেকের চোখ ফুট্‌বে—অনেকের ধাঁধা ভেঙ্গে যাবে—অনেকের মোহ কেটে যাবে।

১ম পা। আমাদের কিন্তু একটা দুঃখ থেকে গেল এই যে, আর মহারাজের সঙ্গে ব'সে তেমনধারা সুরার স্রোতে ভেসে বেড়াতে পার্‌ব না, তেমনধারা গজলও আর শুন্‌তে পাওয়া যাবে না; তাই ভেবেই আমরা দুঃখে ম'রে যাচ্ছি।

পুর। পিশাচগণ! একদিন তোদেরও ঐ পাপচক্ষু ফুট্‌বে, সেই-দিন আমার প্রাণের যন্ত্রণা তোরাও হাড়ে হাড়ে অনুভব কর্‌তে থাক্‌বি। একদিন তোদের ঐ পাষাণ-চক্ষু ফেটে অজস্র ধারায় অশ্রুধারা বিগলিত হবে। ভগবানের রাজ্যে কখনও পাপীর দণ্ড না হ'য়ে যায় না।

১ম পা। নিন্, সে দেখা যাবে তখন, এখন আসুন্ দেখি।

পুর। যাই, কারাগারের অন্ধকারেই যাই, সেখানেই এখন আমার পক্ষে উপযুক্ত বাসস্থান, সেই অন্ধকারেই ডুবে থাকি গে। উঃ—জগদীশ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক্।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সৈন্য-আবাস।

দুইদিকে সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান, মধ্যস্থলে সুরথসিংহ উত্তেজিত ভাবে অবস্থিতি।

সুরথ। জাগ, জাগ রাজভক্ত সৈন্যগণ!
জাগ একবার,
মেল আঁখি—চেয়ে দেখ ওই,
তোমাদের রাজা ভাসে বিপদ্-পাথারে।
যার অন্নে দেহ পুষ্ট করেছ সকলে,
যার জন্যে সুখে বাস করেছ পাঞ্চালে,
সেই রাজা পুত্র সহ আজি কারাগারে।
বিপদে আপদে যারে করিতে রক্ষণ
কঠোর সৈনিক বৃত্তি করেছ গ্রহণ,
সেই রাজা পুত্র সহ আজি কারাগারে।
যার পদে এ জীবন করেছ বিক্রয়,
যাহার কল্যাণে হয় রাজ্যের কল্যাণ,
সেই রাজা হের ঐ বিপদ্-পাথারে!
যদি প্রাণে রাজভক্তি থাকে সবাকার,
যদি প্রাণে ধর্ম্মভাব থাকে সঞ্জীবিত,
কর্ত্তব্য বিবেক-বুদ্ধি যদি থাকে মনে,
রাজাই দেবতা যদি থাকে এই জ্ঞান,
তবে আজ ওঠ দেখি বারেক জাগিয়ে,

তবে আজ মেল' দেখি বাবেক নয়ন,
তবে আজ খোল দেখি শাণিত কৃপাণ,
দাঁড়াও গর্ব্বিত বক্ষে বিপক্ষের আগে,
পাঠাও বিদ্রোহীগণে শমন-সদনে।
রোষদীপ্ত রক্তচক্ষু করিয়ে ঘূর্ণন,
হুঙ্কারিয়া স্তব্ধ কর রাজদ্রোহী যত।
ওই হের যুবরাজ বীর বীরসেন
শৃঙ্খলিত হ'য়ে পূতিগন্ধ কারাগৃহে,
নীরবে দাঁড়ায়ে চেয়ে তোমাদের পানে।
ওই হের মহারাজ পুরঞ্জন,
সজল নয়নে চেয়ে তোমাদের পানে।
একি! এখনও দেখি সবে আনত-বদনে
আছ চেয়ে স্থিরনেত্রে মৃত্তিকার পানে!
কি আশ্চর্য্য!
কি দুঃখের কথা—
এখনও কেন একটী সৈনিক—
একবারো হায় মুহূর্ত্তের তরে,
নিষ্কাসিত করি' অসি,
দাঁড়াল না বীরগর্ব্বে মাতি'?
একবারো কি একটী সৈন্যের
শীতল ধমনী রক্ত
বহিল না উষ্ণ হ'য়ে শিরায় শিরায়?
একবারো কি তড়িৎ-প্রবাহ,
স্ফুরিল না দীপ্তচক্ষে কারো?

আরে রে নির্বীর্য্য পশু, কৃতঘ্নের দল!
দেবতা রাজার প্রতি কর্ত্তব্য তোদের,
জাগিল না পাপ-প্রাণে মুহূর্ত্তের তরে?
তোরা কি রে ক্ষত্রিয়-সন্তান?
তোরাই কি রে ক্ষত্র-বংশধর?
আরে আরে নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ!
তোরা কি রে ক্ষত্র নাম করিস্ ধারণ?
তথাপি রে নাহি কথা মুখে?
তথাপি রে জড়সম রহিলি নীরবে?
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তোদের জীবনে।
বুঝিলাম, পাঞ্চালের নাহি অব্যাহতি,
বুঝিলাম, পাঞ্চালের ভাগ্য-রবি,
চির অস্তমিত হ'তে নাহিক বিলম্ব।

১ম সৈন্য। সেনাপতি।
বৃথা অনুযোগ তব,
বৃথা তিরস্কার কর মোদের সকলে।
কিসে মোরা রাজদ্রোহী?
যতদিন পাঞ্চালের সিংহাসন
ছিল অধিকৃত সেই পাঞ্চাল-রাজের,
ততদিন রাজ-আজ্ঞা করেছি পালন।
কিন্তু যে এখন
মহারাজ পুরঞ্জন বিকৃত-মস্তিষ্ক,
তাই তা'র মহিষী পিঙ্গলাদেবী,
পাঞ্চালের সিংহাসনে নব প্রতিষ্ঠিতা,

তাই মোরা রাণী-বাক্য করেছি পালন,
পাঞ্চালের রাজা এবে নহে পুরঞ্জন,
পাঞ্চালের মহারাণী পিঙ্গলা এখন।
সত্যই কি মহারাজে
বিকৃত-মস্তিষ্ক ব'লে জেনেছ সকলে ?
যদি তাই হয়,
তবে যুবরাজ বীরসেন থাকিতে জীবিত,
কেমনে পিঙ্গলারাণী লভে সিংহাসন ?
মূর্খগণ ! এ জ্ঞানও কি
তোমাদের পাইয়াছে লোপ ?
কোন্ নীতি অনুসারে
রাজা বিদ্যমানে,
যুবরাজ-পুত্র বর্ত্তমানে,
লভে রাজ্য রাজার মহিষী ?
অত তথ্যে আমাদের কিবা প্রয়োজন ?
সিংহাসনে যে যখন বসিবে চাপিয়া,
তারেই জানিব রাজা,
তাহারি আদেশে মোরা হইব চালিত।
মূর্খ তোরা—
তাই হেন দুর্ব্বুদ্ধি তোদের।
বলি কোন্ মুখে উচ্চশির তুলি'
ক'স্ কথা, নির্লজ্জের দল ?
হায় ধর্ম্ম !
এখনো কি র'য়েছ নিদ্রিত ?

ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ !
ভেঙে পড়্ ভেঙে পড়্ মস্তকে এদের ।
মহাবজ্র তুই !
ব্যোম হ'তে খ'সে পড়্ ভীষণ গর্জ্জনে ।
মহাসিন্ধু আজ—
ভীমবেগে গর্জ্জি আয় ;
প্রলয়-উচ্ছ্বাসে ফেল্ প্লাবিয়ে মেদিনী ।
কালানল !
জ্ব'লে ওঠ্—জ্ব'লে ওঠ্ ব্রহ্মাণ্ড ভস্মিতে ।
পাপের সংসার যাক্ ভস্মসাৎ হ'য়ে ।

বেগে গোরাচাঁদের প্রবেশ ।

গোরাচাঁদ ।— গান ।

ওরা জাগ্‌বে কি আর বল্ ।
ওরা জ্যান্ত নয় সব, ম'রে আছে, হারিয়ে বুদ্ধি বল ।
জীবনভ'রে ব'সে ব'সে খেয়েছে যার নুন,
তারই ঘরে মশাল্ ধ'রে দিতেছে আগুন,
ওদের হাড়ের ভিতর ধর্‌বে কবে ঘুন,—
ভাব্‌ছি আমি তাই কেবল ।
কিন্তু, ভাব্‌ছ কি সব শোন বাছাধন,
যেতেই একদিন হবে রে সেই শমন সদন,
সেদিন্ দেখ্‌বি কেমন কস্‌বে রে বাঁধন,
তখন্ বুঝ্‌বি কাজের ফলাফল ॥

[প্রস্থান ।

[একদল সৈন্য সুরথসিংহের নিকট অসিহস্তে মস্তক অবনত করিলেন ।]

একদল সৈন্য । [সমস্বরে]
অস্ত্রগুরু সেনাপতি !
রাজার কল্যাণ তরে,
তব বাক্যে আমাদের খুলিয়াছে আঁখি ।
আজি হ'তে মোরা
রাজার কল্যাণ তরে
প্রাণ দিতে রহিনু প্রস্তুত ।

বেগে দুর্দ্দান্ত সিংহের প্রবেশ ।

দুর্দ্দান্ত । [নিষ্কাসিত অসি লইয়া]
প্রাণ নিতে আমিও তোদের,
এসেছি প্রস্তুত হ'য়ে কৃতান্তের ন্যায় ।
কাপুরুষ যত !
সেনাপতি সুরথের নিস্ফল তর্জ্জনে
ভীত হ'য়ে করেছিস্ আত্ম-সমর্পণ ?
কুক্কুরগণ !
এখনি পাইবি তোরা সমুচিত ফল ।

সুরথ । দুর্দ্দান্তসিংহ !
উত্তেজনা ত্যজি'
শোন মোর কথটী বচন ।
শুনিলে বুঝিবে তুমি,
কতদূর ভ্রান্ত-পথে করেছ গমন ।
পাঞ্চালের পুণ্য-সিংহাসন,
বর্ত্তমানে যে কৌশলে করি' অধিকার
স্বয়ং পিঙ্গলাদেবী হ'য়েছেন রাণী,

সে বাণীত্বের পরিণাম ছবি,
একবার আঁক দেখি কল্পনার পটে,
কি দেখিবে পরিণাম তার ?
দেখিতে পাইবে,
ভবিষ্যের গর্ভে এক ভীষণ মূরতি—
ধ্বংস নামে প্রচণ্ড রাক্ষস,
বিকট বদন তার করিয়া ব্যাদান,
লেলিহান্ জিহ্বা এবে করিয়া বাহির,
রয়েছে দাঁড়ায়ে সেই পরিণাম-পথে।
দেখিতে পাইবে, —
শোণিতের প্রচণ্ড তরঙ্গ,
বিস্তারিয়া পাঞ্চাল রঙ্গে,
বহিছে ভৈরবনাদে তপ্ত বৈতরিণী।
দেখিতে পাইবে,—
কি এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বিকট বিক্রমে,
প্রলয় নিঃস্বনে সব করি' চুরমার
দিকে দিকে দিয়েছে ছড়ায়ে।
এক অতি ক্ষুব্ধ আর্ত্ত হাহাকার !
দেখিতে পাইবে,—
সমগ্র পাঞ্চালব্যাপী মহাচিতা এক,
দাউ দাউ রবে সদা উঠিছে জ্বলিয়া !
সে চিতার ইন্ধন নিচয়—
হইবে পাঞ্চালবাসী বাল-বৃদ্ধ-যুবা ;
ক্রমে সেই ধ্বংস-চিতা হ'য়ে নির্ব্বাপিত,

স্তূপীকৃত ভস্মরাশি রূপে,
পাঞ্চালের ধ্বংস-যজ্ঞ করিবে বর্ণন।
সেই ভস্মস্তোম—
বায়ুসনে মিশি, দিশি দিশি,
পিঙ্গলার কীর্ত্তি-গাথা করিবে কীর্ত্তন।
ক্ষান্ত হও, সেনাপতি!
বহুক্ষণ ধরি'
কল্পনার দৃষ্টি ল'য়ে খেলিলে বিস্তর।
মধুর মধুর সুরে কল্পনার বাঁশী
বাজাইলে, করিনু শ্রবণ।
কিন্তু হে কল্পনাপ্রিয়!
তব ওই অবাস্তব কল্পনার ছবি,
দেখিবার তিলমাত্র নাহি অবসর।
ভবিষ্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর,
কে চায় লঙ্ঘিতে তারে?
শুধু বর্ত্তমান—
আমাদের শুধু বর্ত্তমান,
সে বর্ত্তমান—শুধু—
আশার মধুর বীণা ধরি'
ওই শুন করে গান সুমোহন স্বরে।
সেই বর্ত্তমান—
ওই হের কর্ম্ম দিয়ে ঘেরা!
সেই বর্ত্তমান—
ওই হের কতই সুন্দর—

কতই বৈচিত্র্যময় চিত্রে বিচিত্রিত !
সে সৌন্দর্য্য-প্রলোভন,
সে বৈচিত্র্য চিত্রের সুষমা,
পরিহরি কেবা যায় বল,
ভবিষ্যের অজ্ঞাত প্রদেশে,
অন্বেষিতে পরিণাম-ফল ?
উপস্থিত সুনিশ্চিত জীবন্ত যে সুখ,
পদাঘাতে তারে করি' দূরীভূত,
কোন্ মূর্খ আছে বল হেন,
ভবিষ্যের কুজ্ঝটিকাময়
অনিশ্চিত গভীর গহ্বরে,
অন্বেষিতে যায় সেই পরিণাম-ফল ?

সুরথ। এই কি রে সুখ—
সুখনামে অভিহিত করি ?
ইহাই কি চায় নর আসিয়া সংসারে ?
তাহে পুনঃ নারী—
যে নারীত্বের কোমলতা দিয়ে
ঘেরা থাকে সংসারের শান্তির কুটীর,
যে নারীত্বের স্নেহ-নির্ঝরিণী
স্নিগ্ধ সুশীতল করে পতির সংসার,
পতির চরণতলে যে নারীত্ব—
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা সুরধুনী সম
হ'য়ে বিকসিত, পূত ধারা রূপে
প্রবাহিত সংসার-মাঝারে,

সেই নারী—হায় বিধি,
সেই স্নেহময়ী নারী,
রাজত্বের প্রলোভনে আজি,
পতিরে তাহার করি' শৃঙ্খলিত,
নারীত্বের কোমলতা দলি' বামপদে,
উদ্যত কৃপাণ করে,
ভীষণা রাক্ষসী সমা—
প্রতিষ্ঠিতা পাঞ্চালের রাজ-সিংহাসনে!
কেন হেন রাজত্ব-পিপাসা?
মহারাজ বর্ত্তমানে
নারী হ'য়ে কেন তার এ হেন দুরাশা?

দুর্দ্দান্ত। আর মহারাজ অবর্ত্তমানে,
বীরসেন হ'লে রাজ্যেশ্বর,
কি হইত তাহার দুর্দ্দশা?

সুরথ। রাজ-মাতা ব'লে তবে হতেন বিদিতা।

দুর্দ্দান্ত। আর পুত্র তাঁর শূরসেন
আজ্ঞাবহ ভৃত্যরূপে,
দুটী অন্ন তরে
দাদার মুখের পানে থাকিত চাহিয়া!
দূর ক'রে দিলে—
ছয় মাসের পথে তবে যাইত চলিয়া!
কেমন? তা হ'লে সুরথ!
তব পূর্ণ মনোরথ?

সুরথ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লভিলে রাজত্ব,

আজ্ঞাবহ হয় যদি কনিষ্ঠ তাহার,
কিবা ক্ষতি তাহে তার ?
কিবা ঘৃণা, কিবা লজ্জা, কিবা অপমান তার ?
স্মর' দেখি সূর্য্যবংশ কথা,
রাজ্যভ্রষ্ট জ্যেষ্ঠ রাম হ'লে বনবাসী,
সেই জ্যেষ্ঠ-পাদুকা-যুগল আনি,
রাখি সিংহাসনে ছত্র ধরি তায়,
দাস সম কনিষ্ঠ ভরত,
চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল কি ভাবে যাপিল ?
সৌভ্রাত্রের পরাকাষ্ঠা কি ভাবে দেখাল ?
সে উজ্জ্বল ভ্রাতৃত্বের ছবি,
মহাকবি স্বকরে তুলিকা ধরি'
মহাকাব্যে তার কি ভাবে চিত্রিল ?
দুর্দ্দান্তসিংহ !
এও কি কল্পনা ব'লে দেবে উড়াইয়া ?

দুর্দ্দান্ত। নিশ্চয় !
মহাকবির মহাকাব্য কল্পিত কি নয় ?

সুরথ। ধর যদি তাই হয়,
তবে বোঝ দেখি চিত্ত স্থির করি'
মহাকবির মহাকাব্য-পটে
যে চরিত্রের কল্পিত অঙ্কন
হয় যদি এত মনোরম,
তবে এই বাস্তব জগতে,
লোক-লোচনের প্রত্যক্ষ সমক্ষে,

হয় যদি সে চরিত্রের উজ্জ্বল বিকাশ,
তবে ভাব দেখি,
এ সংসার হয় কিবা আনন্দের স্থান!
ত্রিদিবে মর্ত্তেতে কিছু রহে কি প্রভেদ?
সেইদিনই হয় জেনো,—
মহাকবির লেখনী সার্থক।
সেইদিন মহাকবির জীবন মঙ্গল।

দুর্দ্দান্ত। বিফল সময় ক্ষেপ,
বহু কাজ হাতে, সৈন্যগণ!—

সুরথ। দুর্দ্দান্তসিংহ! আর ক্ষণকাল।
একবার চিন্ত' দেখি
জীবনের আদি-অন্ত তব,
মাতৃ পিতৃহীন অনাথ বালক তুমি,
ঘটনা-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে
কোথা এসে উঠেছিলে;
প'ড়ে কি তা মনে?
কোথায় আশ্রয় পেয়ে,
কার স্নেহ কৃপা-রূপ বাহুর বেষ্টনে
সযত্নে বদ্ধিত হ'লে, প'ড়ে কি তা' মনে?
সেই রাজা—সেই রাজা পুরঞ্জন,
যে তব জীবনদাতা, পালয়িতা পিতা,
সেই রাজা—সেই রাজা পুরঞ্জন,
পাপীয়সী পিঙ্গলার কুটিল কৌশলে,
আর তব সম অকৃতজ্ঞের সহায়তা গুণে,

সেই রাজা —সেই রাজা পুরঞ্জন,
সেই তব প্রাণদাতা, পালয়িতা পিতা,
ওই হের কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ কারাগার মাঝে !
ওই হের শ্রাবণের ধারা
ঝরিতেছে দিবানিশি পাণ্ডুর বদনে !
ও দৃশ্য হেরিয়ে,
একবারো কেঁপে তব ওঠে না কি বুক ?
একবারো মুহূর্ত্তের তরে,
পালয়িতা পিতা ব'লে
রাজ-পদতলে প'ড়ি
ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে কি ইচ্ছা নাহি হয় ?
কৃতঘ্ন কুক্কুর !
এতদূর হ'য়েছে পতন তোর ?

দুর্দ্দান্ত। সাবধান উন্মত্ত সুরথ !
অসংযত ও রসনা তোর,
এখনি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়িবে ভূতলে।

সুরথ। কৃতঘ্ন বর্ব্বর !
এ ঔদ্ধত্যের প্রত্যুত্তর দিতে
সেনাপতি সুরথের প্রদীপ্ত কৃপাণ
কখনই নহে অপ্রস্তুত ;
কিন্তু রে দুর্দ্দান্তসিংহ !
আত্মদ্রোহী যজ্ঞকুণ্ডে—
ঘৃতাহুতি দানে প্রজ্জ্বলিত করিতে অনল,
তিলমাত্র ইচ্ছা নাহি মনে।

উত্তেজনা বশে
মুহূর্ত্তেকে হয়েছিল আত্ম-বিস্মরণ,
তাই কবি তীব্রোক্তি বর্ষণ,
ক্ষম মোর আচরণ, ভাই!
এস ভাই! বিবেকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি লয়ে,
দুইজনে এক সঙ্গে মিশি,
নিবাই এ পাঞ্চালের বিদ্রোহ-অনল।
মহারাণী পিঙ্গলার দুটী পায়ে ধরি'
শান্তি ভিক্ষা ক'রে লই পাঞ্চাল রাজ্যের।
মহারাজ পুরঞ্জনে কারামুক্ত করি'
পুনরায় রাজপদে করি প্রতিষ্ঠিত।
পাঞ্চালের রাজ-লক্ষ্মী আসুন ফিরিয়া,
শান্তি-বারি রাজগৃহে করুন সিঞ্চন।
উঠুক্ পাঞ্চালবাসী আবার হাসিয়া,
ধর্ম্মের বিজয়-ডঙ্কা উঠুক্ বাজিয়া।
বৃথা কেন আর আত্মদ্রোহ বিষতরুমূলে,
দিবানিশি করি বারিসেক?
পিঙ্গলার হিংসার অনলে,
তুমি যদি না যোগাও ইন্ধন নিচয়,
তা হ'লে সে হিংসানল,
ক্রমে ক্রমে হবে নির্ব্বাপিত।
শুনিলাম জনরবে, পাইতে সাহায্য,
আনিতেছ রাজ্যে নাকি মরক্কো-সম্রাট।
সত্য যদি হয় এই জনরব,

তা হ'লে কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে, বুঝেছ ?
স্ব-ইচ্ছায় হাতে করি পাঞ্চাল-রাজত্বে
তুলে দিতে হবে সেই যবনের করে।
ভাবিয়াছ মনে,
আসিবে যবন শুধু সাহায্যের তরে ?
আমিষলোলুপ মার্জ্জারের প্রায়,
বহুদিন হ'তে,
সরক্কোর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রয়েছে পাঞ্চালে,
স্বহস্তে সে পথ হায়, নিষ্কণ্টক করি'
রাখিতেছ পূর্ব্ব হ'তে যবনের তরে।
তাই বলি, ভাই !
খাল কেটে গৃহ মাঝে এনো না কুম্ভীর।
নিজ অঙ্গ ছেদি'
রুধিরের প্রলোভন দিয়ো না শার্দ্দূলে।
তা' হ'লে সে স্কন্ধ-রক্ত না করিয়া পান,
কিছুতেই হবে না নিরস্ত।
দুগ্ধ প্রদর্শনে সাধ করি'
কালসর্পে আনিয়ো না ডাকি।
আত্মদ্রোহে লঙ্কা গেল,
বিপুল কৌরবকুল হইল নির্ম্মূল,
আত্মদ্রোহে যদুবংশ
ধ্বংস-গর্ভে ডুবিল মুহূর্ত্তে।

দুর্দ্দান্ত। বিদরি পর্ব্বত-দেহ
বাহিরায় যবে নদী মহাবেগভরে,

তুচ্ছ গুল্ম লতা তারে পারে কি রোধিতে ?
শতখণ্ডে ছিন্ন করি'
করি উৎপাটন সেই গুল্ম লতা,
আপন গন্তব্য পথে ধায় কল্লোলিনী।
তাই বলি, সেনাপতি !
বৃথা বাক্য-আড়ম্বরে
নারিবে রোধিতে কভু পিঙ্গলার গতি।
বৃথা তুমি নিন্দি' তারে,
আনিতেছ নিজ মৃত্যু নিজেই ডাকিয়া।
অচিরাৎ স্বকার্য্যের পাবে প্রতিফল—
দেখিবে, সে দণ্ড তব কত ভয়ঙ্কর !

সুরথ। বুঝিলাম—
উৎসন্নের এ অপূর্ব্ব সূচনা !
বুঝিলাম—
ধ্বংসযজ্ঞ অনিবার্য্য পাঞ্চাল-রাজ্যের।
পাঞ্চালের ভাগ্যলক্ষ্মী হয়েছে চঞ্চল,
শান্তি-সংস্থাপন চেষ্টা নিতান্ত বিফল।
এস রাজভক্ত সৈন্যগণ ! আমার পশ্চাতে।

[একদল সৈন্যসহ সুরথসিংহের প্রস্থান।

দুর্দ্দান্ত। আচ্ছা, থাক সৈন্যগণ,
এ বিদ্রোহের প্রতিফল লভিবে অচিরে।
[পদচারণা করিতে করিতে]
সুরথসিংহ !
কি বুঝিবি মূর্খ তুই দুর্দ্দান্তসিংহেরে !

পাঞ্চালের পরিণাম ল'য়ে,
দুর্দ্দান্ত মস্তিষ্ক তার করে না চালনা।
পাঞ্চালের শুভাশুভে
কিছুমাত্র নাহি প্রয়োজন
প্রয়োজন একমাত্র মোর,
পিঙ্গলার প্রেম-আলিঙ্গন।
যদ্যপি এই পাঞ্চাল-রাজ্য
ধ্বংসশেষে ভস্মস্তূপে হয় পরিণত,
তা হ'লে সে ভস্মস্তূপ মাঝে,
পিঙ্গলারে ক'রে সহচরী,
প্রেমরাজ্য উভয়ের হবে সংস্থাপিত।
পাঞ্চাল শ্মশান হবে,
সেনাপতি ব'লে গেল ভবিষ্যদ্বাণী,
হা হা হা, কিবা ক্ষতি দুর্দ্দান্তসিংহের?

দূতের প্রবেশ।

কি সংবাদ দূত!

দূত। মরক্কো সৈন্যসহ যবনসেনাপতি চণ্ডবেগ, তোরণ দ্বারে উপস্থিত, কি আদেশ হয়।

দুর্দ্দান্ত। চল চল, আমি নিজেই যাচ্ছি। সৈন্যগণ! মরক্কোসেনার সংবর্দ্ধনা করতে আমার সঙ্গে চল। মন্মথসিংহ! এইবার তোর বৃথা আস্ফালনের শিক্ষালাভের সময় উপস্থিত হয়েছে। সৈন্যগণ! জয়ধ্বনি করতে করতে চল।

সৈন্যগণ। জয় মহারাণীকি জয়!

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

অন্তঃপুর-প্রাঙ্গন।

কমলাদেবী ও রঞ্জিতা আসীনা।

কমলা। কান্না কিসের, মা? হরির পায়ে প্রাণ মন সব স'পে দিয়ে ব'সে থাক্, কলঙ্কের ভয় কর্‌তে হবে না, সমাজের শাসন কিছু করতে পারবে না, লোক-গঞ্জনায় যন্ত্রণা দিতে পার্‌বে না—কান্না কিসের, মা?

রঞ্জিতা। আমার মনকে যে আমি সেদিকে নিতে পারি নে, মা! দিবানিশি লোকগঞ্জনা, সমাজের কশাঘাত, বিনাদোষে সংসার আমাকে কলঙ্কিনী সাজিয়েছে, এ যন্ত্রণা যে অসহ্য, মা! একদিকে এই সব যন্ত্রণা, আবার একদিকে পিতা কারাগারে, দাদা কারাগারে, চারদিকেই যে ঘোর অশান্তি, মা!

কমলা। শান্তি অশান্তি ত মনের মধ্যে, মা! অশান্তিকে শান্তি ক'রে নিতে পার্‌লেই ত ও সব চুকে যায়। কেউ রাজ-অট্টালিকায় থেকেও শান্তি পাচ্ছে না, কেউ আবার ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে ব'সেও মহা শান্তি অনুভব কর্‌ছে; ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাস থাক্‌লে অশান্তি তার ত্রিসীমানায়ও ঘেঁস্‌তে পারে না। মহারাজ কারাগারে, ধীরসেন কারাগারে, তাতে দুঃখ, কি মা? কেবল কি মহারাজ আর ধীরসেনই কারাগারে? তা'ত নয়, আমরা সকলেই যে কারাগারে! জন্মগ্রহণ কর্‌লেই ত কারাগার ভোগ কর্‌তে হয়। ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব্বে জঠর-কারাবাসে থাক্‌তে হয়, তারপর সংসার কারাগারে পড়্‌তে হয়। সংসারের মতন এমন কঠিন কারাগার কি আর কোথাও আছে, মা? এর মায়ার কঠিন শৃঙ্খলে জীবের হাত পা এমন শক্ত ক'রে বেঁধে রেখেছে যে, আর নড়্‌বার-চড়্‌বার সাধ্য রাখে

আর অবিশ্বাস এবং সংশয়ের প্রকাণ্ড পাষাণ দুখানা দিবানিশি বুকের উপর চাপা দিয়ে রেখেছে। অন্তরে দারুণ পিপাসা, কিন্তু জল কোথায়ও পাবে না, চারদিকে কেবল ধু ধু মরুভূমি—প্রাণ কণ্ঠাগত।

রঞ্জিতা। সে কারাগারের অন্ধকারে প'ড়ে বাবা ও দাদা যে কত বিলাপ কর্‌ছেন, সে বিলাপ শুন্‌লে পাষাণ যে ফেটে যায়।

কমলা। অন্ধকার কোথায় নাই, মা? সংসার কারাগার যে মা, আরও গাঢ় আঁধারে দিয়ে ছেয়ে ফেলেছে।

রঞ্জিতা। তেমন গাঢ় আঁধার হ'লে সকলে সকলকে দেখ্‌তে পাচ্ছে কিরূপে?

কমলা। কে কাকে দেখ্‌ছে, মা? কৈ, কেউই ত কাকে দেখ্‌তে পাচ্ছে না, মা। যা দেখ্‌ছ, এ সব ত সত্যি ক'রে দেখা নয়, মা। সব ভুল মা। সবই ভুল, ভুলের অন্ধকারে যে আমরা একবারে ডুবে আছি। ঐ যে আকাশের নীলিমা দেখ্‌ছ, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখ, সেখানে সে নীলিমা নাই। কেবল শূন্য শূন্য—মহাশূন্যের অনন্ত বিস্তার। এইরূপ ভুল নিয়েই জীব সংসারে বাস করে।

পূর্ণানন্দ স্বামীর প্রবেশ।

পূর্ণ। সত্যই তাই করে, মা। কিন্তু সে ভুল ভাঙ্‌তে যাওয়াই মানুষের একটা মহাভুল। কিছুদিন আমি ঐ মহাভুলের অহমিকা নিয়ে ভুল ভাঙ্‌তে গিয়েছিলাম, কিন্তু পারি নাই, বরং পদে পদে আরও মহা ভুলের মধ্যে দুবে গিয়েছি। জ্ঞানের খোঁটা ধরেছি মনে ক'রে যতই উঠ্‌তে চেষ্টা করেছি, ততই অজ্ঞানের অন্ধকার মধ্যে ডুবে গিয়েছি। এক তাঁর ইচ্ছা না হ'লে কার সাধ্য যে, সে ভুল ভেঙে দিতে পারে? মানুষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত অহংবুদ্ধি হ'তে বিচ্যুত না হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত

মানুষের এ মহাভুল কিছুতেই দূর হবে না। ভুল ভাঙ্‌বার মূল যে, তাকে স্থূল ক'রে ধ'রে থাক্‌তে না পার্‌লে ভুল ভাঙ্‌তে যাওয়া বরং আরও ভুলের মধ্যে ডোবা ভিন্ন কিছুই হবে না।

কমলা। আসুন গুরুদেব! প্রণাম গ্রহণ করুন।

[কমলা ও রঞ্জিতার প্রণাম করণ]

পূর্ণ। কৈ মা! তোমার হরিবোলা পাখীটীকে ত দেখ্‌তেছি নে?

কমলা। সঙ্গী বালকদের সঙ্গে বাড়ী বাড়ী নাম-কীর্ত্তন কর্‌ছে—এই যে আস্‌ছে।

গীতকণ্ঠে রাখালগণ সহ ধীরসেনের প্রবেশ।

সকলে—[নৃত্যসহ] গান।

এস প্রেমময় পদ্মপলাশ-লোচন।
এস, বিনোদ-বিপিন-চারী মোহন মুরলীধারী,
রাসবিহারী রাধিকারঞ্জন॥
এস, শিখিপাখা বাঁধা চূড়াটী হেলায়ে,
বনফুলের মালা গলেতে দোলায়ে
(একবার দাঁড়াও হে) (চরণে চরণ দিয়ে)
(সেই ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে) (সেই মোহন বাঁশী করে ল'য়ে)
(সেই গোপ বধূর বঁধুর ভাবে) সেই মধুর হ'তে মধুর ভাবে)
সেই কালিন্দীর কূলে, কদম্ব মূলে,
হেলে দুলে নাচত নন্দদুলাল।
ধবলী শ্যামলী সনে, ধাওত বৃন্দাবনে,
মুরত ফিরত সহিত রাখাল।
(ফল খাও দেখি শ্যাম) (দেব মিঠে ফল আজ এঁঠো ক'রে)
(দেব, করে ধরে শ্রীঅধরে)
রস সাগর নব নাগর ভবসাগর কর তারণ॥

কমলা। [গান শুনিয়া কমলাদেবী বাৎসল্যভাবে বিহ্বল হইয়া] কৈ—কৈ রে আমার মাখনলাল কৈ? এই যে আমি তোর জন্য ক্ষীর সর নবনী আঁচলে বেঁধে রেখেছি, আয় আয় নীলমণি ! মা মা ব'লে কোলে আয়, আমি তোর চাঁদমুখে ক্ষীর সর নবনী দিই।

পূর্ণানন্দ। আহা ! দেবী একবারে বাৎসল্যের মধুরভাবে বিভোর, এমন তন্ময়তা না হ'লে সংসার ভোলা যাবে কেন ?

[গীতকণ্ঠে দয়ালচাঁদের প্রবেশ।

দয়ালচাঁদ।— গান।

আমি, এসেছি এসেছি যশোদে মা তোর নীলমণি।
বড় পেয়েছে ক্ষিদে, মুখে তুলে দে, খাই মা তোর ঐ ক্ষীর-সর ননী।

ধীরসেন।— (কেমন সেজেছে ভাল) (দেখ না চেয়ে) (ঠিক্ যেন সেই নন্দ দুলাল) (মা গো ঠিক্ যেন সেই ব্রজের গোপাল)

দয়াল।— ভাই রে, তোরা যে আমার ব্রজের রাখাল,
ডাক্‌বে গোপাল গোপাল ব'লে,
নিয়ে আয় বৎস গাই, গোচারণে যাই চ'লে
খেল্‌ব খেলা ভাই আজ সকলে ;

ধীর।— (ও ভাই নাচ্‌বি ত রে)
(ঠিক্ তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে)
(হেলে দুলে দুলে তালে তালে)
(তেমনি রুণু ঝুণু ঝণু নূপুর পায়ে)

সকলে।— তোরে রাখাল-রাজা ক'রে, কর দেবো করে,
বন-ফল তুলে রতনমণি ॥

পূর্ণানন্দ। [ভাবোন্মত্তভাবে] কে তুমি দয়ালচাঁদ। আহা হা, তুমিই কি সেই ? এতদিন কি তবে ফাঁকি দিয়ে বেড়িয়েছ ?

দয়াল। এই রে, ক্ষ্যাপা বাবাজীটে আবার ক্ষেপে উঠ্‌ল।

পূর্ণা। আর ভুলাতে পার্‌ছ না, এতদিন বড় ভুলিয়ে রেখেছিলে।

দয়াল। এ কি বলে রে ক্ষ্যাপা? দে এখন সন্দেশ কটা দিবি দে, এত কষ্ট ক'রে তোদের কেষ্ট সাজ্‌লেম, বাঁশী বাজালেম, ননী খেতে চাইলেম, নূপুর পায়ে দিয়ে নাচ্‌লেম, সে কথা নেই, এখন কি এলো-মেলো বক্‌তে লাগ্‌ল। বারে মজা মন্দ নয়! দেখ ভাই ধীরু! বাবাজীটে ক্ষ্যাপাম কর্‌ছে, তোর মাও এখন চোখ বুজে রইল, সন্দেশের নামও কেউ কর্‌ছে না, কেবল ফাঁকি দিয়ে কেষ্ট সাজিয়ে নিলে। আচ্ছা, চালাকি আমি ভেঙ্গে দেবো।

ধীর। হাঁ ভাই! তুমি তবে কৃষ্ণ নও? সত্যি বল্‌ছ?

দয়াল। বাঃ রে, আমি তোদের কেষ্ট হ'তে গেলেম কেন! আমি কি গয়লার ছেলে? আমি কি বনে বনে রাখালদের এঁঠো ফল খেয়ে বেড়িয়ে থাকি? আর সে বা হ'ল কোন্ কেলে কথা, আর এ বা হ'ল কোন্ কেলে কথা! সে বৃন্দাবনই বা কোথা? সে ব্রজধামই বা কোথা? বলে মাথা নাই তার মাথাব্যথা! ঐ ক্ষ্যাপা বাবাজীটার সঙ্গে থেকে থেকে তোরা সবাই দেখ্‌ছি ক্ষ্যাপা হ'য়ে গিয়েছিস্।

কমলা। [চক্ষু মেলিয়া] এই যে আমার কৃষ্ণ ননী খাবার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই যে আমার নীলমণি ধড়াচূড়া পরে গোষ্ঠে যাবার জন্য আমার কাছে বিদায় নিতে এসেছে। এই যে আমার ব্রজদুলাল আমায় মা মা ব'লে ডাক্‌ছে।

দয়াল। হ'ল ভাল, রাজ্যিশুদ্ধ লোক ক্ষ্যাপা হ'য়ে গেল। ওরে ক্ষ্যাপা! তুই যে সবগুলিকেই ক্ষেপিয়ে তুল্‌লি। আর কথা নাই, সন্দেশ দেবার ভয়ে ক্ষ্যাপা ভঙ্গি দিতে আরম্ভ করেছে।

পূর্ণা। [তন্ময়ভাবে] আহাহা রে! কি বা চাচরচিকুর-চুম্বি-শিখি-পাখাপরিশোভিত মোহনচূড়া রে! কিবা নবদূর্ব্বাদলনিভ নীল-

নীরদ-নিন্দিত শ্যামল-সুন্দর শান্তমধুরোজ্জ্বল রুচির মূর্ত্তি রে! কিবা বনমালা-বিভূষিত, ভৃগুপদলাঞ্ছিত, কৌস্তুভ-পরিশোভিত, মোহিত-মোহন বেণু-বাদন ব্রজগোপাল মূর্ত্তি রে! কিবা চন্দনচর্চ্চিত, নূপুর-মুখরিত, অলিকুল গুঞ্জরিত, রক্তোৎপলদল তুল্য রাতুল চরণযুগল রে! কি দেখ্‌লেম, কি হ'য়ে গেলেম, মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার হৃদয়-মধ্যে কি নীলবিদ্যুৎ চম্‌কে উঠ্‌ল রে! কি ভুবনমোহন ছবির বিদ্যুৎঝলকে চক্ষুদ্বয় ঝল্‌সে গেল রে!

দয়াল। [হাতে তালি দিতে দিতে] বেশ মজা! বেশ মজা!

কমলা। কৈ? কৈ? আমার নীলমণি কোথায় চ'লে গেল রে? শত বৎসরের পরে গোপালকে আমার কোলে পেয়েছি, আমার কোন্‌ অক্রূর এসে আমার প্রাণকৃষ্ণকে চুরি ক'রে নিয়ে গেল রে! এই যে—এই যে ছিল, আবার পলকে হারিয়ে ফেল্‌লেম রে!

পূর্ণা। [পূর্ব্বভাবে] আহাহা—শ্যামরূপের কি তরঙ্গ, যেন লহরে লহরে রূপ উছ্‌লে পড়্‌ছে! ঐ রূপের বিন্দু গায়ে মেখে কত কত মহা-সাগর নীলতরঙ্গ বিস্তার ক'রে ছুটে যাচ্ছে! ঐ শ্যামরূপের আভা নিয়ে ঐ যে তরুপত্র নবদূর্ব্বাদল কেমন নধর শ্যামলরূপ ধারণ ক'রে লোক-লোচনের আনন্দ উৎপাদন কর্‌ছে! ঐ শ্যামরূপের প্রতিবিম্ব ধারণ ক'রে ঐ যে বিরাট অনন্ত আকাশ মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে! আহা হা, ঐ অনন্তরূপের বিরাট ভাণ্ডার খুলে শ্যামচাঁদ আমার ত্রিলোক আলো ক'রে ব'সে রয়েছে।

ধীর। দয়ালচাঁদ! তুমিই কৃষ্ণ, তুমিই শ্যামসুন্দর যশোদাদুলাল ভুবনমোহন কৃষ্ণ! তুমিই আমাদের প্রাণ, তুমিই আমাদের মন, তুমিই আমাদের জীবন-বান্ধব! এতদিন তুমি আমাদের এমন ভাবে দেখা দাও নি কেন, কৃষ্ণ? এতদিন আমাদের তোমার এই ভুবনভোলান রূপ দর্শনে বঞ্চিত ক'রে রেখেছিলে কেন, কৃষ্ণ?

দয়াল। আমার এই কালোরূপ দেখে তোরা যে গ'লে গেলি। কালো রঙেই এই, আর না জানি ফর্‌সা রঙ হ'লে তোরা কি কর্‌তিস্! থাক্, তোরা এখন আমার কালো রঙের ছবি নিয়ে—আমি এখন পালাই, আজ কেউ আমায় একটা সন্দেশও দিলে না। [প্রস্থানোদ্যত]

ধীরসেন ও সঙ্গীগণ।—[দয়ালের হস্ত ধরিয়া]

গান।

যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে কালা প্রাণ চুরি ক'রে।
এই ধরেছি তোরে শক্ত ক'রে, যা না দেখি তুই কেমন ক'রে।
মোরা হৃদয় রেখেছি খুলে, তোরে রাখিব সেথায় তুলে,
তোরে সাজাব বনফুলে, প্রাণ স'পিব চরণ মূলে,
(আর ত ছাড়্‌ব না ভাই) (তোরে প্রেমের ডোরে
বেঁধে রাখ্‌ব) (তোরে হৃৎপিঞ্জরে পূরে রাখ্‌ব)
(দেখি কেমনে পালাস্ কালা ;)
(তুই যে প্রেম ভিখারী) (ছিলি প্রেমের দায়ে ব্রজে বাঁধা।
(তোরে প্রেম-রাজ্যেতে কর্‌ব রাজা)
তোর ঐ মোহন বাঁশীর সুধারাশি পান কর্‌বারে প্রাণভ রে॥

কমলা। এস গোপাল! মা ব'লে কোলে এস, চাঁদমুখে সরনবনী দিই, রোদের তাপে চাঁদমুখ যে শুকিয়ে গেছে। আহা! ননীর শরীর, গোঠে গোঠে গো-চরিয়ে বেড়ালে সইবে কেন? এস গোপাল, কোলে এস। [দয়ালচাঁদকে ক্রোড়ে গ্রহণ]

দয়াল। মজা মন্দ নয়, বনের রাখাল হ'য়ে রাজরাণীর কোলে চ'ড়েও নিলুম। এখন—যেখানে খুসী নিয়ে যাক্, খাবার ভাবনা ত আর থাক্‌বে না।

কমলা। আসুন গুরুদেব! গোপালকে ঘরে নিয়ে যাই।

[রঞ্জিতা ভিন্ন সকলের প্রস্থান

রঞ্জিতা। সকলি কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হ'যে সংসারের কথা ভুলে গেছেন। কিন্তু আমি ত তা পারছি নে। ওঁদের প্রাণে কি আনন্দের তরঙ্গ ব'য়ে যাচ্ছে, আর আমার প্রাণে, দারুণ দুশ্চিন্তার অনল দিবানিশি দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে। একদিকে পিতার আর দাদার চিন্তা, অন্য-দিকে সুরথসিংহের চিন্তা। শুন্‌লেম নাকি ছোট-মা সুরথসিংহকে বধ কর্‌বার জন্য ঘাতকগণকে আদেশ দিয়েছেন। এ সর্ব্বনাশের কথা শুন্‌লে কি কখনো নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্থির থাকা যায়? হায়, অভাগিনী আমি—না জানি, ভাগ্যে আরও কি আছে! ঐ যে সুরথসিংহ আস্‌ছে।

সুরথসিংহের প্রবেশ।

সুরথ। রঞ্জিতা!
সুস্থদেহে আছ ত সকলে?
মহাদেবী জননী তোমার,
ধীরসেন সহোদর তব,
সকলি ত আছেন কুশলে?
নাহি হায় তিলমাত্র অবসর,
তাই নারি লইতে সংবাদ!

রঞ্জিতা। সুস্থদেহ সকলি, সুরথ!
কিন্তু হায়!
পিতা যার রুদ্ধ কারাগারে,
ভ্রাতা যার বিপদ্‌-পাথারে,
তার দগ্ধ প্রাণের যাতনা
কেমনে জানাব তোমা,
ভাষাতে যা হয় না প্রকাশ?
আমি অভাগিনী, নতুবা এ প্রাণী—

যেইদিন অরণ্য মাঝারে,
দস্যু-অস্ত্রাঘাতে
হয়েছিনু মূর্চ্ছিতা ভূতলে,
সেইদিন কেন না হ'ল বাহির !
এ অনন্ত যন্ত্রণাময় জীবন ধারণে,
কিবা ফল রঞ্জিতার আছে, বল দেখি ?

সুরথ । রঞ্জিতা !
কেবা জানে, ভবিতব্য দাঁড়াবে কোথায় ?
কতদূরে শেষ হবে এই পাপ-অভিনয় ?
বিধির বিধানে
কি ভাবে মঙ্গল হবে, কে পারে বলিতে ?
পাপের প্রশ্রয়, ধর্ম্মের পতন,
এ বিধির বিধি যিনি,
তিনি ভিন্ন কে পারে বলিতে ?
বড় জটিল সমস্যাময় রহস্যজড়িত,
বর্ত্তমান পাঞ্চালের ভাগ্য-পরিণতি ।
কি এক কুজ্ঝটি-জালে আছে সমাবৃত,
পাঞ্চালের ভাবি বর্ত্তমান !
পিঙ্গলার হিংসা-যজ্ঞানল,
মুহুর্ম্মুহু ঘৃতাহুতি দানে,
বাদ্ধত প্রচণ্ড শিখা উঠিছে গর্জ্জিয়ে ।
রাজ্যময় ঘোর অরাজক;
দুর্ভিক্ষের ভীষণ প্রকোপ,
হাহাকারে পূর্ণিত পাঞ্চাল,

তাহে পুনঃ যবন-সম্রাট্
আসিয়াছে পিঙ্গলার হইয়ে সহায়।
রঞ্জিতা, খুব সাবধান,
সেনাপতি চণ্ডবেগ আসিয়াছে পুনঃ।
পাপিষ্ঠের ভগ্ন আশা—
কে বলিতে পারে,
পুনঃ সে যে হ'য়ে সঞ্জীবিত
না ঘটাবে কোন অত্যাহিত ?
তাই তোমা বার বার করি সাবধান।

রঞ্জিতা। যা করেন ভগবান্,
তার জন্য হই নাই ভীত।
কিন্তু হায় !
পিতা আর ভ্রাতার কারণে
দিবানিশি কাঁদে মোর প্রাণ।
বল সেনাপতি !
কেমনে করিবে হায় উদ্ধার তাঁদের ?

সুরথ। রঞ্জিতা !
প্রাণপাত চেষ্টা আজি করিব সেহেতু,
কিন্তু ফলাফল —
নিয়তির বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকা।
একা আমি, মুষ্টিমেয় কয়জন
রাজভক্ত সেনা নিয়ে,
কি করিতে পারি বল ?

রঞ্জিতা। আরো শুনিলাম যাহা,

স্মরিতেও সেই কথা,
প্রাণ মোর উঠিছে কাঁদিয়া ।

সুরথ । কি শুনেছ, রাজবালা ?

রঞ্জিতা । শুনিলাম লোকমুখে,
ছোটরাণী নাকি বধিতে তোমায়
দিয়েছে আদেশ আজি গুপ্ত-ঘাতকেরে ?

সুরথ । অসম্ভব নহে কিছু---
সর্ব্বদা শাণিত অসি
ঝুলিতেছে মস্তক উপরে মোর ।
সে চিন্তার নাহি অবসর,
যা হবার হইবে নিশ্চিত ।

রঞ্জিতা । একটা কথা বল্‌ব, সুরথ ! কিছু বল্‌বে না, বল ?

সুরথ । কি বল্‌বে রঞ্জিতা, বল, অনুমতি নেবার ভূমিকা এখন রেখে দাও ।

রঞ্জিতা । আমি যদি যোদ্ধবেশে সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে থেকে তোমার কার্য্যে সাহায্য করি ?

সুরথ । বীরাঙ্গনার যুদ্ধসজ্জা ক্ষত্রবংশের নিষিদ্ধ না হ'লেও তুমি এখনো অনূঢ়া ; বিশেষতঃ আমি পরপুরুষ, আমার সঙ্গে এ অবস্থায় সর্ব্বদা তোমার অবস্থান করাটা সমাজের চক্ষে ভাল লাগ্‌বে কি ? রঞ্জিতা, সে ললিত শক্তির উদ্বোধন-আশা এ জীবনে আর আমাদের নাই । যদি পরজীবনে থাকে, তবে সেখানে তার প্রমাণ হবে । একবার ভাব দেখি, রঞ্জিতা, একবার জীবন-নাটকের অতীত অঙ্কগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত ক'রে দেখ দেখি, রঞ্জিতা, কি সুন্দর সুদৃশ্য কল্পনার পুষ্পোদ্যান, প্রতি পুষ্পদলে নিলীন-ভৃঙ্গের মধুর গুঞ্জনে চারিদিক্

মুখরিত, পুষ্প-পরিমলবাহী মলয়ানিল কেমন সৌরভ বিতরণ ক'রে বেড়াচ্ছে! সেই কল্পনার নবোদ্যানে, তুমি আর আমি—কল্পনার সেই অমৃতকুঞ্জে এক তুমি আর আমি, দুইজনে ঐ দেখ কল্পনার এক মোহন মধুর-মিলন বংশী হাতে ক'রে মিলন-মন্দিরের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছি। তারপর—তারপর, রঞ্জিতা, ঐ দেখ কি ভীষণ! কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য—থাক্—আর প্রয়োজন নাই, আমি এখন আসি, তুমি খুব সাবধানে থেকো। [গমনোদ্যত]

গুপ্তপত্র হস্তে যোধমলের প্রবেশ।

কি সংবাদ, যোধমল ?

যোধ। একখানা পত্র।

সুরথ। কার পত্র ?

যোধ। রাজকুমারীর।

সুরথ। কে লিখেছে ?

যোধ। সেনাপতি চণ্ডবেগ।

[রঞ্জিতা কাঁপিয়া উঠিলেন]

সুরথ। কি! চণ্ডবেগ ?

যোধ। এই পত্র নিন্। [রঞ্জিতাকে পত্রপ্রদান]

[প্রস্থান।

[illegible]। পড় দেখি।

[illegible]তা। আমার ভয় কর্‌ছে, সুরথ, তুমি প'ড়ে দেখ। [পত্র প্রদান]

[illegible]। [মনে মনে পত্রপাঠ] উঃ—[মুখ বিকৃতি করিলেন]

[illegible]তা। ওকি! অমন্ করছ কেন, সুরথ ? কি পত্র ?

সুরথ। [সক্রোধে] কুলটা! তোর প্রেম-পত্র। এই শোন্— [জ্ঞানশূন্যভাবে পত্রপাঠ] "প্রিয়তমে রঞ্জিতা! তোমার প্রেম-পরিমলবাহী প্রণয়-পত্রিকা পাঠে স্বর্গসুখ অনুভব করিলাম—

রঞ্জিতা। থাক্ থাক্, তুমি আর প'ড়ো না, আমি শুনতে চাই না।

সুরথ। না না পাপীয়সি; বিরহ বর্ণনাটা শোন্—

রঞ্জিতা। সুরথ! সুরথ! তুমি কি বলছ?

সুরথ। শোন্ পাপিষ্ঠা! [পাঠোদ্যোগ]

রঞ্জিতা। না—না—আমি শুনব না—আমি শুনব না—

সুরথ। এমন প্রেমপত্র শুনবি নে, পিশাচি? শোন্—[পত্র পাঠ] "প্রাণেশ্বরি রঞ্জিতা! তোমার ঐ সুবিমল বদনচন্দ্রের সুধা পান করতে—

রঞ্জিতা। [বাধা দিয়া] চুপ্ কর—চুপ্ কর, সুরথ! এ নিশ্চয় কোন ষড়্‌যন্ত্র!

সুরথ। না, না, আগে শেষটুকু শোন্, শেষটুকু আরও চমৎকার রসিকতায় পূর্ণ,—"প্রিয়তমে! যেদিন তোমার ঐ কম্পিত অধরে—"

রঞ্জিতা। ছিঃ ছিঃ সুরথ! তুমি পাগল হ'লে না কি? আমার সম্বন্ধে অমন কুৎসিত ভাষা তুমি কেমন ক'রে মুখে আন্‌ছ?

সুরথ। শোন্ কুলটা! তারপর—

রঞ্জিতা। সব সহ্য করতে পারব, কিন্তু সুরথ, সতীত্বের উপর আঘাত তোমার মুখেও আমি সহ্য করতে পারব না। একখানা মিথ্যা পত্র দেখে তুমি এতদূর জ্ঞানশূন্য হ'য়েছ যে, আমার সম্মুখে তুমি ঐ সব কুৎসিত-ভাষা উচ্চারণ করতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করছ না? তুমি যদি বুদ্ধিমান্ হও, তবে এইরূপ পত্র প্রেরণের গূঢ় উদ্দেশ্য অনুসন্ধান ক'রে বের কর। অনুসন্ধান করলে তুমি নিশ্চয়ই জানতে পারবে যে, ঐরূপ পত্র প্রেরণের

উদ্দেশ্য, একমাত্র তোমার নিকটে আমাকে অবিশ্বাসিনী করা ভিন্ন কিছুই নয়।

সুরথ। কি ভীষণা রমণী-প্রকৃতি! রসনায় সুধা, হৃদয়ে তীব্র হলাহল, দূর হ'তে মরীচিকাময়ী স্নিগ্ধ সরসী, নিকটে ভীষণ মরুভূমি ধূ ধূ করছে! পুষ্পমাল্যাচ্ছাদিত তীব্রবিষা কালসর্পীর ন্যায় সৌন্দর্য্যময়ী রমণীসৃষ্টি, নির্ব্বোধ-পুরুষ চন্দনলতা ভ্রমে ঐ বিষধরীকে কণ্ঠে ধারণ ক'রে বিষ-জর্জ্জরিত হৃদয়ে আজীবন যন্ত্রণা ভোগ করে। কে জানত যে, ঐ ফুল্ল কুসুমদামের ভিতরে এমন কাল-কীট লুকিয়ে ছিল! কে জানত যে, ঐ সমীলতার অভ্যন্তরে ভীষণ কালানল অলক্ষিতভাবে প্রজ্জ্বলিত রয়েছে। এতদিন যার মুখে একটা প্রদীপ্ত গরিমা ফুটে বেরিয়েছে, যাকে দেখ্‌লে একটা সরলতার মূর্ত্তি ব'লে বোধ হয়েছে, যার হৃদয়ক্ষেত্র স্বর্গতুল্য মনে ক'রে যাকে দেবীজ্ঞানে অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেমরাশি অকাতরে ঢেলে দিয়েছি, সে—আজ কি? সে আজ ভয়ঙ্করী রাক্ষসী, সে আজ বীভৎস রূপিণী পিশাচী, সে আজ—কুল-পাংশুলা স্বৈরিণী।

রঞ্জিতা। [কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া] ধরিত্রি! তুমি ফেটে দু'ভাগ হ'য়ে যাও, আমি তোমাতে প্রবেশ করি। সুরথ! সুরথ! তোমায় মিনতি করি, পুনরায় ঐ কুৎসিত কথা মুখে এনো না। তার চেয়ে এক কাজ কর, তোমার কটিতে যে ঐ অসি ঝুলছে, ঐ অসি দিয়ে আমার মস্তক ছেদন ক'রে ফেল। আমার এখন মৃত্যুই সুখ—মৃত্যুই শান্তি। যখন বিশ্বাস হারিয়েছি, তখন আর তিলার্দ্ধ কালও বেঁচে থাক্‌তে চাই না।

সুরথ। মস্তক ছেদনই তোর মত পাপিষ্ঠার এখন উচিত ব্যবস্থা, তোর মত কুল-পাংশুলাকে হত্যা কর্‌বার অধিকার থাক্‌লেও, তোর ঐ পাপ-শোণিতে আমার এই শাণিত অসি কলুষিত কর্‌তে চাই নে; নতুবা—নতুবা, পাপীয়সি! বহুক্ষণ পূর্ব্বেই

তোর ঐ পাপমুণ্ড ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত হ'ত। যাক্, আর আমি তোর মত পিশাচীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে চাই নে, থাক্ তুই, আমি চল্‌লেম, আর জীবনে সাক্ষাতে হবে না, [যাইতে যাইতে] ভগবন্! বিশ্বাস ব'লে কোন কথাই সংসারে রাখ্‌লে না। দাও—তবে একটা প্রলয়ের অনল জ্বেলে দাও, সংসারটা পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে যাক্—

রঞ্জিতা। হা ঈশ্বর! [পতন ও মূর্চ্ছা]

সুরথ। [ফিরিয়া দেখিয়া] না, যাব না, মরুক্—

[বেগে প্রস্থান।

রঞ্জিতা। [মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিতে উঠিতে] আঁা! কৈ? এই যে এইমাত্র একটা তুমুল ঝঞ্ঝা উঠে পৃথিবীটাকে তোলপাড় ক'রে চ'লে গেল, এই যে—এইমাত্র একটা মহাবজ্র গর্জ্জে উঠ্‌ল, কিন্তু আমার মাথাতে পড়্‌ল না। কি হ'য়ে গেল—মুহূর্ত্তের মধ্যে এ কি হ'য়ে গেল! এমন সাজান বাগান কে ভেঙে দিয়ে গেল? আমাকে এমন ক'রে কে পদতলে দ'লে চ'লে গেল? যে সুরথ একদিন নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে ভীষণ কাপালিকের হাত হ'তে আমাকে রক্ষা করেছিল, সেই সুরথ আজ আমাকে মূর্চ্ছিতা দেখেও অক্লেশে চ'লে যেতে পার্‌লে? অদৃষ্ট! সকলই তোতে সম্ভব হ'ল! হায় সুরথ! তুমি একবার সত্য মিথ্যার অনুসন্ধান ক'রে দেখ্‌লে না? একবারো শক্রর ষড়্‌যন্ত্রজাল ছিন্ন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে না? ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে আমাকে অবিশ্বাসিনী জেনে জন্মের মত সকল আশা ভেঙে দিয়ে চ'লে গেলে? হা নিষ্ঠুর! তুমি একবারো এই অভাগিনী রঞ্জিতার অবস্থার কথা ভাব্‌লে না? একবারো এই রঞ্জিতার অন্তরের কথা, অন্তরের ব্যথা বুঝ্‌লে না? তবে যাও, সুরথসিংহ! তুমি তোমার নিজপথে চ'লে যাও, যতদিন ঐ তোমার অবিশ্বাসের মহাভ্রান্তি দূর না হবে, ততদিন সুরথ! রঞ্জিতাও

তোমাকে এ কলঙ্কিত মুখ দেখাতে চায় না। বিনাদোষে সতীত্বের উপর আঘাত পেলে সতীনারীর প্রাণে যে, কি বিষম আঘাত লাগে, তুমি পুরুষ, তা' তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না। তোমার এই ভুল ধারণার ফলে রঞ্জিতার আজ কি সর্ব্বনাশ হ'ল, তা বুঝতে পার নি। রঞ্জিতা এক তোমার বিশ্বাস আছে জেনেই সেই তেজে, সেই গর্ব্বে, সেই অহঙ্কারে সমাজের বিষাক্ত বিদ্রূপকে এতদিন হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, লোক-নিন্দাকে গায়ের ধুলার মত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রঞ্জিতা এতদিন কার জন্য, কার আশায় বেঁচে আছে? এক তোমার জন্য—তোমার আশায়! আজ সে সব আশা—সব ভরসাই ভেঙে দিয়ে চ'লে গেলে! জীবনের শেষ আলোটুকু নিজেই আজ ফুৎকারে নিবিয়ে দিয়ে পায়ে দ'লে চ'লে গেলে! আর রঞ্জিতার এখন মর্‌তে তবে বাধা কি? বেঁচে থেকে জীবন্তে মৃত্যুর চেয়ে একবারে শেষ নিঃশ্বাস পতন যাতে হয়—তাই কর্‌ব, দেখি পারি কি না?

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পাঞ্চাল রাজসভা।

স্তুতি-পাঠকগণ পরিবেষ্টিত পিঙ্গলার প্রবেশ।

স্তুতি-পাঠকগণ।— গান।

জয় জয় পাঞ্চালেশ্বরী মহারাণী।
যার কণ্ঠে বিরাজিতা বাগীশ্বরী বাণী বীণাপাণি ॥
অখণ্ড দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালিনী,
ভুজদণ্ড প্রচণ্ড কৃপাণধারিণী,
অশেষ অরাতি নিঃশেষকারিণী—
তোম প্রজাকুল অভয় দানি' ॥
ভ্রূকুটী কুটীলপ্রদীপ্তলোচনে,
প্রলয়-ঘন ঘোর গভীর গর্জ্জনে,
শঙ্কিত রিপুদল ভীষণ তর্জ্জনে,
ধন্য ধন্য তোমা পেয়ে রাজধানী ॥

পিঙ্গলা। যাও সবে স্থানান্তরে,
বিরলে চিন্তার মম আছে প্রয়োজন।
[স্তুতি-পাঠকগণের অভিবাদনান্তে প্রস্থান।
ক্রমে ক্রমে আমি
হইলাম বহুদুর অগ্রসর।

সিদ্ধপ্রায় মনস্কাম,
লভিয়াছি রাজ-সিংহাসন,
এইবার শূরসেনে
বসাইব এই সিংহাসনে।
নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রায় এবে ;
একমাত্র সেনাপতি এখনো বিদ্রোহী।
গুপ্ত-ঘাতকের দলে দিয়েছি আদেশ,
সুরথের তপ্ত রক্ত প্রদানিতে মোরে।
মুষ্টিমেয় কতিপয় সৈন্য ল'য়ে
কি করিতে শক্তি আছে তার ?
বড়রাণী কমলার দর্প অহঙ্কার
একে একে করিয়াছি সব চুরমার।
পুত্র তার কারাগারে করে হাহাকার,
কুমারী রঞ্জিতা,
কুল-কলঙ্কিনী ব'লে সমাজে বিদিতা।
আজি পুনঃ সেনাপতি মনে
রঞ্জিতা কুলটা ব'লে জন্মেছে প্রত্যয়।
মহাশাক্ত কাপালিক জাল-পত্র লিখি'
প্রেরিয়াছে রঞ্জিতার করে ;
সেই পত্রপাঠে
'রঞ্জিতারে কলঙ্কিনী জানি'
সেনাপতি করিয়াছে ত্যাগ।
মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলি'
হতভাগ্য মরিছে পুড়িয়া।

দন্তে তৃণ ধরি'
করে যদি বশ্যতা স্বীকার,
তবে তারে ক্ষমিব নিশ্চয় ;
নতুবা নিস্তার তার নাহি কোনরূপে।
শত্রু শেষ না রাখিব কভু।

দুর্দ্দান্তসিংহের প্রবেশ।

এই যে দুর্দ্দান্তসিংহ।
কি সংবাদ, বল দেখি ?

দুর্দ্দান্ত। সংবাদ যদি নাই থাকে, সংবাদ মুখে না ক'রে কি আমাকে আর আস্‌তে নাই ?

পিঙ্গলা। সে বিশ্রম্ভ-আলাপের সময় এখনো আমাদের আসে নি, দুর্দ্দান্ত। এখনও আমরা একেবারে কণ্টকশূন্য হ'তে পারি নি। প্রধান কণ্টক এখন বিদ্যমান।

দুর্দ্দান্ত। সুরথসিংহ ত ? এতক্ষণ হয় ত তার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হ'য়ে ধুলায় লুটাচ্ছে।

পিঙ্গলা। যত সহজ মনে করেছ, কার্য্যতঃ তত সহজ নয়।

দুর্দ্দান্ত। ওরূপ ধারণা তোমার রমণী-সুলভ দৌর্ব্বল্য ভিন্ন কিছুই নয়, পিঙ্গলা—না না মহারাণি! কেমন মাঝে মাঝে ভুল হ'য়ে যায়, পিঙ্গলা! দুর ছাই—আবার বেরুল!

পিঙ্গলা। অন্তরালে তুমি পিঙ্গলা ব'লেই ডেকো, তাতে কোন দোষ হবে না।

দুর্দ্দান্ত। কি জানি, বা গর্দ্দান্ দিতে হয়।

পিঙ্গলা। অন্যের সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা হ'লেও বোধ হয়, দুর্দ্দান্তসিংহ সম্বন্ধে তার পরিবর্ত্তনটা অসম্ভব না হ'তে পারে। [ঈষৎহাস্য]

দুর্দ্দান্ত। যা হ'ক্, বহুদিন পরে মেঘের মাঝে আজ বিদ্যুৎ চম্‌কাল! যথার্থ পিঙ্গলা, অনেকদিন তোমার মুখে এরূপ মিষ্টিহাসি দেখি নি। তবে পরিণামে ঐ হাসির উত্তরাধিকারী কে হ'য়ে দাঁড়াবে, সে বিষয়ে কিন্তু বেশ একটা সন্দেহ লেগে রইল।

পিঙ্গলা। [সহাস্যে] কেন ?

দুর্দ্দান্ত। গর্দ্দান্ দেবার ভয় যখন নাই, তখন বল্‌তেই বা বাধা কি ? তবে নামটা শুন্‌লে তোমার প্রাণে আনন্দ আস্‌বারই কথা।

পিঙ্গলা। বলই-না।

দুর্দ্দান্ত। কেন, মরক্কো সম্রাট্ হোসেন-আলি খাঁ! যাকে তোমার ঐ অপরূপ রূপরাশি সেই মরুভূমির পার থেকে এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এসেছে।

পিঙ্গলা। বড় দুঃখে হাসালে আমাকে, দুর্দ্দান্ত! তুমি যে এতদিন ছায়ার মতন সঙ্গে থেকেও পিঙ্গলাকে চিন্‌তে পার্‌লে না, এই আশ্চর্য্য!

দুর্দ্দান্ত। চিন্‌তে পার্‌লেও কেমন যেন একটা খট্‌কা লেগে গেছে।

পিঙ্গলা। পাগল হয়েছ।

দুর্দ্দান্ত। এখনো হই নাই, তবে কি হয়ে দাঁড়াবে যে, সেটা ঠিক্ বুঝতে পার্‌ছি নে।

পিঙ্গলা। এমনি সঙ্কীর্ণ পুরুষের মন!

দুর্দ্দান্ত। সেটা ঐ উদার-স্বভাবা শ্রীমতীদের অত্যধিক উদারতার একটা জাজ্বল্য প্রমাণ।

পিঙ্গলা। যাক্, এখন কাজের কথা কও।

দুর্দ্দান্ত। এই যে এতক্ষণ ধ'রে, যে সব কথাবার্ত্তা হ'ল, এ সব বুঝি তোমার কাছে কাজের কথা হ'ল না ?

পিঙ্গলা। বলেছিই ত, এখনো সে সময় আসে নি।

দুর্দ্দান্ত। বেশ এসেছে, এখন শূরসেনকে সিংহাসনে বসালেই হয়।

পিঙ্গলা। আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সে শুভদিন স্থির করেছি।

দুর্দ্দান্ত। ততদিন কি মরক্কো-সম্রাট পাঞ্চালেই থাক্‌বে না কি ?

পিঙ্গলা। নিশ্চয়ই। [সহাস্যে] কেন—ভয় কর্‌ছে না কি ?

দুর্দ্দান্ত। বিশেষ। কি জানি—তোমার রাজত্বের উপর যেরূপ ঝোঁক্ দেখ্‌তে পাই, তাতে রাজত্বের লোভ দেখিয়ে হোসেন-আলি হয় ত তোমাকে মরক্কোতেই বা নিয়ে যায়! আর তার সঙ্গে তোমার সর্ত্তও ত তাই। পাঞ্চাল-রাজ্য নিষ্কণ্টক ক'রে দিলে তুমি তা'কে আত্মসমর্পণ কর্‌বে, এই সর্ত্তেই ত তুমি সাক্ষর করেছ।

পিঙ্গলা। দেখ, যে অমন একটা সর্ত্ত কর্‌তে পারে, আবার ইচ্ছা কর্‌লে সে তা' ভাঙ্‌তেও পারে। বুঝেছ ?

দুর্দ্দান্ত। তখন তার সঙ্গে বিরোধ কর্‌তে তোমার শক্তিতে কুলাবে কেন ?

পিঙ্গলা। পিঙ্গলার বুদ্ধি কৌশলে বিশ্বাস কর্‌তে পার ত ? তুমি কি মনে করেছ যে, চাচাজীকে সশরীরে আর মরক্কো ফিরে যেতে—থাক্ এখন, পরে জান্‌তে পার্‌বে। মরক্কোপতি শিবির হ'তে এখনি এখানে আস্‌বে। বিশেষ গুপ্ত পরামর্শ আছে।

শূরসেনের প্রবেশ।

শূর। [কাঁদিতে কাঁদিতে] মা! মা! তুই, বাবা আর দাদাকে কারাগারে নিয়ে বেঁধে রেখে দিয়েছিস্ ? দেখে আয় মা! তাঁরা কি কষ্ট পাচ্ছেন! এতদিন আমি জান্‌তে পারি নি, আজ দাসীর সঙ্গে কয়েদী দেখ্‌তে গিয়েছিলুম, তাই দেখ্‌তে পেলুম। আমায় দেখে বাবা মুখ ফিরিয়ে পাগলের মত কি বক্‌তে লাগ্‌লেন, আর

বড় দাদা আমার দিকে চেয়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগ্‌ল ; সে কান্না দেখে আমিও না কেঁদে থাক্‌তে পার্‌লুম না। দেখ্‌লুম, তাদের হাত পা শক্ত শেকলে বাঁধা, পরণে ছেঁড়া ময়লা কাপড়। কেন মা, তুই অমন ক'রে ওঁদের বেঁধে রেখেছিস্? শুনলুম, আমাকে রাজা কর্‌বার জন্যই না কি ওঁদের গারদে পুরে রেখেছিস। মা? সত্যি? আমি ত' তা' হ'লে কিছুতেই রাজা হব না।

পিঙ্গলা। যা হতভাগা! এখান থেকে যা। [কোপদৃষ্টিপাত]

[সভয়ে পিঙ্গলার চোখের দিকে
চাহিতে চাহিতে শূরসেনের প্রস্থান।

কি যন্ত্রণা! দাসীটে আবার ওকে নিয়ে সেখানে মর্‌তে গেল কেন?

দুর্দ্দান্ত। দাসীটের এটা ভারী অন্যায় ত, তুমি মানা ক'রে দিয়ো।

পিঙ্গলা। এত পার্‌লেম, কিন্তু হতভাগা ছেলেটাকে আয়ত্ত কর্‌তে পার্‌লেম না। ওর কেবল ওদের দিকে টান্।

প্রহরীর প্রবেশ।

কি সংবাদ?

প্রহরী। নবাবসাহেব দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে, আমাকে তাঁর আগমন সংবাদ মহারাণীকে জানাতে বল্‌লেন।

পিঙ্গলা। [ব্যস্ত হইয়া] যাও দুর্দ্দান্ত, শীঘ্র অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এসো।

দুর্দ্দান্ত। যাচ্ছি, কিন্তু—[পিঙ্গলার দিকে কাতর দৃষ্টিপাত]

পিঙ্গলা। এখন সন্দেহ তোমার? যাও।

[প্রহরীসহ দুর্দ্দান্তসিংহের প্রস্থান।

পিঙ্গলা। রমণীর রূপে কি সম্মোহিনী শক্তি! এই রূপই পিঙ্গলার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র। দুর্দ্দান্ত ত দূরের কথা, স্বয়ং হোসেন-আলিখাঁকেও মুঠোর ভেতর পুরেছি; সর্ত্তে সই করেছি ব'লে চাচাজী মনে করেছেন, পিঙ্গলাকে নিশ্চয়ই পেয়েছি; কিন্তু নির্ব্বোধ হোসেন! কার্য্যশেষে, শেষে তোমাকে এই পাঞ্জালেই কবরের তলে চিরবিশ্রাম নিতে হবে। তবে দুর্দ্দান্তের দুর্দ্দশাটা আরো কিছুদিন পরে কর্‌তে হবে, কাজ আছে। বীরসেনের হত্যাকাণ্ডটা ঐ কাণ্ডজ্ঞানহীনটার দ্বারাই শেষ কর্‌তে হবে। রাজাটাকে কি করা যাবে? থাক্‌বে? না—সাবাড় ক'রে দেবো? আচ্ছা—চিন্তা ক'রে দেখা যাবে। ঐ যে সব আস্‌ছে।

দুর্দ্দান্তসহ হোসেন-আলি, চণ্ডবেগ ও রংদারের প্রবেশ।

বন্দেগী খোদাবন্দ্! আসুন আসুন, ঐ নির্দ্দিষ্ট আসন।

হোসেন। তবিয়াৎ আচ্ছি হ্যায় মহারাণী কী? [উপবেশন]

পিঙ্গলা। খোদাবন্দের মেহেরবাণে একরূপ আছি।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—[নৃত্যসহ] গান।

কিবা হসিত জোছনা-লাবণি।
কত চকোর চকোরী, পিয়ে সুধা প্রাণভরি,
নীরবে যাপে নিশীথিনী॥
কিবা পুষ্পিত শোভিত প্রকৃতি, ধরি' হ'ল মধুর মূরতি,
জোছনা-তরঙ্গে ভেসে যায় রঙ্গে, রঙ্গিণী প্রিয়-সঙ্গিনী।
চুম্বিত অধরে সুধা নাহি ধরে, কম্পিত কুমুদিনী আবেশ ভরে,
পিউ পিউ পাপিয়ার বিমোহন স্বরে,
কি জানি কেমন হই লো সজনী॥

[প্রস্থান।

হোসেন। রংদার, বাঙ্গলা টপ্পা কেমন লাগ্‌ল ?

রংদার। মনে করুন বড় মিষ্টি, যেন কাঁটালের আমসত্ব, মনে করুন।

হোসেন। [সহাস্যে] রংদারের ও একটা মুদ্রাদোষ, আপনারা কিছু মনে কর্‌বেন না।

রংদার। হাঁ, মনে করুন, আপনারা কিছু, মনে কর্‌বেন না, মনে করুন।

[সকলের হাস্য]

হোসেন। রাজকার্য্যে বিরক্তি-অরুচির মুখে ও আমার বেশ একরূপ মুখরোচক চাট্‌নি।

পিঙ্গলা। এখানে এসে জাঁহাপনার প্রাণে বেশ ফুরতি আছে ত ? সঙ্গে বেগম সাহেবারা কেহই নাই, তাই বল্‌ছিলাম। [ঈষৎ হাস্য]

হোসেন। সে সব মরুভূমির দেশের লোক নীরস—শুষ্ক, তাই এই সরস দেশে একটু সরস সরবৎ পান কর্‌ব ব'লে এসেছি।:

পিঙ্গলা। [সপরিহাসে] অতটা গরম দেশ থেকে যখন এসেছেন, তখন কিছু দিন সবুর করুন, শেষে সরবৎ পানের ব্যবস্থা করা যাবে, নইলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগ্‌বে যে !

হোসেন। [স্বগত] কি সরস বাক্যকৌশল! কি প্রাণোন্মাদকারী অপরূপ রূপ! এরূপ খাপ্‌সুরৎ যে দুনিয়ার ভেতর থাক্‌তে পারে, তা' বিশ্বাস ছিল না। আজ আল্লা আমার চক্ষু সার্থক ক'রে দিলেন, হৃদয় কবে সার্থক ক'রে দেবেন আল্লা, তাই এখন ভাব্‌ছি।

পিঙ্গলা। কি ভাব্‌ছেন যেন, খোদাবন্দ্‌ ?

হোসেন। দেখ্‌ছিলাম, হিন্দুস্থানের সদ্য ফোটা পদ্মগুলি কত সুন্দর—কত কোমল—কত মনোরম !

পিঙ্গলা। সেটা কেবল জাঁহাপনার মেহেরবাণী।

হোসেন। [স্বগত] আজ আর বেশি নয়। [প্রকাশ্যে] বলুন মহারাণি! আজ এমন সাদর নিমন্ত্রণের কারণ কি ?

পিঙ্গলা। জাঁহাপনার সাহায্য প্রার্থনা।

হোসেন। তার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই ত পাঞ্চালে এসেছি, সেনাপতি চণ্ডবেগের শক্তি-সামর্থ্যের কথা বোধ হয়, মহারাণীর নিকট অবিদিত নাই। যদি প্রয়োজন হয়, তা, হ'লে আমিও মহারাণীর সাহায্যার্থ অসি ধর্‌তে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ কর্‌ব না।

চণ্ড। বর্ত্তমানে বিপক্ষের যুদ্ধসজ্জা ত কিছুই দেখ্‌তে পাই না।

দুর্দ্দান্ত। তাদের সংখ্যাও ত নিতান্ত সামান্য। এবং বিদ্রোহের নেতা সুরথসিংহ, তাকেও গুপ্তহত্যা কর্‌বার জন্য ঘাতকদলে আদেশ প্রচার হয়েছে; হয় ত অদ্যই তার নিপাত সংবাদ পাওয়া যাবে।

চণ্ড। এর জন্য এত আয়োজনের প্রয়োজন কি ছিল ?

পিঙ্গলা। বিনা প্রয়োজনে পিঙ্গলা রাণী একটা নিঃশ্বাসও ত্যাগ করে না, জান্‌বেন। বিদ্রোহিদলের সংখ্যা বর্ত্তমানে এতটা কম হবার কারণই মরক্কো-সৈন্যের পাঞ্চালে আগমন। জাঁহাপনার শিক্ষিত সৈন্যগণের রণনৈপুণ্য কাহিনী শুনে বিদ্রোহী প্রজারা এখন শান্তমূর্ত্তি ধরেছে, কিন্তু সে ভয়ে—কার্য্যতঃ না হ'লেও মনে মনে।

হোসেন। রাজা পুরঞ্জন সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা স্থির করেছেন ?

পিঙ্গলা। স্থির কর্‌তে পারি নাই, ভাব্‌ছি বটে। জাঁহাপনা কি বলেন ?

হোসেন। ঐরূপ ক্ষেত্রে আমাদের মুসলমান তরবারি কখনই কোষবদ্ধ থাক্‌ত না, ইতিহাস তার শত শত সাক্ষ্য দিতে কখনই কুণ্ঠাবোধ করে না।

পিঙ্গলা। ও সম্বন্ধে আরও একটু ভাব্‌বার ইচ্ছা আছে। কিন্তু যুবরাজ বীরসেন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা স্থির করেছি, সে ব্যবস্থার—ও—কে আসে ?

ব্যস্তভাবে যোধমল্লের প্রবেশ।

যোধমল। [অভিবাদন] মহারাণীর সেনাপতি বধার্থে নিয়োজিত গুপ্ত-ঘাতকদলের পৃষ্ঠরক্ষক সৈন্যদলের অন্যতম যোধমল আমি দুঃসংবাদ নিয়ে উপস্থিত।

পিঙ্গলা। কি ? কি ?

যোধমল। ঘাতকদল অকৃতকার্য্য হ'য়ে প্রাণত্যাগ করেছে।

পিঙ্গলা। শোন দুর্দান্ত! [যোধমল্লেরপ্রতি] সেনাপতির হস্তেই ?

যোধমল। না।

পিঙ্গলা। ঘটনা ব্যক্ত কর।

যোধমল। অর্দ্ধদণ্ড পূর্ব্বে—গভীর চিন্তামগ্ন সেনাপতি যখন নিঃসঙ্গ-ভাবে সেনা-নিবাস হ'তে স্বগৃহে আস্‌ছিলেন, সেই সুযোগে মহারাণীর ঘাতকদ্বয় যখন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেনাপতির পশ্চাদ্ভাগ হ'তে যেমন তাকে আঘাত কর্‌তে অসি উদ্যত করেছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আমরা দূর হ'তে চেয়ে দেখ্‌লেম যে, একটী জ্যোতির্ম্ময়ী-মূর্ত্তি বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় কোথা হ'তে ছুটে এসে পলক ফেল্‌তে-না-ফেল্‌তে ঘাতকদ্বয়ের শির দুটী স্কন্ধচ্যুত ক'রে তন্মুহূর্ত্তেই আবার কোথায় মিশে গেল! সেই বিদ্যুৎ ঝলকের মত যতটুকু দেখ্‌তে পেলেম, তাতে কি দেখ্‌লেম, মহারাণি! দেখ্‌লেম—সে একটা কক্ষভ্রষ্ট দীপ্ত ধূমকেতুর মত ছুটে এসে ঘাতকদ্বয়ের মস্তকের উপর পড়্‌ল; দেখ্‌লেম—সে একটা দিগদাহের মত দিঙ্মণ্ডল প্রদীপ্ত ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল! দেখ্‌লেম—সে একটা মদন ভস্ম কর্‌বার জন্য ত্র্যম্বক-ত্রিনয়নোত্থিত জ্যোতির মত তীব্রবেগে ছুটে এলো, দেখ্‌লেম—

সে একটা মূর্ত্তিমতী মহাশক্তির মত আবির্ভূত হ'য়ে ঘাতক দুটাকে বিনষ্ট ক'রে চ'লে গেল। সেই মুহূর্ত্তের চকিত দৃষ্টিপাতে চিনে নিলেম, সে আর কেউ নয়—স্বয়ং রাজকুমারী রঞ্জিতা!

পিঙ্গলা। রঞ্জিতা! কুলকলঙ্কিনী আবার অস্ত্র ধরতে শিখ্‌লে কবে? নির্লজ্জাকে যে সেনাপতি ত্যাগ করেছে, তবুও পাপিষ্ঠা তাকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা? আচ্ছা, থাক্, তুই রঞ্জিতা, আজ রাত্রিটা মাত্র অপেক্ষা।

চণ্ড। [স্বগত] রঞ্জিতালাভের এই একটা সুযোগ এলো।

পিঙ্গলা। দুর্দ্দান্ত! তুমি এখনি সৈন্যদলে পরিবেষ্টিত হ'য়ে যে ভাবে পার, হতভাগ্য সুরথকে বেঁধে নিয়ে এস; আমি স্বহস্তে তাকে বধ কর্‌ব।

হোসেন। আরও সৈন্যের প্রয়োজন হবে কি?

পিঙ্গলা। হ'লে জাহাপনাকে তৎক্ষণাৎ জানাব। দেখ দুর্দ্দান্ত! খুব সাবধান, সেনাপতিকে আয়ত্ত ক'রে হত্যা কর্‌তে না পার্‌লে এতদিন যা করেছ, সে সবই ভস্মে ঘি ঢালা হবে।

সহসা গোরাচাঁদের প্রবেশ।

গোরাচাঁদ।—　　　　গান।

হবে সবই ভস্মেতে ঘি ঢালা।
তোদের পাপের তরী পূরে এলো, এবার ডুবে যাবার পালা॥
তোদের সাম্‌নে যে ঐ ঘুর্‌ছে ঘুরণ-পাক্,
ঐ পাকে প'ড়ে, চুবন খেয়ে দুনিয়া দেখ্‌বি ফাঁক্,
তখন, হারিয়ে দিশে, মর্‌বি শেষে, ভেসে যাবে রে এ সব ছলা॥
এখনো ও তরী ফেরা, কূলে চ'লে আয়,
আর পাপে তরী ক'রে ভারি ঠেকিস্ কেন দায়,
ক্ষ্যাপা গোরা বলে, বল্‌ব কি আর হায়,
তোরা হ'য়ে আছিস্ কাণে কালা॥
[প্রস্থান।

পিঙ্গলা। কি জ্বালাতন! আবার এসে জুটুল কোথা হতে?

হোসেন। কে—ওটা?

পিঙ্গলা। ওটা একটা পাগল, ঐরূপই গান গেয়ে বেড়ায়; কিন্তু ওটা কি যেন মন্ত্র জানে, যাতে ওকে কেউ ধরতে পারে না, আর কেমন ক'রে তড়িতের মত আসে, আবার চ'লে যায়, বোঝা যায় না। যাও দুর্দ্দান্ত, আর বিলম্ব ক'রো না।

দুর্দ্দান্ত। আসি তবে।

[প্রস্থান।

হোসেন। [স্বগত] যেমন সুন্দরী, তেমনি তেজস্বিনী—তেমনি আবার কৌশলময়ী বুদ্ধিমতী। এমন রত্নকে কণ্ঠে পর্‌তে না পার্‌লে বৃথাই আমার বাদশাগিরি।

চণ্ড। জাঁহাপনা! তবে শিবিরে চলুন।

হোসেন। হাঁ। মহারাণি! তবে আজ্‌কার মত আসি। আপনার সঙ্গে আলাপে আমি বিশেষ প্রীতিলাভ করেছি। বিশেষতঃ আপনার রাজকার্য্য পরিচালনার কৌশল দেখে আমি বড়ই বিস্মিত হয়েছি। খোদা আপনার মঙ্গল করুন। তবে বিদেশীয়ের বন্ধুতা শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাক্‌লেই নিজেকে চরিতার্থ মনে কর্‌ব।

পিঙ্গলা। সেই ভবিষ্যৎ যখন বর্ত্তমান হ'য়ে দাঁড়াবে, তখনি তার প্রকৃত প্রমাণ দেওয়া ভিন্ন ত, অধীনীর আর কোন উপায় নাই।

হোসেন। আশা করি, সে বর্ত্তমান আস্‌বার আর বেশী দেরী নাই।

পিঙ্গলা। ভগবান্ জানেন।

হোসেন। রংদার, মহারাণীর কাছ থেকে বিদায় নাও।

রংদার। মনে করুন, তা নেব না? মনে করুন সে—কি কথা? তবে রাণীজী! মনে করুন, আমরা—মনে করুন, এখন আসি?

পিঙ্গলা। আপনি বেশ লোক, জাঁহাপনা যখনি আস্বেন, আপনি তখনি সঙ্গে আস্বেন।

বংদার। তা মনে করুন, তা মনে করুন—হাঁ্যা—হাঁ্যা—হাঁ্যা।

[পিঙ্গলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পিঙ্গলা। হোসেন আলি খাঁ! বর্ব্বর তুমি, তা' না হ'লে বুঝ্তে তুমি, যে হাসি দেখে তুমি মোহিত হ'যে গেলে, সেই হাসির ভিতরে লুকান তোমার জন্য কি হলাহল রেখে দিয়েছি! যে চোখের কটাক্ষ দেখে আজ তুমি দুনিয়াকে স্বর্গ ভেবে নিয়েছ, তুমি জান না—নির্ব্বোধ! সেই কটাক্ষের অন্তরালে তোমাকে পুড়িয়ে ছাই কর্বার জন্য আমি কি ভীষণ অনল জ্বেলে রেখেছি! সয়তান! তুমি আমাকে লাভ কর্বে? কখনই না। পিঙ্গলা সব পারে, কিন্তু দ্বিচারিণী হ'তে জানে না। যাই—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নগর-প্রান্তর।

একদল সৈন্যসহ সুরথসিংহের প্রবেশ।

সুরথ। সৈন্যগণ! মুষ্টিমেয় যদ্যপি তোমরা,
তথাপি জানিও,
তথাপি বিশ্বাস যেন থাকে সবাকার,
ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ মোরা,
উদ্দেশ্য—মহৎ, ব্রত—কর্ত্তব্যপালন,
রাজার উদ্ধার কার্য্যে জীবনান্ত পণ;

নিশ্চয় ঈশ্বর জেনো হবেন সহায়,
মহাশক্তি হৃদিমাঝে দেবে নব বল।
তাই বলি, মুক্ত অসি ল'য়ে চল বীর-দাপে,
গভীর নিশীথকাল সান্দ্র তমোময়,
হেন শুভক্ষণে কর যাত্রা সবে ;
শৃঙ্খলিত রাজা যুবরাজে
আজি যদি পারি উদ্ধারিতে,
তবে এ মহৎ ব্রত হবে উদ্‌যাপিত।

অন্য সৈন্যদলসহ দুর্দ্দান্তসিংহের প্রবেশ।

দুর্দ্দান্ত। সব ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে এথনি!
সৈন্যগণ! প্রাণপণে এক সঙ্গে সবে
আক্রমণ কর বিপক্ষ সমূহে।

সুরথ। প্রিয় সৈন্যগণ! আর নাহি অবসর,
প্রাণপণ করি' বধ শত্রু এবে।

[উভয় সৈন্যদলের যুদ্ধ, মধ্যস্থলে সুরথসিংহ ও দুর্দ্দান্তের অসি যুদ্ধ]

দুর্দ্দান্ত। এইবার নির্ব্বোধ সুরথ!
প্রাণ দিবি দুর্দ্দান্তের করে।

সুরথ। তৃণ তুল্য জ্ঞান করি তোরে।
আজি এই শাণিত কৃপাণে
তৃণ সম শত খণ্ডে করি' ছিন্ন তোরে,
মিটাইব প্রাণের পিপাসা।

[যুদ্ধ করিতে করিতে একদল সৈন্যসহ দুর্দ্দান্তের প্রস্থান,
পশ্চাৎ সৈন্যদলসহ সুরথসিংহের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাঙ্গন।

বীরাঙ্গনাগণসহ বীরাঙ্গনাবেশে রঞ্জিতার প্রবেশ।

সকলে।—

গান।

আমরা সব হয়েছি বীরাঙ্গনা।
আমরা সব রাজার তরে প্রাণ দিতে করেছি কামনা॥
নারী হ'লেও নই ত মোরা দুর্ব্বলা অবলা,
মোরা সিংহসুতা, নইকো ভীতা, অতি প্রবলা,
(বল সকলে মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ)
মোরা, মা-মা ব'লে মায়ের মেয়ে হব রণে নিমগনা॥
হয়ে এলোকেশী ধ'রে অসি নাশিব অরাতি,
মোরা 'বন্দেমাতরং' মহা মন্ত্র গাব দিবারাতি,
বল সকলে—বন্দেমাতরং—বন্দেমাতরং—বন্দেমাতরং,
দেবে প্রাণে শক্তি, মহাশক্তি সেই মুক্তকেশী শবাসনা॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নগর-পথ।

প্রেমচাঁদের প্রবেশ।

প্রেম। আবার এসেছি, আর গা ঢাকা দিয়ে থাক্‌তে পার্‌লুম না। দম্ আট্‌কে মারা যাবার যো হ'য়ে ছিলেম আর কি, বাবা! বাচালতা করাই যার পেশা, সে কি কখনো এই সব মানুষের কাছে না এসে, কথা একদম বন্ধ ক'রে একদণ্ড তিষ্ঠুতে পারে? কিছুদিন অদেখা হ'য়ে থাক্‌বার কারণ আর কিছু নয়, কেবল ধর্-পাকড়ের হাত থেকে বাঁচ্‌বার

জন্য। তারপর এখন চিন্তা ক'রে দেখ্‌লেম, কাজটা ভাল কর্‌ছি নে, দেশের মেয়েরা যখন দেশের জন্য, রাজার জন্য অস্ত্র ধ'রে বেরুচ্ছে, তখন এমন একটা দিগ্‌গজ পুরুষ হ'য়ে আমার গৃহিণীর অঞ্চলতলে লুকিয়ে থাকাটা নিতান্তই বেখাপ্পা দেখায়। তাই আজ গৃহিণীর সেই চাঁদমুখ ফেলে, প্রেমচাঁদ একেবারে আসরে এসে হাজির! বহুকেলে একখানা মর্চে-ধরা তলোয়ার ঘরে ছিল, সেখানা এই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছি; লড়াই ত কর্‌তে হবে, না কর্‌লে কাপুরুষ নাম কিন্‌তে হবে যে, কিন্তু যুদ্ধ-বিদ্যাটার সঙ্গে মা বাপের কল্যাণে সেই ছোটবেলা থেকেই যুদ্ধ ক'রে আস্‌ছি; ও আমার ধাতে সয় না ব'লে মা বাপ ছেলেবেলা থেকেই ওর ত্রিসীমানা দিয়েও যেতে দেন্ নি। তবে এ কয় দিন ঘরে ব'সে ব'সে গৃহিণীর সঙ্গে বেশ একটু চর্চ্চা ক'রে নিয়েছি, এতেই যদ্দুর হ'য়ে ওঠে। এখন সেনাপতিকে পেলে তার দলে নাম লেখাতুম। যদিও বুঝ্‌তে পার্‌ছি, সেনাপতির দলের পরিণামটা গিয়ে যা দাঁড়াবে; তবুও এটা স্বদেশী দল, এতে প্রাণ যায় সে বি আচ্ছা, নাচ্‌তে নাচ্‌তে স্বর্গে চ'লে যাব। শুনেছি, রাজার জন্য, দেশের জন্য যদি প্রাণপাত করা যায়, তা'হ'লে তার অক্ষয় স্বর্গ! যাক্—এখন সেনাপতি গেল কোথায়? তার পেছুতে যেরূপ যমদূত লাগিয়েছে, কি জানি কখন কি ঘটে যায়! ধন্য, বলিহারী নারী বটে! দেখ্‌তে না দেখ্‌তে রাজ্যটাকে কি ক'রে ফেল্‌লে! নিজের স্বামীকে কারাগারে পুর্‌লে, পাগল ক'রে ছাড়্‌লে—আরও বা কি করে! শুনেছি মহারাজের এখন চোখ ফুটেছে, তাই ত অনুতাপের জ্বালায় পাগল হ'য়ে গেছেন। নিয়তি বেটী যে এই পাঞ্চাল-রাজ্যটাকে নিয়ে কি খেলাই খেলাচ্ছে, তা বুঝে উঠা যায় না! তবে অনুমান ক'রে কিছুদিন আগে পাঞ্চালের ভবিষ্যৎ চিত্রের যে একটা নমুনা দিয়ে গিয়েছিলুম, কেমন মশাইরা! সেটা বেশ খেটে আস্‌ছে ত? একটু হাস্য

বসের সঞ্চার করব ভেবেছিলুম, তা দেশের যেরূপ অবস্থা, তাতে আর হাসি আসে না—হাসি শুকিয়ে কান্নার জলে ভেসে যাবার যোগাড় হয়েছে। ভগবান্ আবার যদি কোন দিন দেন, তবে আবার হাস্‌ব—হাসাব। ঐ না সেনাপতি আস্‌ছে ?

স্থরথসিংহের প্রবেশ।

স্থরথ। [একমনে যাইতেছিলনে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া] ওঃ—অসাধ্য—অসম্ভব—আকাশ কুসুম—কল্পনা! সহায়সম্বলহীন আমি—পথের ভিখারী আমি—আমার কি সাধ্য আছে যে, পাঞ্চাল উদ্ধার করি!

প্রেম। এই যে সেনাপতি! আমি বাবা তোমার দলে নাম লেখাব,—আমি যুদ্ধ কর্‌ব। কয়দিন থেকে প্রাণে কেমন একটা ভাব জেগে উঠেছে, দেশের জন্য—রাজার জন্য—প্রাণ দেবার জন্য যেন কেমন একটা লোভ জন্মেছে।

স্থরথ। হায় প্রেমচাঁদ! যদি এইরূপ তোমার মত আজ পাঞ্চালের সমস্ত প্রজার প্রাণ দেশের জন্য কেঁদে উঠ্‌ত, রাজাকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য যদি সমস্ত প্রজা আজ একত্র হ'য়ে বদ্ধ-পরিকর হ'য়ে দাঁড়াত, তা' হ'লে আজ দেশের দশা এ ভাবে দাঁড়াবে কেন? হায় মাতঃ জন্মভূমি! তোর লক্ষ লক্ষ সন্তান জীবিত থাক্‌তে আজ তোর অশ্রু কেউ মুছিয়ে দেবার নাই!

গোরাচাঁদের প্রবেশ।

গোরাচাঁদ।—   গান।

কেবল কাজ করে যা ভবে এসে ফলের পানে তাকাস্ না।
ফলের আশায় নিরাশ হ'য়ে, কাজ যেন তোর হারাস্ না॥
তোর কর্ত্তা যে জন আছে ওরে, সে কাজ দিয়ে পাঠান্ তোরে,
তার হুকুম তুই তামিল কর্-না? মিছে বাজে ভাবনা ভাবিস্ না॥

ঐ দেখ্ না চেয়ে রবি শশী, তারা দিচ্ছে আলো দিবানিশি,
ওরা কাজের বেলায় নয় উদাসী, চেয়ে কি তা দেখিস্ না॥
পেলি বা না পেলি ফল, জীবন-ভ'রে কাজ ক'রে চল্,
এ গোরা বলে সব ফলাফল, যেন তারে স'পে দিস্ না॥

[প্রস্থান।

প্রেম। বাবা! বলাটা যত সোজা, করাটা তত সোজা নয়; তাতে আবার ধাত ছেড়ে গেছে, ওতে যে সে ওযুধ আর ধরে না। এখন পুরোমাত্রায় সূচিকাভরণের ব্যবস্থা না কর্‌লে চল্‌ছে না।

সুরথ। হায় মাতঃ জন্মভূমি! সন্তানের এ কলঙ্ক আর কতদিন সহ্য কর্‌বি? তোর বুকের উপরে অধম সন্তানের এ তাণ্ডব-লীলা আর কত দিন ব'সে দেথ্‌বি? তোব অকৃতজ্ঞ সন্তানের এই নরক-চিতা বুকেব উপব আর কতদিন জেলে রাথ্‌বি? আর অতীতের স্মৃতির প্রলেপে বর্ত্তমান ক্ষত বিক্ষত বক্ষ, আর কত কাল ঢেকে রাথ্‌বি? এথন একবার একটা ভূমিকম্পের সঙ্গে রসাতলে ডুবে যা ত দেখি! এখন একবার একটা বিশাল আগ্নেয়গিরি তোর গুপ্ত অন্তর থেকে বের্ ক'রে দে ত দেথি! এথন একবার একটা প্রলয়ে ভীষণ ঝঞ্ঝা বইয়ে দেত দেখি। যাক্—সব ছাই হ'য়ে উড়ে চ'লে যাক্ তুই আবার এক শুভদিন দেখে নূতন সৃষ্টির বুকে ভেসে ওঠ্। আবার তোরে তোর সন্তানেরা মা-মা ব'লে ডাকুক্।

প্রেম। ঐ টে বাদে, নূতন সৃষ্টি হয় হোক্, তাতে কিছু ক্ষতি নেই, কিন্তু মানুষ যেন না জন্মায়! ও দু'-পেয়ের ঝাড়্ জন্মালেই পরিণাম দশা এইরূপ! আর যদিও জন্মায়, তা' হ'লে তার মাঝে যেন ঐ মেয়ে মানুষের জাতটা না থাকে। এই বর্ত্তমান সৃষ্টি-রহস্যের আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসের পাতা উল্‌টিয়ে দেখ—দেথ্‌বে, যত

গণ্ডগোল ঐ মেয়ে জাতটা নিয়ে। ওদের হ'তেই দৈত্যবংশ উজোড়—ওদের হ'তেই রাক্ষসকুল নির্ম্মূল—ওদের হ'তেই কুরুবংশ ধ্বংস।

স্থরথ। ঠিক্ বলেছ, প্রেমচাঁদ, এক নারী হ'তেই সব নষ্ট! এমন বিশ্বাসঘাতিনী নারী সৃষ্টি ক'রে বিধাতা যে কি উদ্দেশ্য সাধন করছেন, তা বলতে পারি না। নারীর কথা উঠ্‌লেই একটা ভয়ঙ্কর তড়িৎ-প্রবাহ আমার শিরায় শিরায় ছুটতে থাকে; ইচ্ছা হয় যেন, সেই মুহূর্ত্তে এই তীক্ষ্ণধার অসি দিয়ে পৃথিবীটা নারীশূন্য ক'রে দিই। ওঃ—যারে ফুল্ল শেফালী মনে ক'রে—যাক্ প্রেমচাঁদ অন্য কথা পাড়।

প্রেম। চল, এখন তোমার গৃহে গিয়ে বসি; এরূপ নগর-পথ তোমার পক্ষে এখন নিরাপদ্ নয়। ছোটরাণীর গুপ্তচর সর্ব্বদাই তোমাকেই বধ করবার জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করছে।

স্থরথ। হাঁ, চল যাই। প্রত্যুষেই হয় ত আবার যুদ্ধ আরম্ভ হবে। আজকার যুদ্ধে দুর্দ্দান্তসিংহ সৈন্যসহ পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করেছে, প্রভাতেই হয় ত যবন-সৈন্যেরা পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করবে। এস যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কারাগৃহ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ পুরঞ্জনের প্রবেশ।

পুর। [উন্মত্তভাবে] কে-ও ? বেরো বল্‌ছি, বেরো, এখানে তোদের জায়গা হবে না। না—কিছুতেই না। আমি তা শুন্‌ব না, লাথি মেরে মাথা গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রে ফেল্‌ব। আরে এই হিমালয় পাহাড়! অমন্ একটা প্রকাণ্ড আকাশের বোঝা মাথায় ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্ যে! দে—মাথা থেকে ফেলে দে, আকাশটা ভেঙে চুরমার্ হ'য়ে যাক্! এই ব্যাটা সূর্য্যি! কার কথায় তুই রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাথার উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াস্ ? বল্ কে, তোকে ব'লে দিয়েছে ? এখনি তার নাম বল্‌বি, তবে ছাড়্‌ব। শোন্ ব্যাটা চাঁদ! কেন তুই প্রতিদিন রাত্রিকালে আকাশে উঠে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়ে আমার এত সাধের জমাট করা আঁধারটা নষ্ট ক'রে দিয়ে যাস্ ? এই বাতাস! তুই কেন বইছিস্ ? যা—বন্ধ হ'য়ে যা। পৃথিবীটে মড়ার পাল নিয়ে শুয়ে থাক্। পৃথিবীটেও ভারি বেয়াড়া হ'য়ে উঠেছে, মারি একটা লাথি [তথাকরণ] যে, একবারে চৌচির হ'য়ে ফেটে যাক্। চুপ্—কেউ গোল্ করিস্ নে—আমায় বাধা দিস্ নে, আমি একবার একটা লাফ দিয়ে পাতালের তলে পড়্‌ব, দি—একটা জোরে লাফ! [লম্ফ দিবার উপক্রম] আঃ, কেন ধরিস্ তোরা ? দে—ছেড়ে দে, আমি একবার দেখ্‌ব, পৃথিবী বেটী কেন এতগুলো মানুষের পাল ব'য়ে বেড়াচ্ছে—কেন মাটীর তলে ডুবে যাচ্ছে না। আকাশটা কেন অমন ক'রে মাথার উপর ঝুলে

থাকবে ! দে—ওটার বাঁধন কেটে দে, হুড়ুম্ ক'রে প'ড়ে যাক্— ব্যস্—সব গোল্ মিটে গেল। এইবার একবার সেই চারমুখো ব্যাটাকে কেউ ধ'রে আন্‌তে পারিস্, কেন সে এই সংসারে নারী সৃষ্টি ক'রে পাঠালে ? কেন সে এই নারীর প্রাণে বিষের ছুরি গড়িয়ে দিলে ? কেন সে নারীর রূপের ভেতর পুরুষ ধর্‌বার ফাঁদ পেতে রেখে দিয়েছে ? দিক্—তার নারীসৃষ্টি কেটে ফেলে সেখানটা চেঁছে-ছুলে গোবর-ছড়া দিয়ে পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যাক্ ; নতুবা সে ধাপ্পাবাজ জোচ্চোরের কথা আমরা কেউ শুন্‌ব না।

প্রহরী কর্ত্তৃক ধৃত শৃঙ্খলাবদ্ধ বীরসেনের প্রবেশ।

প্রহরী। [*প্রবেশ পথ হইতে*] ব্যাটা ভিতরে ভিতরে—ভারি চোর দেখ্‌তে পাই। মারি ক'সে বেতের ঘা। [*বীরসেনকে প্রহার*]

পুর। মার্—মার্, খুব জোরে মার্। পিঠ ফেটে রক্তের স্রোত ব'য়ে যাক্।

বীর। [*স্বগত*] ঐ—ঐ আবার পিতার সেই উন্মাদ-অবস্থা দেখা দিয়েছে। হায়—হায় ! এখনি হয় ত নিষ্ঠুর প্রহরী আমার পিতার অঙ্গে নির্দ্দয় প্রহার কর্‌তে আরম্ভ কর্‌বে।

পুর। এই ! কে আছিস্ ? নিয়ে আয় ত সূর্য্যির মাথাটা কেটে ; ব্যাটা ভারি গরম হ'য়ে উঠেছে। লাগাও ওর পিঠে পাঁচ পাঁচ বেত।

বীর। চুপ্ করুন, বাবা ! নইলে এখনি প্রহরী প্রহার কর্‌বে।

পুর। ফের্ কথা ? চুপ্। কে তোর বাবা ? এখানে আমার পিঙ্গলারাণী বিশ্রাম কর্‌ছেন, খবর্দ্দার যেন ঘুম ভাঙে না। ঘুম যদি ভাঙে, তবে তোকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে ফেল্‌ব।

বীর। বাবা ! বাবা ! একবারটী চুপ করুন। এখনি আমার সম্মুখে আপনাকে প্রহার কর্‌বে, আমি তা' দেখে সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।

পুর। মার ত ও ব্যাটার পিঠে আচ্ছা ক'রে দশ বেত। আমার কথার উপর আবার কথা!

বীর। হায় হায়! আজ একেবারে জ্ঞানশূন্য!

পুর। বল হরি—হরিবোল, বল হরি—হরিবোল—

প্রহরী। চুপ রহো।

পুর। রাজা মরেছে যে, তার কাণে নাম দেবো না?

বীর। প্রহরি! মিনতি করি, মহারাজের আজ কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, আজ আর তেমন ক'রে প্রহার ক'রো না।

প্রহরী। না—তোমার কথায় থাম্‌ব?

পুর। মার্—মার্, খুব ক'রে মার্। রাজা মরেছে, রাজা মরেছে, বল হরি হরিবোল। খুব ক'রে মার্—মেরে মেরে হাড়গুলো ওর গুঁড়ো ক'রে ফেল্ ত দেখি।

বীর। পিতার এ ভাব ত আর দেখ্‌তে পারি নে।

পুর। বল হরি হরিবোল।

প্রহরী। আচ্ছা, আগে তোমার পাগ্‌লামী ছুটিয়ে দিই।

[রাজাকে প্রহার করিতে উদ্যত]।

বীর। [উভয়ের মধ্যস্থলে গিয়া বাধা দিতে চেষ্টা] মেরো না মেরো না, প্রহরি! আমাকে মার।

প্রহরী। তবে দেখ্। [বীরসেনকে ঘন ঘন প্রহার]

পুর। এইবার দিই—একটা লাফ্। [লম্ফ দিতে উদ্যত] একটা পাহাড় তুলে এনে কেউ আমায় ফেলে মার্‌তে পারিস্? মার্ ত আমায় কেউ একটা ধাক্কা—একবারে ঐ পাঁচশ হাত নীচে প'ড়ে যাই। বল হরি হরিবোল। [অস্থিরতা প্রদর্শন]

প্রহরী। এইবার তোমাকেও—[রাজাকে ঘন ঘন প্রহার]

বীর। [উচ্চৈঃস্বরে] মৃত্যু!—কোথায় তুই, একবার আয়।

পুর। এইবার শিকল ছিঁড়্ব,:শিকল ছিঁড়ে—প্রহরি! তোর মাথাটা মুচ্ড়ে ভেঙে ফেলে একেবারে রাজপথে গিয়ে দাঁড়াব। আমাকে দেখে প্রজারা কি একবারো তাদের শাণিত অসি নিয়ে উত্তেজিত হ'য়ে দাঁড়াবে না? একবারো কি তারা তাদের রাজার এই অস্থিচর্ম্মসার কঙ্কাল-দেহের কম্পন দেখে শিউরে উঠ্বে না? একবারো কি তারা তাদের অন্নদাতা পিতার এই শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখে একটা দম্কা বাতাসের মত ন'ড়ে উঠ্বে না?

বীর। উঠ্বে—উঠ্বে, মহারাজ! উঠ্বে। নিশ্চয়ই তারা এতদূর মনুষ্যত্বহীন হয় নি, নিশ্চয়ই তারা এতটা অকৃতজ্ঞ হবে না যে, তাদের সেই প্রজাপালক রাজার এই অবস্থা দেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্তে পার্বে? এত শীঘ্র কি সংসারের এত ব্যতিক্রম ঘটবে? না—কখনই না, তাহ'লে সূর্য্যের তেজ নিবে যাবে যে, বায়ু থেমে যাবে যে! চলুন দেখি, পিতা! একবার পিতা-পুত্রে মিলে এ অন্ধকার হ'তে রাজ-পথে গিয়ে দাঁড়াই।

পুর। তবে ছিঁড়ি? শিকল ছিঁড়ি? [বিশেষভাবে শৃঙ্খল ছিঁড়িতে চেষ্টা, হস্তদ্বয় হইতে শোণিত বাহির হইতে লাগিল।]

বীর। ঐ যে—ঐ যে পিতার হাত দিয়ে প্রবল বেগে রক্ত বেরুচ্ছে, হায় হায়, সহসা উত্তেজনার বশবর্ত্তী হ'য়ে এ কি কর্লাম। শেষে পিতৃ-রক্ত দেখ্তে হ'ল!

পুর। দেখেছিস্? পিতৃরক্ত দেখেছিস্? নে—নে কত রক্ত নিবি—এই নে, আর একটা কাজ কর্ ত, বীরু! একখানা ছুরি এনে আমার এই বুকের পাঁজরের ভেতর বসিয়ে দে ত দেখি, রক্তের ফোয়ারা ছুটে যাক্, সেই রক্তের স্রোতে একটা বৈতরণী সৃষ্টি ক'রে ফেল্! তারপর

সেই রক্ত দিয়ে তর্পণ কর্—আর বল্, পিঙ্গলা! স্বপ্যতাং, পিঙ্গলা। স্বপ্যতাং।

প্রহরী। আবার পাগ্লাম? তবে দেখ্—[রাজাকে প্রহার]

বীর। ও হো হো—ঈশ্বর! তুমি আছ? থাক ত নিশ্চয়ই তুমি অন্ধ হ'য়ে আছ! থাক ত নিশ্চয়ই তুমি বধির হ'য়ে আছ! থাক ত নিশ্চয়ই তুমি শক্তিহীন জড় হ'য়ে আছ! থাক ত নিশ্চয়ই তুমি একটা হৃদয়শূন্য পাষাণ হ'য়ে আছ! মানুষ আর কখনো ও পাষাণের কাছে অশ্রুমোচন কর্‌বে না—মানুষ আর কখনো ঐ অন্ধ-বধির-জড়কে দয়াময় ব'লে ডেকে মনের ব্যথা, প্রাণের কথা জানাবে না।

একদল হিন্দু ও যবন-সৈন্যসহ বেগে দুর্দ্দান্তসিংহ ও পিঙ্গলার প্রবেশ।

পিঙ্গলা। দাঁড়াও—দাঁড়াও, সৈন্যগণ! এই কারাগার দ্বারে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়াও। নরাধম সেনাপতি সদলে তোরণ-দ্বার অতিক্রম ক'রে এই-দিকে বেগে ধাবিত হয়েছে। এখনি এখানে আস্‌বে, কিন্তু সাবধান্, দুর্দ্দান্ত, কোনরূপেই যেন পাপিষ্ঠ এখানে প্রবেশ কর্‌তে না পারে।

পুর। [ছট্‌ফট্ করিতে করিতে] অ্যাঁ—এইবার—এইবার একটা লাফ দেবো? দিই—[লম্ফ দিতে উদ্যত]

পিঙ্গলা। দুর্দ্দান্ত, হুঁসিয়ার! কয়েদী যেন গোলযোগ না করে।

বীর। কে কয়েদী, মহারাণি? তোমার স্বামী আর পুত্র? যে স্বামীর পদতলে নারী তার সর্ব্বস্ব সঁপে দিয়ে তৃপ্তিলাভ কর্‌তে পারে না, যে স্বামী-দেবতা নারীর ইহ-পরলোকের একমাত্র উপাস্য, সেই স্বামীকে তুমি কঠোর কারাগারে আবদ্ধ ক'রে ভৃত্য-প্রহরী দ্বারা অষ্ট প্রহর প্রহার কর্‌ছ; সেই স্বামীকে তোমার রাজ্যচ্যুত ক'রে অবশেষে উন্মাদরূপে

পরিণত করেছ! তুমি রাক্ষসী, তুমি পিশাচী, তুমি এই পাঞ্চাল-রাজ্যের কাল-ধূমকেতু! একবার যদি এই মুহূর্ত্তে খোলা পেতেম, তাহ'লে বিষধরী নারি! তোমার এই পাপ-খেলার শেষ ক'রে দিতাম। রাক্ষসি! একবার চেয়ে দেখ্ দেখি, কাকে কি সাজিয়েছিস্! কোন্ স্বর্গের দেবতাকে আজ কোন্ পূতিগন্ধময় নরকে ফেলে দিয়েছিস্! কোন্ সবলপ্রাণ রাজার হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছিস্! রাক্ষসি! কোন্ সয়তান তোর পাপ-হৃদয়ে আশ্রয় ক'রে তোকে দিয়ে এই সব বীভৎস কার্য্য করাচ্ছে? এই কি আর্য্য-নারী? আর্য্য-নারীর চরিত্র কি এই? সহধর্ম্মিণী পত্নীর পতির প্রতি আচরণ কি এই? ছিঃ ছিঃ!

পিঙ্গলা। সৈনিক! এখনি ঐ উন্মত্ত কুক্কুরকে অতি হীনভাবে প্রহার কর।

বীর। করুক, কিছুতেই আর ভয় করি না—কিছুতেই আর ঘৃণা বোধ করি না—কিছুতেই আর লজ্জা বোধ করি না; যে হতভাগ্য মহা পাপীর সম্মুখে তার পূজ্যপাদ পিতার এই নারকীয় দুর্দ্দশা, যে কাপুরুষ পুত্র পিতার এই শোচনীয় দশা দেখে জীবনধারণ ক'রে বেঁচে থাক্‌তে পারে, তার আবার ঘৃণা কি? তার আবার লজ্জা কি? সে নির্লজ্জ পুত্রের মৃত্যুই উপযুক্ত দণ্ড। দাও—মহারাণি! সেই দণ্ড আমাকে দাও। যদিও তুই এখন আমার চক্ষে পিশাচী অপেক্ষাও ঘৃণিত, তবুও বলি—যে, দাও মহারাণি! প্রাণদণ্ডের আদেশ দাও—হত্যার ব্যবস্থা ক'রে দাও।

পিঙ্গলা। ভাবনা কি, কুক্কুর! সে বন্দোবস্ত শীঘ্রই ক'রে দেবো।

পুর। আস্‌ছে না? বিকটাকার যমদূতের সঙ্গে কাল-কুক্কুরের দল সব ঘেউ ঘেউ ক'রে ছুটে আস্‌ছে না? প্রচণ্ড ডাণ্ডস নিয়ে যম-কিঙ্করেরা ছুটে আস্‌ছে না? আস্‌ছে—আস্‌ছে, তবে ঐ ডাকিনী রাক্ষসীটা অমন

পুর। দে—দে, সহস্র ধারায় ঢেলে দে, বীরুর আমার বড় পিপাসা, দিচ্ছিস্ ত? প্রাণভ'রে পান করতে দিচ্ছিস্ ত? গলা শুকিয়ে গেছে—বুকে বেধে যাচ্ছে না ত?

রঞ্জিতা। না, এই যে আস্তে আস্তে পান করছেন।

পুর। ও দিক্‌টায় একটা মহা প্রলয় আরম্ভ হয়েছে, নয়? দেখ্ ত, মা! আকাশটা ঝুলে আছে, না খ'সে প'ড়ে গেছে? সূর্য্যটা উঠেছে, না সাগরের তলে ডুবে রয়েছে? পৃথিবীর উপর দিয়ে মানুষগুলো এখনো কি চ'লে-ফিরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, না ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে হুড়ুম্ দাড়ুম্ ক'রে গাছগুলোর মত প'ড়ে যাচ্ছে?

রঞ্জিতা। ওহো হো! বাবার এই করুণ প্রলাপ যে আর শুনতে পারি নে।

পুর। কে রে তুই সয়তানি। তুই আমার বীরুর মুখে বিষ ঢেলে দিচ্ছিস্? রাক্ষসী পিঙ্গলা বুঝি তোকে পাঠিয়েছে? তবুও ঢাল্‌ছিস্? শুন্‌ছিস্ নে? কেউ দে ত দেখি আমার হাতের বাঁধনটা একবার খুলে, আমি এই সয়তানী মেয়েটার টুঁটি টিপে মেরে ফেলি।

রঞ্জিতা। বাবা! বাবা! আমি তোমার রঞ্জিতা, আমাকে আজ চিনতে পারছ না?

পুর। বল হরি হরিবোল! ওরে যবনী এসেছে রে যবনী এসেছে, আমার জাত মারলে, আমার মুখে কালী লেপে' দিয়ে গেল। ওটা কে একটা লাথী মেরে, মেরে ফেলি।

[পদাঘাত করিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন ও মূর্চ্ছিত হইলেন]

রঞ্জিতা। [সত্বর কাছে আসিয়া শুশ্রূষায় রত হইলেন] হায়, হায়, কি হ'ল!

সুরথ। সৈন্যগণ! এইবার শেষ চেষ্টা।

পিঙ্গলা। আরে আরে কাপুরুষগণ! এখনো ঐ উদ্ধত কুক্কুরকে দমন করতে পারলি নে?

[উভয় দলের তুমুল যুদ্ধ, সহসা সুরথসিংহ বেগে একাকী কারাগারে ছুটিয়া আসিলেন]

সুরথ। এসেছি—কুমার! এসেছি, [রঞ্জিতাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন] পিশাচি কুলটা! এখানেও তুই? আচ্ছা তোকেই আগে শেষ ক'রে ফেলি। [অসি উত্তোলন, সহসা পশ্চাদ্দিক্ হইতে পিঙ্গলা-কর্ত্তৃক অস্ত্রাঘাত] থাক্, পাপীয়সী রঞ্জিতা! অগ্রে তোকে হ'ল না। [পিঙ্গলার প্রতি] আয় সর্ব্বনাশিনি রমণি! তোকেই সংহার করি।

[অসি উত্তোলন, সহসা চণ্ডবেগের প্রবেশ ও পিঙ্গলার সম্মুখে পশ্চাৎ করিয়া অসি উত্তোলন করিয়া রহিলেন]

চণ্ড। আয় রে শৃগাল! আগে চণ্ডবেগের বেগ সহ্য কর্।

সুরথ। যবন-পাদুকাবাহী অস্পৃশ্য নারকি! [চণ্ডবেগকে আক্রমণ]

পিঙ্গলা। [সরিয়া গিয়া রঞ্জিতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া] কুল-কলঙ্কিনি! তুই জল দিয়ে এদের প্রাণ বাঁচাচ্ছিস্? এই দেখ্, তোর ঐ সম্মুখে তোর দাদাকে কেমন ক'রে হত্যা করি। [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

রঞ্জিতা। [অসি হস্তে দাঁড়াইয়া] আগে রঞ্জিতার করে নিষ্কৃতি লাভ কর্, তার পর দাদাকে হত্যা করিস্। [পিঙ্গলাসহ যুদ্ধ]

বীরসেন। [উঠিতে চেষ্টা করিতে করিতে] ওঃ—ওঃ—একবার—একবার—ঈশ্বর! যদি তুমি থাক, তবে একবার আমাকে ওঠ্‌বার শক্তিটা দাও, একবার প্রাণভ'রে রণ-পিপাসা মিটিয়ে নিই। পশুশক্তি! একবার জেগে ওঠ্, দানব তেজ! একবার জ্ব'লে ওঠ্। ঐ যে পিতা! পিতা এখনও মূর্চ্ছিত হ'য়ে ধূলায় লুণ্ঠিত! পাপীয়সী পিঙ্গলা এমন শক্তি রাখে নাই যে, পিতাকে ধরাতল হ'তে তুলে উঠাই।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় সৈন্যদলের প্রস্থান। পরে যুদ্ধ করিতে করিতে সুরথসিংহ চণ্ডবেগ ও দুর্দ্দান্তসিংহের প্রস্থান। পরে যুদ্ধ করিতে করিতে পিঙ্গলা ও রঞ্জিতার প্রস্থান।]

প্রেমচাঁদ। আমার যুদ্ধ দেখ্‌বার জন্য দর্শকবৃন্দ নিতান্তই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছিলেন, কিন্তু কি কর্‌ব—সেটা আপনাদের অদৃষ্টে হ'ল না; "অদৃষ্ট" নাটক যখন অভিনয় কর্‌তে আসরে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন অদৃষ্টটা মেনে চল্‌তে হবে বৈকি? যাক্—আমার কিন্তু ত্রুটী ছিল না, যুদ্ধ কর্‌ব ব'লে গৃহিণীর কাছে বিদায় নিয়ে ঠিক বেরিয়েছিলাম, তার প্রমাণ এই মর্‌চে ধরা তলোয়ার—কেমন এইবার বিশ্বাস হ'ল? কাপুরুষ নামের হাত থেকে অব্যাহতি পেলুম ত? তারপর শুনুন, যুদ্ধ কর্‌তে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু—সৈন্যদের আড়ালে প'ড়ে যাওয়াতে, শত্রুদের না দেখ্‌তে পেয়ে আর তলোয়ার ঘুরাবার ফুরসুৎটো পাই নি। এখন যদি দেখ্‌তে চান্, তবে এক পাঁচ দেখাতে পারি, কারণ এখন আর এখানে শত্রু পক্ষ কেউ নেই, বিশেষ সুবিধা হবে।

পুর। [চৈতন্য পাইয়া] ঘুমটো তোরা ভাঙিয়ে ভাল কাজ করিস্ নাই। বেশ ঘুমাচ্ছিলাম, সংসারের পচা গন্ধটা ক্ষণেকের জন্য নাসাতে আর প্রবেশ কর্‌তে পারে নি। আবার সেই দুর্গন্ধ, সেই মুড়ি-পচা দুর্গন্ধ! থু—থু—থু, উঠি—[ধীরে ধীরে উত্থান]

প্রেম। ঐ—মহারাজের স্বর, অনেক দিন ও কণ্ঠস্বর শুনি নি, যাই—কাছে যাই। [নিকটে যাইয়া] আ হা হা—কি অবস্থা! স্বর্গের ইন্দ্র আজ নরকে দাঁড়িয়ে! মহারাজ! আমি প্রেমচাঁদ।

পুর। কে মহারাজ? তোদের মহারাজা মরেছে। সে স্ত্রৈণ কাপুরুষ-মাতাল রাজা ম'রে ছাই হ'য়ে কবে কোথায় বাতাসের সঙ্গে উড়ে গেছে! বুঝেছিস্?

প্রেম। একেবারে জ্ঞানহারা—হোঃ—[দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ]

পুর। অমন্ ক'রে নিঃশ্বাস ছাড়্লি যে? ছিঃ, ও নিঃশ্বাসে বড় আগুনের আঁচ্। দেখিস্ নে—আমি ঐরূপ এক্-একটা তপ্ত-দারুণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি, আর যেন বুকের হাড়গুলো আমার পুড়ে আঙ্রা হ'য়ে যায়—বুঝ্লি ত? ছিঃ—অমন নিঃশ্বাস ছাড়্তে নেই।

বীর। প্রেমচাঁদ! হোঃ—শেষে অদৃষ্টে এই ছিল!

[মুখে হস্ত দিয়া রোদন]

পুর। কাঁদ্—কাঁদ্, বেশ ক'রে কাঁদ্, প্রাণ ভ'রে অকাতরে কাঁদ্, বুক্‌টা খোলসা হ'য়ে যাক্। অনেক জ'মে রয়েছে, সব বের্ হ'য়ে যাক্।

প্রেম। কেঁদ না, কুমার! সকলি অদৃষ্ট! এ ভিন্ন আর কোন কারণ ত খুঁজে পাই না।

বীর। তুমি এখান থেকে এখনি চ'লে যাও, প্রেমচাঁদ, নতুবা প্রহরী এখনি এসে তোমাকেও লাঞ্ছিত করবে।

প্রেম। আজীবন তোমাদের অনেক নুণ খেয়েছি, কিন্তু এমন দুঃসময়ে যদি কিছু কর্‌তে পার্‌তেম, তা'হ'লেও জীবনে একটা পুণ্যকাজ করেছি ব'লে শেষদিন সেই সেখানে গিয়ে একটা কৈফিয়ৎ দিতে পার্‌তেম; তাই ভেবেই নিজেকে শত বিপন্ন ক'রেও কারাগারে এসে উপস্থিত হয়েছি; এখন কি উপায়ে মহারাজকে আর তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার কর্‌তে পারি—ব'লে দাও, কুমার।

বীর। কোন উপায়ই নাই, প্রেমচাঁদ! এ কঠিন লৌহ-শৃঙ্খল চূর্ণ করা তোমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব! একমাত্র সেনাপতি ভিন্ন আর কারো শক্তিতে কুলাবে না; কিন্তু যেরূপ অসংখ্য সৈন্যদলের সঙ্গে সেনাপতি নিঃসহায়ভাবে যুদ্ধ কর্‌ছেন, তাতে তাঁরই জীবনের আশা নিতান্ত কম। তাই বলছি, প্রেমচাঁদ, প্রহরী আস্‌তে না আস্‌তে তুমি

পালাও ; ববং তুমি গিয়ে সেনাপতিকেও এ যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত করগে ; কেন আমাদেব জন্য নিজেব প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে ? আমাদের জীবন-নাটকের শেষ যবনিকা এই অন্ধকূপেই পতিত হবে ; ভগবানের তাই ইচ্ছা—কঠোর নিয়তির তাই ইঙ্গিত—নিষ্ঠুর অদৃষ্টেব তাই শেষ উপহাস ! তাই বল্‌ছি, প্রেমচাঁদ, তুমি আমার এই কাতব অনুনয়—জীবনেব শেষ মুহূর্ত্তের এই শেষ অনুরোধ সেনাপতি সুবথ সিংহকে ব'লো। এ জীবনে তার সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ল না।

পুর। তুইও কি আমাব বীরুকে বিষ খাওয়াতে এসেছিস্ ? না বে না, আমি বাজা পুরঞ্জন, আমি তোর দুটী পায়ে ধ'রে বল্‌ছি, আমার বীরুকে বিষ খাওয়াস্ নে। ববং এক কাজ কর্, ঐ বিষ আমার মুখে ঢেলে দে। আমাব এই অথর্ব্ব শবীরেব ভাঙা হাড় যে কয়খানা আছে, সে কয়খানা নিঃশেষ হ'য়ে যাক্ ; তা হ'লেই তোদের সব গোল চুকে যাবে। ঐ যে এত কাণ্ডকারখানা হচ্ছে, কিসেব জন্য—তা জানিস্ ? এই যে রাজ্যময় হাহাকার লেগে উঠেছে কার জন্য, তা জানিস্ ? আমার জন্য—আমিই তোদের পাঞ্চাল-রাজ্যের ধূমকেতু ! এই ধূমকেতুটাকে পাঞ্চাল-আকাশেব গা থেকে মুছে ফেল্‌তে না পারলে, আর তোদের মঙ্গল নেই। বল হরি হরিবোল, ওরে রাজা মরেছে। রাজা মরেছে।

[প্রেমচাঁদেব চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া রোদন]

বীর। কেঁদ না, প্রেমচাঁদ। কেঁদ না। এ নিষ্ঠুরতার রাজ্য, এখানে কাঁদ্‌তে নাই, কাঁদা এখানে মহাপাপ ! অশ্রু এখানে তপ্ত বৈতরণী নদী ! স্নেহ-মমতা এখানে পিশাচের উপহাস ! এখানে যতক্ষণ আছ, ততক্ষণ পাষাণ হ'য়ে থাক, রুক্ষ মরুভূমি হ'য়ে থাক, দেখ্‌ছ না, প্রেমচাঁদ, দেখ্‌ছ না, পুত্র হ'য়ে আমি ঐ অথর্ব্ব পিতার দারুণ আর্ত্তনাদ শুনে কেমন ক'রে স্থির হ'য়ে আছি ? রক্তমাংসের শরীর আমার সেজন্য ত

একটুও করুণার্দ্র হ'য়ে উঠ্‌ছে না। এখানে আমরা সকলেই এক ডাকিনী মন্ত্রের উপাসক।

প্রেম। হা ঈশ্বর!

বীর। ও নাম মুখেও এনো না, বিষম কুফল ফল্‌বে! অনেক ডেকে ছিলাম, সেই বধির জড়কে সজ্ঞান করবার জন্য তারস্বরে অনেক চেঁচিয়ে ছিলাম, কিন্তু—কিন্তু যখন ডেকেছি, তখনি তার ফল—প্রহরীর মর্ম্মান্তিক প্রহার। ডাকিনী পিঙ্গলা ঈশ্বরের পায়েও বুঝি শৃঙ্খল পরিয়ে নিজের হুকুমের দাস ক'রে নিয়েছে। তাই বল্‌ছি, তুমি এ নরক হ'তে প্রাণ নিয়ে শীঘ্র পালাও। যত শীঘ্র পার পালাও—দাঁড়িয়ো না—যাও—পালাও——

পুর। বাজা ব্যাটারা! খুব জোরে জয়ঢাক্ বাজা, রাজা মরেছে, বাজা মরেছে, বল হরি হরিবোল!

বীর। দেখ্‌ছ, প্রেমচাঁদ, দিবারাত্রই এই ভাব চল্‌ছে—কখনো কখনো সামান্য একটু জ্ঞানসঞ্চার হ'য়ে থাকে। প্রেমচাঁদ, একটা সংবাদ জান্‌বার জন্য প্রাণ বড়ই অস্থির, কিন্তু প্রত্যুত্তরে হয় ত যা শুন্‌ব, তাতে আরও ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব কর্‌তে হবে, তথাপি না শুনে পার্‌ছি নে। বল প্রেমচাঁদ, আমার অভাগিনী জননী দেবী, আর হতভাগ্য ধীরু কেমন আছেন? ডাকিনীর পাপ-দৃষ্টি কি তাঁদের উপরেও পড়েছে?

প্রেম। রাণী মা কমলাদেবী সংসারের আবর্জ্জনা-জাল ছিন্ন ক'রে তিনি পুত্রসহ ভাগবৎ-প্রেমানন্দে বিভোর হ'য়েই আছেন। সাধ্য কি যে পিঙ্গলা তাঁদের উপর কোন অত্যাচার করে! কেবল রাজকুমারী রঞ্জিতাই এখন নানা অত্যাচার ভোগ কর্‌ছেন।

বীর। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ভগিনী রঞ্জিতা বীরাঙ্গনা বেশে জল এনে আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে। এমন সময় পেলেম না যে, রঞ্জিতার সঙ্গে

একটু প্রাণ খুলে কথা কই—ঐ যে প্রহরী আস্‌ছে, তুমি ঐ ক্ষুদ্র গবাক্ষ-পথে পলায়ন কর।

[অন্যপথ দিয়া প্রেমচাঁদের প্রস্থান।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। এস, আজ তোমাদের অন্য কারাগারে নিয়ে যাই, এখানে শত্রুরা সন্ধান পেয়েছে। [উভয়কে ধরিয়া প্রস্থানোদ্যত]

পুর। [যাইতে যাইতে] বল হরি হরিবোল, বল হরি হরিবোল—

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নগর-পথ।

দৈবজ্ঞবেশে ভৈরবানন্দ কাপালিকের প্রবেশ।

ভৈরব। ভৈরবানন্দের প্রতিহিংসা—অস্থি-মজ্জাগত! ভৈরবানন্দ সব ভুল্‌তে পারে, কিন্তু প্রতিহিংসা-ব্রত উদ্‌যাপিত না ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না। যে দিন আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে সুরথসিংহ পাঞ্চালে চ'লে এসেছে, সেইদিন হ'তে আমিও ছদ্মবেশে এসে পাঞ্চালে উপস্থিত হয়েছি, পিঙ্গলা রাণীর সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন ক'রে সুরথসিংহ এবং রঞ্জিতার সর্ব্বনাশ সাধনে নিযুক্ত আছি। সুরথসিংহকে রঞ্জিতা হ'তে বিচ্যুত করবার জন্য আমিই জালপত্র লিখে রঞ্জিতার নিকটে প্রেরণ করেছি। সুরথসিংহের অন্তঃকরণে রঞ্জিতার ব্যভিচার বিশ্বাস আমিই বদ্ধমূল ক'রে দিয়েছি; কিন্তু তথাপি প্রণয়ের মোহ সম্পূর্ণরূপে সেনাপতির হৃদয় হ'তে দূরীভূত হয় নাই। মধ্যে মধ্যে সেই জালপত্র সম্বন্ধে সেনা-

পতিব মনে সংশয়ও উপস্থিত হয় জান্‌তে পেরেছি ; তাই সেই সংশয়কে নিঃসংশয়রূপে মুছে ফেল্‌বার জন্য আজ আমি জ্যোতির্ব্বিদ্‌রূপে এই নগরপথে এসে উপস্থিত হয়েছি। সেনাপতি যুদ্ধশ্রান্ত দেহ সুস্থ কর্‌বার জন্য এখনি এই পথে নিজ গৃহে গমন কর্‌বে। আমি এইখানে ব'সে তার আগমন প্রতীক্ষা করি।

[পুঁথি সম্মুখে বিস্তৃত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবেশন]

ধীরে ধীরে সুবথসিংহের প্রবেশ।

সুবথ। বহুকষ্টে আজি,
সৈন্যসহ রক্তাক্ত শরীরে
ফিরিয়াছি সংগ্রাম হ'তে।
কিন্তু হায়—
না পারিনু রাজা যুবরাজে,
উদ্ধারিতে কারাগার হ'তে।
ব্যর্থ আশা—ভগ্নোদ্যম—
উৎসাহবিহীন প্রাণ,
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে যায় বাহিরিয়া !
শক্তিহীন স্থবিরের ন্যায়
চলিয়াছি আপন আবাসে।
হাসে শত্রু—দেয় টিট্‌কারী,
বিষদিগ্ধ-মৃত্যুবাণ বাজিছে মরমে।
আর সেই কুলটা রঞ্জিতা—
অলক্ষ্যে পশিয়া রণে,
শত্রুশর ব্যর্থ করি'
বাঁচাইলা জীবন আমার ;

জীবনের হেন উপহাস—
মৃত্যুসম করিনু গণনা।
কিন্তু মনে ক্ষণেকের তরে
দুর্ব্বলতা ওঠে জেগে এক ;
তড়িতের মত সেইক্ষণে হয় মনে,—
"নহে কলঙ্কিনী যেন রঞ্জিতা আমার,
ভ্রান্তিবশে জালপত্র পাঠে
বৃথা সন্দিহান্ আমি রঞ্জিতা-চরিত্রে।"
তাই যদি হয় ?
তা হ'লে—তা হ'লে—
হা ঈশ্বর! রক্ষা ক'রো মোরে,
পড়িবে ভীষণ বজ্র এখনি মস্তকে!

ভৈরব। হর হর শঙ্কর। শিব শম্ভো!

সুরথ। কে আপনি, মহাভাগ ?
প্রণমি চরণে। [প্রণাম]

ভৈরব। মনস্কাম পূর্ণ হ'ক্ তব।
ত্রিকালজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্ আমি
উপস্থিত সম্প্রতি পাঞ্চালে।
মাত্র দৃষ্টিপাতে পারি আমি
মানবের অন্তর জানিতে।
সত্য-মিথ্যা প্রত্যক্ষ কারণ,
কহি তব জীবনের একটী ঘটনা,—
যে ঘটনার স্মৃতি-বহ্নি
দিবানিশি করে তব হৃদয় অঙ্গার।

যে স্মৃতির বিষাক্ত নিঃশ্বাসে,
জর্জ্জরিত করিতেছে অহরহঃ তোমা,
অগণিত অরাতি মাঝারে
ঘূর্ণ্যমান অসি করে,
চক্রাকারে ভ্রম যবে রণোন্মত্ত হ'য়ে,
তখনও যেই স্মৃতি তোমা
অন্যমনা ক'রে দেয় ক্ষণেকের তরে,
সেই স্মৃতি—জান কি কাহার ?
কহি শুন—রাজপুত্রী রঞ্জিতার।

সুরথ। [চমকিত হইয়া স্বগত] একি শক্তি !
হইনু আশ্চর্য্য বড়— ডুবিনু বিস্ময়ে,
হেন অসামান্য শক্তি নরে অসম্ভব !

ভৈরব। বিস্ময়ের কথা আরও করাব শ্রবণ।
জ্যোতির্ব্বিদ্যা আছে মম করতলগত।
যে সংশয় মনে তব জাগিছে নিয়ত,
নিঃসংশয় জেনো সেই রঞ্জিতা কুলটা ;
মরক্কোব সেনাপতি চণ্ডবেগ করে
সতীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়েছে রঞ্জিতা।
সেই পাপে পাঞ্চালের রাজা-প্রজা
ভাসে হেন বিপ্লব-পাথারে ;
সেই পাপে ধ্বংসচিতা জ্বলে রাজ্যময়।
কি করিবে ? সাধ্য কি তোমার ?
বৃথা প্রজাক্ষয়,
বৃথায় শোণিত-স্রোত কর প্রবাহিত।

কুলকলঙ্কিনী—কাল ভুজঙ্গিনী
ভ্রষ্টা নারী গৃহে রাখি'
ডেকে আন হাতে ধরি' নিজ সর্ব্বনাশ।
তীব্রবিষা ফণিনীর ন্যায়—
দূর হ'তে ছায়া তার কর পরিহার,
মন হ'তে স্মৃতি তার ফেল উপাড়িয়া,
পাপীয়সী ভ্রষ্টা তব রঞ্জিতাসুন্দরী।

সুরথ। [কাঁপিয়া উঠিলেন]

ভৈরব। বৃথা কাঁপ, বীর তুমি—ক্ষত্রিয়-সন্তান,
যে মহৎ পুণ্যব্রতে,
উৎসর্গ করেছ তব নিজ মহাপ্রাণ,
সেই ব্রত উদযাপিতে যদি থাকে সাধ,
তবে সে কুলটা নারী রঞ্জিতার স্মৃতি
ধুয়ে ফেল—মুছে ফেল বিস্মৃতির নীরে।

সুরথ। [পুনঃ কম্পন]

ভৈরব। তবু কাঁপ, বীর? স্থির জেনো মনে—
মনে মনেও চিন্তা তার অতি মহাপাপ।
সেই পাপ-চিন্তা যদি না পার ভুলিতে,
মুষ্টিবদ্ধ অসি তব খসিয়া পড়িবে—
বীর-ব্রত সব তব পণ্ডশ্রম হবে।
ধরায় বীরত্বে তব কলঙ্ক রটিবে।

সুরথ। [উত্তেজিত হইয়া] ভগবন্!
রক্ষা কর মোরে,
দাও বল—ভুলে যাব ভ্রষ্টা রঞ্জিতারে।

জনৈক সৈনিকের গুপ্তপত্র হস্তে প্রবেশ।

ভৈরব। হের পুনঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণ,
গুপ্তলিপি রঞ্জিতার,
ল'য়ে যায় ওই দেখ যবন-শিবিরে।

সুরথ। [উত্তেজিতভাবে] কে তুই ? কোথা যাস্, বল্।

সৈনিক। [ভয়ের অভিনয় দেখাইয়া] আজ্ঞে—আজ্ঞে— আমি ভৃত্য, আমার কোন দোষ নাই। রাজকুমারী এই পত্র নিয়ে যবন-সেনাপতি চণ্ডবেগের কাছে যেতে বল্লেন।

সুরথ। কৈ সে পত্র ? দে।

সৈনিক। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আমি গরীব, আমার শির যাবে, কিছুতেই রাজকুমারীর হাতে রক্ষা থাক্‌বে না, হুজুর !

সুরথ। আমিই তোকে রক্ষা কর্‌ব। দে—আগে পত্র দে।

[সৈনিক ভয়ে ভয়ে পত্র দিল]

ভৈরব। দেখ বীর, কি ভীষণ লিপি !

সুরথ। [ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে পত্র পাঠ করিলেন এবং পত্র ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া] দূর হ'।

ভৈরব। দেখ বীর, কি ভীষণ কুলটা-চরিত !

সুরথ। ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ! একবারে গড়্‌গড়্ ক'রে ভেঙে পড়্, পৃথিবি ! নারী-কলঙ্কের হাত হ'তে বাঁচ্‌তে চাস্ যদি, তবে এখনি এই মুহূর্ত্তেই নিজ মুখ রসাতলের মহা অন্ধকারে গিয়ে লুকিয়ে রাখ্। ওহো হো, কি ভীষণ—কি ভয়ঙ্কর ! দাঁড়া—রঞ্জিতা, দাঁড়া, আমি এই তোর যম যাচ্ছি।

[অসি নিষ্কাষিত করিয়া বেগে প্রস্থান।

ভৈরব। [সৈনিকের প্রতি] ঠিক্ হ'য়েছে, সৈনিক ; তুমি এখন স্থানান্তরে যাও, যথা সময়ে পুরস্কার প্রাপ্ত হবে।

[প্রণামান্তে সৈনিকের প্রস্থান।

রঞ্জিতার কলঙ্কবীজ আজ বিশেষরূপে নির্ব্বোধ সুরথের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রোথিত করেছি। যে, কয়দিন হতভাগ্য বেঁচে থাক্‌বে, সে কয়দিন তাকে তুষানলে দগ্ধ হ'য়ে যেতে হবে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার, রঞ্জিতাকে চাই-ই! রঞ্জিতাকে হত্যা কর্‌বার জন্য নির্ব্বোধ ছুটে গেল, কিন্তু সে পথ পূর্ব্ব হ'তেই রুদ্ধ ক'রে রেখেছি; অলক্ষ্যে ছায়ার ন্যায় আমার প্রেরিত পিঙ্গলার বিশ্বস্ত সৈন্যদল রঞ্জিতাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য নিযুক্ত রয়েছে। ও দিকে যবন-সেনাপতি চণ্ডবেগের লোলুপ দৃষ্টিও রঞ্জিতার উপরে এখন ন্যস্ত, কিন্তু ভৈরবানন্দের কবল হ'তে কারো সাধ্য নাই যে, রঞ্জিতাকে কেড়ে নিতে পারে। সময় উপস্থিত হ'লে সকলের চক্ষে ধূলি দিয়ে ভৈরবানন্দ তার মুখের গ্রাস নিয়ে অদৃশ্য হবে। তারা! তোর ইচ্ছা মা! ভৈরবানন্দের শেষ চেষ্টা সফল করিস্, মা!

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিবির প্রান্ত।

চণ্ডবেগের প্রবেশ।

চণ্ড। কি দেখ্‌লুম! যুধ্যমান্-অসংখ্য-সৈন্যসঙ্ঘের উদ্দীপ্ত কৃপাণ-শ্রেণীর চকিত বিদ্যুদ্বিকাশের মধ্যে রণোন্মত্তা বীরাঙ্গনা-মূর্ত্তিরূপিণী—সে কি দেখ্‌লুম? বিস্তৃত রণপয়োধির উদ্বেল তরঙ্গমালা-সঙ্কুল ফেনিল-রুধির-রঞ্জিত রক্তিম-নীরে প্লবমান রক্তোৎপল সদৃশ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি—সে কি দেখ্‌লুম! দেখ্‌লুম যে, সে একটা স্বর্গের প্রদীপ্ত গরিমা নেমে এসে মুহূর্ত্ত মধ্যে বিপক্ষদল পদদলিত ক'রে চ'লে গেল! দেখ্‌লুম—সে একটা স্ফুরিত দামিনীচ্ছটা আকাশের ঘনঘটা থেকে ছুটে এসে চকিতে চরাচর চমকিত ক'রে চ'লে গেল! দেখ্‌লুম—সেই লাবণ্যময়ী বিধাতার মানসকল্পিত প্রতিমা এসে তার সমস্ত সৌন্দর্য্যটুকু আমার মুগ্ধ চক্ষের মধ্যে ভ'রে দিয়ে চ'লে গেল! আমি অমনি সেই মুহূর্ত্তে প্রাণ ভ'রে সেই রূপসুধা পান করতে করতে আত্মহারা হ'য়ে পড়্‌লুম; শত্রু-সংহারে উদ্যত অসি অজ্ঞাতসারে আমার হাত থেকে খ'সে পড়্‌ল। সে সময়ে সহসা সেখানে যদি আমাদের বিজয়ী সেনার জয়ধ্বনি উত্থিত না হ'ত, বোধ হয়, আমার সেই লুপ্ত চৈতন্যকে আরো বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ফিরে পেতুম না। যখন চৈতন্য ফিরে এলো, তখন চেয়ে দেখি, সেনাপতি সুরথসিংহের শাণিত তরবারি আমার মস্তকের উপর ঝুলছে। ক্ষিপ্রহস্তে তন্মুহূর্ত্তে

আত্মরক্ষা কর্‌তে না পার্‌লে, এতক্ষণে আমার ছিন্নদেহ হয় ত সেই রণক্ষেত্রে লুণ্ঠিত হ'ত। কিন্তু কি দেখ্‌লুম! বিধাতৃ তুলিকার সেই নিখুঁত ছবি, এখনও আমার মানস-চক্ষের সমক্ষে ভেসে বেড়াচ্ছে। মনে পড়ে সেইদিন—যেদিন সেই অলোক-ললাম সুন্দরীকে অপহরণ ক'রে অরণ্যমধ্যে তার কোমল বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ ক'রে পলায়ন করেছিলুম, কিন্তু সেদিন দেখেছিলুম তাকে—দস্যুর চক্ষে, আর আজ দেখেছি তাকে—প্রেমের চক্ষে। সেদিন চেয়েছিলুম—তার বক্ষঃস্থলে ছুরিকা বিদ্ধ কর্‌তে, আর আজ চেয়েছিলুম—তার কোমল বক্ষ নিজ বক্ষস্থলের মধ্যে পুরে রাখ্‌তে। এখন কি উপায়ে রঞ্জিতাকে লাভ করা যায়? অনুনয়ে? তোষামোদে? না—তা হ'বে না, দস্যুর ব্যবহার সে কখনই ভুলে যায় নি, তবে? ছলে বা কৌশলে, কিংবা বল প্রয়োগে। এ ভিন্ন অন্য উপায় অবলম্বন বৃথা হবে।

গোরাচাঁদের প্রবেশ।

গোরাচাঁদ।— গান।

কেন ঝাঁপ দিবি আগুনে?
কেবল, পুড়ে মরাই সার হবে তোর (আমি) দেখেছি গুণে॥
সতীর প্রতি অত্যাচারে রাবণ রাজা মলো,
সোণার লঙ্কা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পুড়ে শ্মশান হ'ল,
তবু কেন সেই পথে যাও, এ সব জেনে শুনে॥

চণ্ড। এখনি এখান্ থেকে দূর হ' বল্‌ছি।

গোরাচাঁদ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

দূর দূর ক'রে যতই কর্‌বি দূর,
ততই যে তোর দূর হ'তে ত থাক্‌বে না আর দূর,
অমন্ কত অসুর হ'য়ে গেছে দূর, ঝাঁপ দিয়ে ওই পাপাগুনে॥

চণ্ড। তবে এই দেখ—[অস্ত্র বহিষ্করণ]

গোবাচাঁদ।— [পূর্ব্ব গীতের শেষাংশ]

তুই ভয় কি দেখাস্ ওরে ক্ষ্যাপা শোন,
বুঝে চল্-না সোজা পথে আপ্‌নার ওজন,
ওরে, মরণ-পাখা উঠেছে তোর, তাই বাড়্ বেড়েছে বিশগুণে ॥

[প্রস্থান।

চণ্ড। কি লজ্জা! কি ঘৃণা! অসি উত্তোলন ক'রেও আঘাত করতে পার্‌লুম না—হাত কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, বুকের ভেতর স্পন্দন আরম্ভ হ'ল, চ'খে আঁধার জমাট হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, পৃথিবী যেন পায়ের তলা দিয়ে স'রে যেতে লাগ্‌ল! কিন্তু তবুও বঞ্জিতাকে যে চাই, তাতে প্রাণ যায় আর থাকে। [পদচারণ]

রংদার সহ হোসেন-আলির প্রবেশ।

হোসেন। চণ্ডবেগ!

চণ্ড। [ত্রস্তভাবে দেখিয়া] আজ্ঞে জাঁহাপনা যে? [কুর্নিশ করণ]

হোসেন। কিসের অত চিন্তা, সেনাপতি?

চণ্ড। না—এমন কিছু নয়, খোদাবন্দ্!

হোসেন। তুমি কথায় তেমন কিছু নয়, বল্‌ছ বটে, কিন্তু তোমার বিশুষ্ক মুখ, কুঞ্চিত ললাট, সোদ্বিগ্ন দৃষ্টি, এ সবই যে তোমার মনে ঠিক দুশ্চিন্তার অভিব্যক্তি, চণ্ডবেগ!

চণ্ড। যুদ্ধের বিষয় চিন্তা কর্‌ছিলুম।

হোসেন। পাঞ্চালের এই সামান্য যুদ্ধ যে চণ্ডবেগের মস্তিষ্ক আলোড়িত কর্‌তে পারে, এমন বিশ্বাস কর্‌তে আমি বোধ হয়, কখনই রাজী নই।

চণ্ড। শরীরটা বড় সুস্থ নাই, জাঁহাপনার হুকুম পেলে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করতে যেতে পারি।

হোসেন। [ঈষৎ হাস্য করিয়া] আচ্ছা যাও।

[চণ্ডবেগের প্রস্থান।

চণ্ডবেগের এ দুশ্চিন্তার কারণ—একমাত্র রঞ্জিতার রূপ। যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। উন্নত সৌধ-চূড়ায় দাঁড়িয়ে যখন যুদ্ধ ব্যাপার দর্শন করছিলুম, তখন সহসা একবার চণ্ড-বেগের উপরে আমার দৃষ্টি পড়ে, তখন দেখলুম, অদূরে বীরাঙ্গনা রঞ্জিতা প্রাণপণে যুদ্ধে ব্যস্ত, আর চণ্ডবেগ যন্ত্র-পুত্তলিকার মত একদৃষ্টে সেই-দিকে চেয়ে আছে—শিথিল মুষ্টি হ'তে স্খলিত অসির দিকে পর্য্যন্ত লক্ষ্য নাই, এরূপ অসতর্ক যুদ্ধ, চণ্ডবেগের এই প্রথম। কি বল, রংদার, দুনিয়ায় নারীর রূপ বড়ই মজাদার চিজ্—যাতে চণ্ডবেগের মত সেনাপতিরও মুণ্ড ঘুরিয়ে দেয়?

রংদার। তা মনে করুন—দুনিয়ার ভেতর ও বৈ—মনে করুন আর আছে কি?

হোসেন। সেনাপতির মুণ্ডও ঘুরে গেছে, বুঝেছ?

রংদার। মনে করুন—তা না বুঝলে চলবে কেন, মনে করুন।

হোসেন। কেবল বুঝলে না এক যা তুমি!

রংদার। কৈ আর বুঝলেম, মনে করুন—

হোসেন। আচ্ছা রংদার, এই পাঞ্জাবে এসে কোনও নারীর উপর তোমার নজর পড়েছে, বলতে পার?

রংদার। তা বলতে পারি কৈ, মনে করুন।

হোসেন। তুমি তবে বাঁচ কি ক'রে বল ত?

বংদার। তাই ত মনে করুন, বাঁচি কি ক'রে, ওটা আমিও ভাবি, মনে করুন।

হোসেন। দুনিয়ায় তোমার জন্মই বৃথা।

বংদার। মনে করুন, একবারে একটা ভয়ানক বৃথা।

হোসেন। সেদিন পিঙ্গলা রাণীকে ভাল ক'রে দেখেছিলে, বংদার ?

বংদার। হাঁ—বেশ ক'রেই দেখেছিলুম, মনে করুন।

হোসেন। সে কি আমার হবে ব'লে তোমার মনে হয় ?

বংদার। হাঁ—নিশ্চয়ই মনে করুন, না হ'য়ে কি যাবার যো আছে, মনে করুন।

হোসেন। কেন ? কিসে ?

বংদার। মনে করুন, সেটা বেশ বঝ্‌তে পার্‌লুম না।

হোসেন। শেষটা কাজ উদ্ধার ক'রে ফাঁকি দেবে না ত ?

বংদার। মনে করুন, সেটাও একটা কথা বটে।

হোসেন। এত সাহস হবে ?

বংদার। তা' কি হ'তে পারে, মনে করুন ?

হোসেন। তুমি ত দেখ্‌ছি, 'হাঁ' তেও আছ, 'না' তেও আছ।

বংদার। হাঁ—তা দুটোতেই আছি, মনে করুন।

হোসেন। চল যাই—শিবির মধ্যে এখন।

বংদার। সে যেতে হয় বৈকি, মনে করুন। হ্যা—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হোসেন আলিখাঁর শিবির।

বান্দা ও বাঁদী।

গান।

বান্দা।— আছি তোর পীরিতে মরা।
কেবল, তোরই তরে কাঁদি রে বাঁদী, তবু দিস্ নে কেন ধরা ॥
বাঁদী।— বান্দা তোর ঝাড়ুর সাথে পিরীত,
দু'খা ক'সে মারব হেসে, এইত প্রেমের রীত,
বান্দা।— সে তোর নয় ক' ঝাড়ু, প্রেমের ঝাড়ু, সে যে টাট্‌কা রসে ভরা ॥
বাঁদী।— ও আমার বুড়ো জাম্বুবান্,
বান্দা।— তুই মোর লক্কা পায়রা, প্রেম-পেয়ারা ওরে বিবিজান্,
বাঁদী।— এবার, করে গুল্‌জার, মারব পয়জার (তবেই) ছাড়্‌বি পিরীত করা ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ঠাকুর-বাড়ী।

চক্ষুমুদ্রিত করিয়া ভাবোন্মত্তভাবে পূর্ণানন্দ স্বামীর প্রবেশ।

পূর্ণা। পলকে পাই আবার পলকে হারাই, কেন—ঠাকুর! এই লুকোচুরি খেলা? চঞ্চল মেঘান্তরিত চাঁদের ন্যায় ক্ষণেক ডোব, ক্ষণেক ভাস, কেন এ চাতুরী, কালাচাঁদ? সমীর-চালিত পত্রান্তরাল পতিত কৌমুদীর ন্যায় ক্ষণেক দৃশ্য হও, আবার ক্ষণেক অদৃশ্য হও, কেন এ ছল, ছলনাময়? কেন হৃৎপদ্মে তোমায় স্থির ক'রে রাখ্‌তে

পারি না, প্রাণময়? যেন তোমার সাথে আত্মায় আত্মায় চির সম্মিলিত হ'য়ে নিত্যানন্দ লাভ কর্‌তে পারি না, চিন্ময়? মাঝে মাঝে কেন এ বিচ্ছেদ ঘটাও, প্রেমময়? এই যে এসেছ, এই যে বসেছ, এই যে সজেছ, আর যেন স'রে যেয়ো না—আমার পূর্ণহৃদয় শূন্য ক'রে আবার যেন ছেড়ে যেয়ো না, নির্দ্দয়! আমি যে তোমা ছাড়া কিছু জানি না, কৃষ্ণ! আমি যে তোমা ছাড়া কিছু চাহি না, হরি! আহা হা! কি তৃপ্তি! কি শান্তি! কি নির্বৃতি! [স্থিরভাবে হৃদয় মধ্যে কৃষ্ণ দর্শন করিতে লাগিলেন]

গীতকণ্ঠে দয়ালচাঁদের প্রবেশ।

দয়াল।—   গান।

আঁখি মুদে আঁধার হৃদে (ওরে ক্ষ্যাপা) বল্‌ কারে তুই দেখিস্—
বল্‌ কারে তুই দেখিস্।
আপন মনে কার সনে তুই বল্‌-না কথা বলিস্—
বল্‌-না কথা ব'লিস্॥
ওরে বল্‌ কে তোর হয় সে,
যার তরে তুই নয়ন-জলে সদাই যাস্ ভেসে,
অমন্ ক'রে হৃৎপিঞ্জরে কোন্ পাখী তুই রাখিস্—
কোন্ পাখী তুই রাখিস্।
এত ভালবাসা-বাসি কার্ সাথে তোর বল্,
একটু খানিক না দেখ্‌লে হ'য়ে যাস্ পাগল,
যারে পেলে স্বর্গ ফেলে শুধু তারে নিয়ে থাকিস্—
শুধু তারে নিয়ে থাকিস্॥

পূর্ণা। কৈ? বাঁশী থেমে গেল যে? বাজাও—বাজাও, ঐ বাঁশীর মধুর স্বরে সমস্ত সংসার ডুবে যাক্, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঐ বাঁশীর স্বরে ডুবিয়ে দিয়ে কেবল ঐ এক স্বর আমার কানে বেজে উঠুক্।

দয়াল।— গান।

বাঁশী বাজ্‌ছে ওরে দিবা-নিশি, থামে না সে কোন কালে।
কাণ পেতে শোন্ বাজ্‌ছে কেমন দিবা নিশি সাঁঝ-সকালে॥
ঐ যে ধরেছে পাখী তান্,
সেই তারি বাঁশী পাখীর স্বরে জুড়িয়ে দিচ্ছে কাণ,
(ঐ শোন্) কুলু কুলু তানে, আকুল পরাণে তটিনী গাহিছে তালে তালে॥
ঐ যে, আকাশ ভ'রে উঠছে বাঁশীর তান্,
বিজনে বিপিনে যমুনা পুলিনে সেই একই স্বরের গান,
সেই স্বর-সাগরের ঢেউ ব'য়ে যায়, সেই একই লয়ে একই তালে॥

ধীরসেন সহ কমলাদেবীর প্রবেশ।

ধীর।— গান।

ঐ বাজায় বাঁশী কালশশী শোন্ মা প্রাণভ'রে।
দূর কর্ মা ক্ষুধা- ভবের ক্ষুধা ওই সুধা পান ক'রে॥
যে বাঁশীতে গোকুলবাসীর আকুল হ'ত প্রাণ,
যে বাঁশীতে শ্যাম-যমুনা বহিত উজান
সেই রাধানামের সাধা বাঁশী ওই বাজে কালশশীর করে।
বাঁশী ডেকে বলে গভীর স্বরে, "আয় কাছে আয় কেন দূরে,"
আমি বাজি কেবল তোদের তরে, নিতে তোদের প্রাণটী হ'রে॥

কমলা। কি খেলা খেল্‌বি আজ, বনমালি?

দয়াল। আজ একটা চমৎকার খেলা খেলে তোদের দেখাব। সে খেলায় তোকে মা আজ কুরুক্ষেত্রের সুভদ্রা সাজ্‌তে হবে, সে খেলায় তোকে আজ বড় একটা পরীক্ষা দিতে হবে। সেই পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌লে তবেই জান্‌ব, তোরা আমায় যথার্থ ভালবাসিস্। আয় সকলে আমার সাথে, আমার খেলা দেখ্‌বি আয়।

[অগ্রে দয়াল পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কারাগার।

শৃঙ্খলাবদ্ধ পুরঞ্জন ও বীরসেনকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ।

পুর। [উন্মত্তভাবে] শুন্‌ছিস্ বীরু! কালো কুকুরগুলো আজ কেমন বিশ্রী ঘেউ ঘেউ কর্‌ছে। ওদের বিকট শব্দ থামিয়ে রাখে, এমন কি কেউ নাই? ঐ বুঝি তার মধ্যে থেকে একটা ভীষণ কালো কুকুর এইদিকে ছুটে আস্‌ছে, চোখ দুটো কেমন আগুনের মত জ্বল্‌ছে, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্—কি ভয়ানক। ঐ যে কুকুরটা তোর বুকের উপর লাফিয়ে পড়্‌ল। ওই—ওই, গলার টুঁটি কামড়ে ধর্‌লে, এইবার একটা দি লাফ্—বল হরি হরিবোল।

ত্বরিত পদে পিঙ্গলা ও ছুরিকাহস্তে দুর্দ্দান্তসিংহের প্রবেশ।

পিঙ্গলা। দুর্দ্দান্ত! দাও—ছুরি বসিয়ে দাও, ছুরি বসিয়ে দাও।

দুর্দ্দান্ত। আয় কুকুর! তোরে সাবাড়্ ক'রে দিই। [ধাক্কা দিয়া বীরসেনকে ভূতলে ফেলিয়া বক্ষের উপর বসিন]

বীরসেন। পিতা! পিতা! চোখ ঢাক, জগৎ সংসার! মুখ ফেরাও; চন্দ্র সূর্য্য! অস্তাচলে ডুবে যাও। সমীরণ! মুহূর্ত্তের জন্য থেমে যাও। দাও—দুর্দ্দান্ত, ছুরি বসিয়ে দাও। আর সেই তপ্ত রুধির অঞ্জলি পূরে নিয়ে সেই অন্ধ ঈশ্বরের চ'খে মুখে ছড়িয়ে দাও।

পিঙ্গলা। একেবারে যেন হতভাগ্যের মৃত্যু হয় না, অতি নির্দ্দয় রূপে সর্ব্বাঙ্গে ছুরির আঘাত কর, উদ্ধত কুকুর দারুণ যন্ত্রণা পেতে পেতে মরুক্।

বীর। নতুবা পিঙ্গলার নিষ্ঠুরতা-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হবে না। ওহো—হো পিতা। আমার পরে বোধ হয়, তোমাকে। সে দৃশ্য দেখ্‌তে হ'ল না—তার জন্য অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিই।

দুর্দ্দান্ত। এইবার তাই দে। [বীরসেনের সর্ব্বাঙ্গে ছুরিকা আঘাত]

বীর। [যন্ত্রণায় ছটফট্ এবং ওলোট পালোট করিতে করিতে] উঃ—উঃ—

পুর। [বীরসেনের অবস্থা দেখিতেছিলেন, আর অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছিলেন] ওরে—দিই লাফ্—দেবো লাফ্?

পিঙ্গলা। কেমন কুক্কুর। ঠিক্ হচ্ছে?

[দুর্দ্দান্ত ছুরিকাঘাত করিতে লাগিল এবং রক্তস্রাব হইতে লাগিল]

বীর। উঃ—উঃ—মা। মাগো। কোথায় তুমি, একবার তোমাকে দেখ্‌তে পেলেম না। চল্‌লেম—জন্মের মত চল্‌লেম। উঃ—আঃ—

[মৃত্যু]

পিঙ্গলা। সাবাড়?

দুর্দ্দান্ত। নিশ্চয়। [উঠিয়া দাঁড়াইল]

পিঙ্গলা। ব্যস্, আপদ্ গেল, শূরসেনের রাজ্যলাভের একটা প্রধান কণ্টক নির্ম্মূল হ'ল।

পুর। ঐ যে—ঐ যে বৈতরণী, রক্তের বড় বড় ঢেউ, তপ্ত টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটছে, ঝাঁপ দেবো—ডুব্‌ব। দে রে—আমার একবারটী ছেড়ে দে, আমি ডুব্‌ব। বীরু। বীরু। একাই চ'লে গেলি, বাপ? অথর্ব্ব পিতাকে সঙ্গে নিলি নে? ফেলে চ'লে গেলি? তবে একবার খুব জোরে বলি, বল হরি হরিবোল। ঐ যায়—ঐ যায়—বীরুকে নিয়ে যমদূতেরা ঐ চ'লে যায়। দেখি—দেখি, কোন্ দিকে যায়।

[একদৃষ্টে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান]

প্রতিহারীর প্রবেশ।

পিঙ্গলা। কি ?

প্রতিহারী। বড়রাণী, ধীরসেন, গুরুজী আর সেই রাখালটা কুমারের মৃতদেহ দেখ্‌তে চায়। কি হুকুম হয় ?

পিঙ্গলা। এখনি তাদের এখানে নিয়ে আয়।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

দুর্দ্দান্ত। বেশ হয়েছে, বড়রাণী আপনা হ'তেই আস্‌ছে, আসুক্‌, স্বচক্ষে পুত্রের দশা দেখুক্‌, আর বুক্‌ চাপ্‌ড়ে মরুক্‌। চল দুর্দ্দান্ত, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইগে। বাকী একমাত্র—সুরথসিংহ।

পিঙ্গলা। হতভাগ্য এইবারই শেষ হবে। এস যাই।

[পিঙ্গলা ও দুর্দ্দান্তের প্রস্থান।

পূর্ণানন্দ, কমলা, ধীরসেন ও দয়ালচাঁদের প্রবেশ।

দয়াল। ঐ দেখ, ভদ্রা। তোর অভিমন্যু তার খেলা শেষ ক'রে চ'লে গেল।

ধীর। ওকি ? দাদা। দাদা।

কমলা। ডাকিস্‌ নে, ধীরু। বীরু আমার শান্তিধামে চ'লে যাচ্ছে, পেছু ডেকে বাধা দিস্‌ নে। বীরুর মুক্ত-আত্মা সংসারের সকল বাঁধন ছিঁড়ে আজ হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে যাচ্ছে, আর দুঃখ কষ্ট তাকে স্পর্শ ও কর্‌তে পার্‌বে না।

পূর্ণানন্দ। আহাহা। কি তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ রে। সংসার যা কখনো দেখে নি, যা কখনো শোনে নি, তাই আজ চোখের উপরে ভাস্‌ছে। মা হ'য়ে সন্তানের মৃতদেহ চোখের উপর দেখে স্থির থাক্‌তে পারে, তা আজ এই প্রথম দেখ্‌লেম। কি শক্তিময়ী তুই মা। কি

জ্ঞানময়ী তুই মা! যথার্থ জ্ঞান তুইই লাভ করেছিস্, মা? যথার্থ প্রেম তুইই বুঝেছিস্, মা! হরি! হরি! হরি!

কমলা। চলুন গুরুদেব! আমার বীরুর দেহ নিয়ে শ্মশানক্ষেত্রে সৎকার করিগে।

[পূর্ণানন্দ, কমলা ও ধীরসেন বীরসেনের মৃতদেহ লইয়া চলিলেন, দয়ালচাঁদ সকলের অগ্রে যাইতেছিলেন।

দয়াল।— গান।

এই একই পথে সবার গতি।
কত চ'লে গেছে, কত চ'লে যাবে, কত যাচ্ছে আবার সম্প্রতি॥
কত সাজে সেজে এসে খেলে জীব এই রঙ্গালয়ে,
খেলা সেরে সবাই শেষে চলে যাবে নিজালয়ে,
এমন চিরদিনই চ'লে আসছে কার সাধ্য তার রোধে গতি।
কেউ মরে না এ সংসারে, আবার নূতন সাজে আসে,
যেমন, ছেঁড়া কাপড় ছেড়ে ফেলে পরে নূতন বাসে,
বৃথা কেঁদে ম'রে থাকে যারা, লয়ে তাদের ভ্রান্তমতি॥

[প্রস্থান।

পুর। হা—হা—হা—[অট্টহাস্য]

[পুরঞ্জনকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

বীরাঙ্গনাগণ সহ রঞ্জিতার প্রবেশ।

সকলে।— গান।

নেচে আয় মা মুণ্ডমালি।
থিয়া থিয়া থিয়া, তাথিয়া তাথিয়া ভৈরবি ভয়ালি॥
আয় মা মহিষাসুর-মর্দ্দিনি, মধু-কৈটভ-রিপুঘাতিনি,
দিগম্বরি ভয়ঙ্করি শঙ্করি শ্মশান কালি॥
দে মা শত্রু-দলনে শক্তি, দে মা তব চরণে ভক্তি,
দে মা অভয়, ল'য়ে বরাভয়, দাঁড়া এসে মা করালি॥

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রণক্ষেত্র।

[উভয়ের সৈন্যদলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ। কিঞ্চিৎ পরে চণ্ডবেগের ও সুরথসিংহের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ। অপর দিক্ দিয়া দুর্দ্দান্ত সহ বীরাঙ্গনাগণ ও রঞ্জিতার যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ, ক্ষণকাল পরে যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।]

অপর দিক্ দিয়া চণ্ডবেগের প্রবেশ।

চণ্ড। রণভঙ্গ দিয়ে করিনু প্রস্থান,
অন্তরাল হ'তে দেখিবার তরে

রঞ্জিতারে নিশ্চিন্ত-অন্তরে ।
[নেপথ্যে দেখিয়া]
ওই ইন্দুনিভাননা স্বর্ণ-বল্লরী—
প্রিয়তমা রঞ্জিতা আমার ।
আহা মরি মরি, অলোক-সুন্দরী !
ইচ্ছি মনে, দিবা বিভাবরী
হেরি ওই ফুল্ল সরোজিনী ।
জীবনে মরণে ও হেন রতনে
নাহি কভু ভুলা যায় ।
কি করি উপায় হায়, প্রাণ যায়—
কেমনে ও চারুমালা
কণ্ঠে মোর করিব ধারণ ?
ওই পুনঃ অসি করে, বিদ্যুৎ ঝলকে
দীপ্ত অসি করিয়া ঘর্ণন,
মত্ত মাতঙ্গিনীসমা দলি' শত্রুদলে,
বিমুক্তকুন্তলা নারী ভ্রমে রণস্থলে ।
বীরত্বে নারীত্বে—কঠিনে কোমলে—
উজ্জ্বলে মধুরে কিবা মধুর মিলন !
করে আকর্ষণ শত চুম্বকের ন্যায় ।
ওই চারুমুখ, ওই পুনঃ অপাঙ্গ বঙ্কিম,
ওই রক্তাধর, তাহে আরক্ত কপোল,
বিলোল অলকদাম, পীন বক্ষঃস্থল,
কৃশোদর, পৃথুল জঘন—
কন্দর্পের চির-লীলাভূমি !

মুগ্ধ আঁখি মোর
লুব্ধ সদা ও সৌন্দর্য্য-পানে।
আত্মহারা জ্ঞানহারা আমি,
নাহি পারি অসি ধরি' করিতে সংগ্রাম।
ওই ধ্যান, ওই জ্ঞান, ওই জপমালা—
কই কোথা গেল বালা ?
ক্ষণেকের তরে দামিনী বিকাশি'
লুকাইল পুনঃ বুঝি মেঘ অন্তরালে।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি]

ওই জয়ধ্বনি আমাদের,
ওই অস্ত্রক্ষত—জর্জ্জরিত—
অর্দ্ধভগ্ন অসিকরে যুঝিছে সুরথ ;
এইবার হতভাগ্য যাবে মৃত্যুমুখে।
যাই—যাই, হইয়া মিলিত,
নিমেষে নিঃশেষ করি দুরন্ত সুরথে।

[প্রস্থান।

বেগে সুরথসিংহের প্রবেশ।

সুরথ। গেল—গেল—সব গেল !
অবশেষ সৈন্যদল—যা ছিল সম্বল,
একে একে তারা
রাজ-ভক্তি-পরাকাষ্ঠা দেখায়ে জগতে,
আজি হায়, প্রাণ দিল হাসিতে হাসিতে।
আর নাহি পাঞ্চালের আশা !
হায় মহারাজ !

না পারিনু উদ্ধারিতে তোমা।
হ'ল না—হ'ল না মম প্রতিজ্ঞা-পালন,
হ'ল না—হ'ল না মম ব্রত-উদ্যাপন।
এখনও যুদ্ধ করে পাপিষ্ঠা বঙ্গিতা।
চণ্ডবেগে মজিয়াছে যদি,
তবে কেন করে রণ বিরুদ্ধে তাহার?
কিছু না বুঝিতে পারি,
অত্যাশ্চর্য্য রমণী-চরিত্র।
দূর হ'ক্ কুলটা-প্রসঙ্গ,
স্মরণেও পাপ তার কহে সর্ব্বজনে।

সহসা গোরাচাঁদের প্রবেশ।

গোরাচাঁদ।— গান।

সে যে খাঁটি সোণা।
কেন বোকার মত ধোঁকা খেয়ে ছুড়ে ফেলিস্ ফুলের দোনা॥
তোর সঙ্গে ফিরছে সেই ঘোর কাপালিক অলীক কথা ক'য়ে,
তুই, বেকুব ব'লেই চিন্‌তে নারিস্, মরিস্ ভুলের বোঝা ব'য়ে,
সুধা কি বিষ দেখ্‌লি না হায়, একবার ক'রে বিবেচনা॥

সুরথ। অ্যা! কি বল্লে, গোরাচাঁদ? তুমি সত্য বল্ছ, বঙ্গিতা কলঙ্কিনী নয়? আমি তোমাকে দেবতা ব'লে বিশ্বাস করি।

গোরাচাঁদ।— [পূর্ব্বগীতাবশেষ]

সে যে, স্বর্গের আলো নেমে এসে ভূতলে পড়েছে,
তুই অন্ধ ব'লেই তাই ত তোর কপাল পুড়েছে,
সেই শক্তিময়ী সতীর নামে (হয়েছে তোর) মিছে কথা শোনা॥

[প্রস্থান।

সুরথ। তা' হ'লে নিশ্চয়ই সেই দুষ্ট কাপালিকের জাল-পত্র, নিশ্চয়ই জ্যোতির্ব্বিদ্ ছদ্মবেশী কাপালিক। রঞ্জিতা! এখন বুঝ্তে পেরেছি, তোমার কোমল বুকে আমি কি ভীষণ বজ্রাঘাত করেছি! কিন্তু—কিন্তু: রঞ্জিতা! আর বুঝি ভগবান্ তোমার কাছে আমাকে নিঃসংশয় চক্ষে উপস্থিত হবার অবসর দিলেন না। হোঃ—কি অনুশোচনা। [নেপথ্যের দিকে চাহিয়া] ঐ রঞ্জিতাকে বধ কর্‌তে দুর্দ্দান্ত অসি উত্তোলন করেছে, যাই—এখনি যাই।

[প্রস্থান।

বেগে রঞ্জিতার প্রবেশ।

রঞ্জিতা। এ কি দেখ্‌লেম! দুর্দ্দান্তের উদ্যত অসি আমার মস্তকে পতিত হবার পূর্ব্বেই সুরথসিংহ তাতে ব্যাঘাত দিলে কেন? পলকে দেখ্‌লেম, সে মুখ যেন আজ কেমন একটা অনুশোচনায় পূর্ণ! সে দৃষ্টিতে যেন কেমন-একটা হৃদয়ভেদী কারুণ্য মাখান। তবে কি সুরথের ভুল ভেঙেছে? যাক্—সে ভাব্‌বার অবসর রঞ্জিতার এ জীবনে বুঝি আর হবে না। ঐ—দাদার মৃত্যু-মলিন মুখ আমার দিকে কাতরভাবে চেয়ে রয়েছে; ঐ পিতার উন্মাদ চক্ষু দুটী চোখের উপর ঘুরছে, ঐ সুরথসিংহকে মধুমক্ষিকার মত বিপক্ষসেনা ঘিরে ফেলেছে, ঐ আমার বীরাঙ্গনার দল আমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে, যাই—যাই—তারা! মুখ রাখিস্ মা!

[বেগে প্রস্থান।

সৈন্যদলে পরিবেষ্টিত দুর্দ্দান্ত ও চণ্ডবেগের সহ যুধ্যমান্ একাকী সুরথসিংহের প্রবেশ।

সুরথ। কাপুরুষ শৃগালের দল! হা ধিক্—এই তোদের পুরুষত্ব? এই তোদের-বীরত্ব? অসিমাত্র-সহায় একা আমাকে শত শত শৃগাল তোরা

একসঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর্‌ছিস্। কিন্তু যে কলঙ্কমসী দ্বারা তোরা তোদের ইতিহাস কলঙ্কিত ক'রে গেলি, সে কালিমা যুগ-যুগান্তরেও বিলুপ্ত হবে না।

দুর্দ্দান্ত। আর বৃথা বাক্যব্যয় না ক'রে এখন তোর অভীষ্ট দেবতাকে স্মরণ কর্।

সুরথ। অভীষ্টদেবী আমার জন্মভূমি, অভীষ্টদেব আমার রাজা, শেষ শোণিতবিন্দু পতন পর্য্যন্ত এঁদের নাম বিস্মৃত হব না।

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

বেগে প্রেমচাঁদের প্রবেশ।

প্রেম। আর রক্ষা হ'ল না, শত শত যুধ্যমান্ সৈন্যের ঘৃণিত আক্রমণ, শত শত শাণিত অস্ত্রের একসঙ্গে আঘাত—কতক্ষণ রক্তমাংসের শরীর সহ্য কর্‌তে পারে? হায়—হায়, পাঞ্চালের শেষ আশা—শেষ ভরসা আজ বুঝি চিরদিনের জন্য নিঃশেষ হ'ল! হায়, "অদৃষ্ট" নাটকের শেষ দৃশ্যগুলি যে এইরূপে লোকলোচনের সমক্ষে অভিনীত হবে, তা' কে ভেবেছিল? আর সে কি ভীষণ দৃশ্য, সর্ব্বাঙ্গ হ'তে তীব্রবেগে রক্তস্রাব, দুর্ব্বল শিথিল মুষ্টি হ'তে মুহুর্মুহু অস্ত্রের স্খলন, পুনঃ গ্রহণ, চক্ষুর্দ্বয় হ'তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ, ভ্রাম্যমান্ চক্রের ন্যায় অবিরত ভ্রমণ, কুর্দ্দন, উল্লম্ফন, মুখে ঘন ঘন হুঙ্কার, আত্মহারা—জ্ঞানহারা—কি ভীষণ দৃশ্য! কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ! দূর হ'তে সেনাপতির এই নির্ভীক মূর্ত্তি দেখে বিস্ময়ে ডুবে গেলেম—ভক্তিতে আর্দ্র হ'য়ে গেলাম, আর উচ্চৈঃস্বরে বল্‌লেম, মাতঃ বসুন্ধরা। সার্থক তুই যে, এমন সুসন্তানকে বক্ষে স্থান দিয়েছিলি। যাই—দেখিগে, এতক্ষণ হয় ত কি সর্ব্বনাশ ঘটল!

[বেগে প্রস্থান।

টলিতে টলিতে রক্তাক্ত কলেবরে সুরথসিংহের প্রবেশ।

সুরথ। ওঃ—না, পারলেম না, এতদিনে সব ফুরাল। সব আশা ভেঙে গেল। মাতঃ জন্মভূমি! তোকে রক্ষা করতে পারলেম না, মা! চল্লেম, কিন্তু জন্মান্তরে যেন আবার তোর বুকে এসে স্থান পাই, মা। মহারাজ! হতভাগ্য সুরথ আজ উদ্দেশ্যে জন্মের মত বিদায় নিলে; আপনাকে উদ্ধার ক'রে জীবন সার্থক ক'রে যেতে পারলেম না, এই দুঃখকে সঙ্গে নিয়ে চল্লেম। আর রঞ্জিতা! যাবার সময়ে ক্ষমা চেয়ে যেতে পারলেম না, এ শেলও বজ্রের মত বুকে গাঁথা রৈল। উঃ—আর দাঁড়াবার শক্তি নাই। এইখানে একবার বসি। [অর্দ্ধশায়িতভাবে অবস্থান] এই যে চারদিক্ গাঢ় আঁধারে ছেয়ে গেল। না—শুই। [শয়ন ও মূর্চ্ছা]

ব্যস্তভাবে রক্তাক্তদেহে রঞ্জিতার প্রবেশ।

রঞ্জিতা। এই যে—এই যে স্বদেশভক্ত বীর! বুকের শোণিত দিয়ে মাতৃপূজা শেষ ক'রে চির-নিদ্রার শীতল অঙ্কে শুয়েছ? ধন্য তুমি! সার্থক তুমি। [নাসিকায় হস্ত দিয়া] না—এখনও নিঃশ্বাস বইছে। [বক্ষে হস্ত দিয়া] এই যে এখনও স্পন্দন আছে। [সুরথের মস্তক নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া অঞ্চল দিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন]

সুরথ। [সংজ্ঞালাভে] এত হিম—শীতল-স্পর্শ কার? এ সঞ্জীবন অমিয় স্পর্শ কার? [চাহিয়া দেখিয়া চিনিতে না পারিয়া] অ্যাঁ! কে তুমি, দেবি? যদি তুমি আজ অন্য কোনও দেবি না হ'য়ে আমার রঞ্জিতা হ'তে, তা হ'লে সে ও—না—আমি যে সে দেবিকে হৃদয়-আসন থেকে নিজের হাতেই টেনে তুলে দূরে ফেলে দিয়েছি। ওঃ—

রঞ্জিতা। জীবনে মরণে তোমারই চির-সঙ্গিনী দাসী রঞ্জিতা আমি; ভাল ক'রে একবার চেয়ে দেখ, সুরথ!

সুরথ। অঁ্যা! [দুই হস্তে চক্ষুমার্জ্জনা করিয়া] না—বিশ্বাস যে হয় না। [একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে আবেগপূর্ণভাবে] ও—ঈশ্বর! তোমার মহিমাকে ধন্যবাদ! এই যে আমার রঞ্জিতা! রঞ্জিতা! ক্ষমা—রঞ্জিতা! ক্ষমা—রঞ্জিতা! ক্ষমা—

রঞ্জিতা। অমন ক'রে বেশি কথা ব'লো না এখন। তুমি এখন বড় দুর্ব্বল; এখনও রক্তস্রাব হচ্ছে।

সুরথ। আর কবে বল্‌ব, রঞ্জিতা? যদি ঈশ্বর দয়া ক'রে একটু সময় দিয়েছেন, তখন সে শুভ মুহূর্ত্ত ত্যাগ কর্‌ব কেন, রঞ্জিতা? রঞ্জিতা! আজ জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আমার একটী কথার উত্তর দাও; ঐ যে ভাবে আমার চক্ষুর দিকে চেয়ে আছ, ঠিক ঐ ভাবে চেয়ে থাক, আর বল যে, তুমি নিষ্পাপ—তুমি কলঙ্কিনী নও। তা' হ'লেই আমি এখন সুখে মর্‌তে পার্‌ব। বল—বল, আমি সেই বিশ্বাসটুকু নিয়ে চ'লে যাই। আর বেশি সময় নাই।

রঞ্জিতা। বল্‌ছি, সুরথ! তোমার আদেশ আমি জীবনে কখনই অপালন করি নাই, আজও কর্‌ব না; শোন তবে—মাথার উপরে সর্ব্বসাক্ষী অনন্ত আকাশ, আকাশে ঐ দীপ্ত সূর্য্য, আর সকলের উপরে তোমার মস্তক আমার বক্ষে, আমি যদি কায়মনোবাক্যে তোমাকেই আত্মসমর্পণ কর্‌তে পেরে থাকি, তবে আমি আজ সেই গর্ব্বে—সেই স্পর্দ্ধায় মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, আমি নিষ্পাপ—আমি নিষ্কলঙ্ক।

সুরথ। তবে রঞ্জিতা, আজ এই শুভ মুহূর্ত্তই আমাদের পরিণয়ের শেষ মুহূর্ত্ত হ'ক্, এই মুহূর্ত্তই আমাদের মিলন-বাসর চিহ্নিত ক'রে রাখুক। আ—শান্তি—র—ঞ্জি—তা! যা—ই। [মৃত্যু]

রঞ্জিতা। [উঠিয়া আসিয়া বুকের কাছে বসিয়া, মুখের দিকে তাকাইয়া] গেলে? যাও। চল, এক চিতাতেই আজ বাসরশয্যা

প্রাণেশ্বর, ঐ যে সুরবালারা তোমার জন্য বিজয়মাল্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ যে পারিজাত-সৌরভে তোমার গমন-পথ সৌরভময় ক'রে রেখেছে, তবে এস, প্রাণাধিক ! আজ আমরা সমাজের গণ্ডী পার হ'য়ে, সঙ্কোচের সঙ্কীর্ণতা লঙ্ঘন ক'রে, চির-আলিঙ্গনে বদ্ধ হ'য়ে সেই অনাবিল প্রেমের নির্ঝর-ঝঙ্কৃত প্রদেশে চ'লে যাই। তবে এস-এস, প্রাণেশ্বর ! আজ আমরা কলঙ্ক, ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, উপেক্ষার কঙ্করময় সংসার পশ্চাতে ফেলে সেই ঊর্দ্ধে—অতি ঊর্দ্ধে—প্রীতি-স্নিগ্ধ-পীযুষ-নিষ্যন্দিনী পূতমন্দাকিনীর শীতল-তরঙ্গে-বিধৌত, মিলনের শাশ্বত-মন্দিরে গিয়ে প্রেমের বাসরে ফুলশয্যা রচনা করি গে। [সুরথের বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিলেন]

সহসা ভৈরবানন্দের প্রবেশ।

ভৈরব। [বজ্রগম্ভীর স্বরে] রঞ্জিতা ! রঞ্জিতা !

রঞ্জিতা। [চমকিত হইয়া] আবার আমার এ স্বপ্ন ভাঙ্তে এসেছ কেন, কাপালিক ?

ভৈরব। ও স্বপ্নের ঐ ত তোমার শেষ। এখন এস, আমার সঙ্গে এসে, জাগ্রত স্বপ্ন উপভোগ করবে এস।

রঞ্জিতা। রমণীর এ অবস্থা দেখেও, তোর ঐ উৎকট পাপ-লালসা তোকে ছেড়ে ভ'য়ে ছুটে পালাচ্ছে না, রে পাষণ্ড ?

ভৈরব। হা-হা-হা ! তবে দেখ্। [সজোরে হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ]

রঞ্জিতা। [সহসা ক্রুদ্ধ ফণিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন] জানিস্, কুক্কুর ! রঞ্জিতার কটিতে এখনও শাণিত তরবারি ঝুলছে ? দেখ্ ! এখন আমি অরক্ষিতা নই। [বংশীধ্বনি]

সহসা উদ্যত অসিহস্তে বীরাঙ্গনাগণের প্রবেশ।

১ম বীরাঙ্গনা। কি আদেশ ?

রঞ্জিতা। সঙ্গিনীগণ! এখনি এই কামুক কুক্কুরকে এখান হ'তে নিয়ে গিয়ে ওর নাসা-কর্ণচ্ছেদ আর পাপ চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন ক'রে ফেল, আর যে হস্তে বারংবার সতী নারীর অঙ্গ স্পর্শ করেছে, সেই হস্তদ্বয় ছেদন ক'রে ছেড়ে দাও। কেবল যজ্ঞোপবীতের মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্ম পাপিষ্ঠের প্রাণনাশ করবে না।

[বীরাঙ্গনাগণ ভৈরবানন্দকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

রঞ্জিতা। [সুরথকে লক্ষ্য করিয়া] রঞ্জিতার জীবনের ঐ এক আশা—ঐ এক ভরসা—ঐ এক অবলম্বন আজ দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখের সাম্‌নে ভেঙে গেল! পিঞ্জরের পাখী আজ পিঞ্জর ভেঙে কোথায় যেন ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল! থাক্‌ল কেবল—তপ্ত অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস, দারুণ হাহাকার, আর স্মৃতির অনলময়ী মর্ম্মযন্ত্রণা! হায়, এ যন্ত্রণার অবসান এ জীবনে আর হবে না! বুকের এই জ্বলন্ত অনল এ প্রাণ থাক্‌তে আর নির্ব্বাপিত হবে না। কত আশা ক'রে কল্পনার হর্ম্ম্য রচনা করেছিলাম! কত সুখের স্বপ্ন একত্র করে প্রমোদ-কুঞ্জ রচেছিলাম, সবই আজ কালের একটী মাত্র ফুৎকারে কোথায় যেন উড়ে গেল। কঠোর দৈবের একটা অনল-নিঃশ্বাসে সে সবই আমার পুড়ে ভস্ম হ'য়ে গেল! অভাগিনী রঞ্জিতা সংসারে কেবল কাঁদ্‌তে এসেছিল, তাই কেঁদে কেঁদেই চ'লে গেল! এই অফুরন্ত আশার নবীন মুকুলগুলি সবই আজ একসঙ্গে ঝ'রে প'ড়ে গেল!

বীরাঙ্গনাগণের পুনঃ প্রবেশ।

রঞ্জিতা। এস সঙ্গিনীগণ! এই দেব-দেহ নিয়ে শ্মশান-শয্যায় শয়ন করাই গে।

[সুরথসিংহকে লইয়া সকলের নতমুখে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

শিবিরাভ্যন্তর।

হোসেন-আলি ও রংদারের প্রবেশ।

হোসেন। রংদার!

রংদার। আজ্ঞে খোদাবন্দ। মনে ক—

হোসেন। কিয়া ফুর্ত্তি বল ত আজ!

রংদার। মনে করুন, সে বেজায় রকমের।

হোসেন। আজ পাঞ্চালের যুদ্ধ-ঝঞ্ঝা থেমে গেছে, আগামী কল্যই শূরসেন সিংহাসনে বসবে, তার পরেই পিঙ্গলা রাণী—হা—হা—হা—[হাস্য] বুঝেছ?

রংদার। মনে করুন, বুঝেছি বৈ কি।

শূরসেনের প্রবেশ।

শূর। বন্দেগি, বাদ্‌সা সাহেব!

হোসেন। এস এস—খোদা তোমার মঙ্গল করুন—কালই তুমি পাঞ্চালের সিংহাসনে মহারাজ শূরসেন।

শূর। [ছলছল নেত্রে] না বাদ্‌সা-সাহেব, আমি রাজা হ'ব না, তাই আপনাকে জানাতে এসেছি। আপনি মাকে গিয়ে বলুন, আমি কিছুতেই রাজা হ'ব না।

হোসেন। সে কি!

শূর। যে রাজ্যের জন্য আমার বড় দাদাকে কুপিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে, বাবাকে কারাগারে বেঁধে রাখা হ'য়েছে, সেনাপতি মশায়ও

মারা গেছেন, আমি তেমন রাজ্যে রাজত্ব করতে চাই না। বাদ্সা সাহেব! [জানু পাতিয়া বসিয়া] আমি দুটী হাত জোড় ক'রে আপনার কাছে প্রার্থনা কর্‌ছি, আপনারা আমাকে রাজা করবার চেষ্টা কর্‌বেন না। আরও শুনুন, বাদ্সা সাহেব। কাল আমি একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি, ঠিক্ যেন দাদার সেই কাটা মুণ্ড আমার সাম্‌নে এসে আকাশে ঝুল্‌তে লাগ্‌ল, আর কট্‌মট্ ক'রে আমার মুখের দিকে চাইতে লাগ্‌ল, শেষে যেন আবার কেঁদে কেঁদে বল্লে, "শূরসেন, ভাই রে! চেয়ে দেখ্, ভাই, তোর মা আমাকে কি কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলেছে। তুই কিছুতেই এই পাপ-সিংহাসনে রাজা হ'য়ে বসিস্ নে।" এই ব'লে আবার আমার দিকে কট্‌মট্ ক'রে চাইতে চাইতে চ'লে গেল। বাদ্সা সাহেব। মা আমার কথা কিছুতেই শুন্‌বেন না; আপনি গিয়ে বলুন। ঐ—ঐ—বাদ্সা সাহেব। দেখুন—দেখুন—সেই কাটামুণ্ড। ঠিক সেই ভাবে ঐ দেখ্‌নে ঝুল্‌ছে। আমার বড় ভয় কর্‌ছে—আমি পালাই—

[ভয়ে চক্ষু ঢাকিয়া দ্রুত প্রস্থান।

বেগে জনৈক পরিচারকের প্রবেশ।

পরিচারক। আগুন—আগুন—শিবিরে আগুন ধরেছে, ঐ দেখুন, দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে—এখনি পালান—

[বেগে প্রস্থান।

[হোসেন ও রংদার একসঙ্গে ব্যস্ত ও ভীত হইয়া দাঁড়াইলেন]

হোসেন। রংদার! রংদার। চল—চল, পালাই—পালাই—

রংদার। তাই ত, তাই ত, মনে করুন—মনে করুন—

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

বেগে শূরসেনের পুনঃ প্রবেশ।

শূর। [ছট্‌ফট্ করিয়া চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে] ওরে আগুন, ওরে আগুন, কোন্ পথে পালাব, কোন্ পথে দরজা? ওমা! মাগো! মলেম গো। ঐ দিকে বুঝি দরজা আছে—যাই—ঐ দিক্ পানে ছুটে যাই—

[বেগে প্রস্থান।

ভীত-ত্রস্ত হোসেন-আলি ও পশ্চাৎ বংদারের পুনঃ প্রবেশ।

হোসেন। ইয়া আল্লা—ইয়া আল্লা। কোন দরজাই খোলা পাচ্ছি নে, যে দরজায় যাই—সেই দরজাই বাইরে থেকে বন্ধ করা। হায়! হায়! এখন কি উপায় করি, আল্লা! ঐ যে আগুন ক্রমেই দ্বিগুণ হ'য়ে উঠ্‌ল। [ইতস্ততঃ ধাবন]

বংদার। [হতবুদ্ধি হইয়া] হা আল্লা, মনে করুন, হা আল্লা, মনে করুন! মনে করুন—হা আল্লা! হা আল্লা—মনে করুন। [ছট্‌ফট্ করন]

হোসেন। ওরে কে আছিস্ কোথায়? রক্ষা কর্, রক্ষা কর্, পুড়ে মর্‌লেম—জ'লে মর্‌লেম, হায়, হায়! শেষে খোদা এই কর্‌লে! একবারে বেড়া আগুনে পুড়ে মর্‌লেম! যাই—যাই ওদিকে ছুটে যাই, না—না ও দিকেও আগুন, ঐ দিকে ছুটে যাই। ওরে না—সেদিকেও আগুন, যেদিকে যাই—সেইদিকে আগুন। আর রক্ষা নাই—এইবার আগুনের মাঝখান দিয়ে মারি দৌড়—

[ছুটিয়া প্রস্থান।

বংদার। মনে করুন্, হা আল্লা, মনে করুন হা আল্লা!

[বেগে প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

নগর-পথ।

ছিন্ননাসাকর্ণ, ছিন্ন হস্ত ভৈরবানন্দের প্রবেশ।

ভৈরব। [নাকি সুরে] উহু হু হুঃ, উহু হু হুঃ। আর যে পারিনে রে, অসহ্য—অসহ্য! প্রাণ যায়, প্রাণ যায়! ওহো হো রে, ওহো হো! জগদ্ধাত্রী, একবার চক্ষু মেলে চেয়ে দেখ; ভৈরবানন্দ কাপালিক আমি—আমার কি দুর্দ্দশা! আমি এতদিন মিথ্যা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সতীত্ব নাশ ক'রে তন্ত্র মতে সাধন কর্‌তে গিয়েছিলাম, সেই ভণ্ডামির ফল দেখ, সেই পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত দেখ। যদি কেউ আমার মত ভণ্ড তান্ত্রিক থাক, তবে আমাকে দেখে শিক্ষা লাভ কর। ওহো হো, ওহো হো! এখন এ বীভৎস মূর্ত্তি নিয়ে কোথায় যাই? লোকালয় ছেড়ে নিবিড় বনের অন্ধকারে জন্মের মত এ পাপ মুখ লুকিয়ে রাখি গে। রঞ্জিতা! তুমি আমার মা, আমাকে ক্ষমা কর।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

রাজ-প্রাসাদ।

উজ্জ্বলবেশে হাস্যমুখে পিঙ্গলার প্রবেশ।

পিঙ্গলা। পিঙ্গলার আজীবনব্যাপী ব্রতের উদযাপন কার্য্য, এতদিনে সমাধা হ'ল। সুরথসিংহের মৃতদেহ শ্মশান-ক্ষেত্রে এতক্ষণ হয় ত ভস্ম-

প্রায়। বীরসেনের প্রেতাত্মা শুষ্ককণ্ঠে জল জল ক'রে প্রেতপুরী প্রতিধ্বনিত কর্‌ছে। নির্ব্বোধ হোসেন-আলি, পিঙ্গলারাণীকে অঙ্ক-শায়িনী কর্‌বার পূর্ব্বেই অনলদেবের আতিথ্য স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন। এতক্ষণ হয় ত চাচাজী ছাই হ'য়ে বাতাসের সঙ্গে উড়্‌ছেন! রূপোন্মত্ত দুর্দান্তসিংহের অক্লান্ত শ্রমের চির উপশান্তির জন্য এই যে টাট্‌কা সর্‌বৎ পাত্রপূর্ণ ক'রে রেখে দিয়েছি, এসে উপস্থিত হ'লেই আকণ্ঠ পান—পরক্ষণেই চির-নিদ্রা। বাকী থাক্‌লেন—রাজা, রাখ্‌তে হবে। কেন না—বৈধব্যটা পালন না কর্‌লে সমাজ অন্তরালে বড় অশ্রদ্ধা কর্‌বে। আর কারারুদ্ধ উন্মাদ অথর্ব্ব রাজাকে এখন ভয়েরও কোন কারণ নাই। আর সেই ধীরসেন—কাপালিকের উপদেশ মত কাল তাকে মহাকালীর সম্মুখেই বলিদান দেওয়া হবে; কমলা তাকে নিয়ে যাতে পালাতে না পারে, সেজন্য নগরের চারিদিকে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থাও ক'রে দিয়েছি। যবন-সেনাপতি আপাততঃ পাঞ্চালেই কুমার শূরসেনের সেনাপতি হ'য়ে রাজ্যরক্ষা করবে; রঞ্জিতা-লাভের প্রলোভনেই তাকে বশ করেছি, সে-ও এই সর্ত্তে স্বীকার করেছে। ভবিষ্যতে যদি অসুবিধা বোধ করি, তবে শেষ কর্‌তে কতক্ষণ লাগ্‌বে? দুর্দ্দান্তটা এখনও ফিরে আস্‌ছে না কেন? হোসেন-আলির শিবিরে আগুন দেওয়ার ভার তারই হস্তে ন্যস্ত। এখনও কি পেরে ওঠে নি না কি? শূরসেনই বা কোথায় গেল? আজ তার অধিবাসের দিন; চার্‌দিকে বাদ্য-ধ্বনি-নৃত্য-গীত আরম্ভ হয়েছে। নির্ব্বোধ ছেলে কেবল মুখখানা ভারি ভারি ক'রে বেড়ায়। আমার এত আনন্দের পথে ঐ একটা-কেমন দুঃখের কাঁটা ছেলেটা পুঁতে রেখে দিয়েছে! সে হ'ক্—সেরে যাবে, বয়স বাড়্‌লেই সবই ঠিক হ'য়ে যাবে, এর নাম রাজত্ব!

সহসা গোরাচাঁদের প্রবেশ।

গোরাচাঁদ।— গান।

গেল তোর সাধের বাজার পুড়ে।
এত ক'রে বাঁধলি যে ঘর, গেল সে ঘর একটা দম্‌কা ঝড়ে উড়ে॥
তোর সাধের তরী সাজিয়ে বটে বাঁধলি এনে ঘাটে,
সে যে, চড়ায় ঠেকে বানচাল্ হ'য়ে চৌচির হ'ল ফেটে,
মাণিক ভেবে কালসাপ টেনে, খাব কর্‌লি গর্ত্ত খুঁড়ে॥
পাপের খেলা খেলতে ব'সে ভাব্‌লি হ'বি জয়ী,
কিন্তু কর্ম্ম দোষে দিলি শেষে পাকা ধানে মই,
এ গোরা বলে এম্‌নি কল্ 'তার পাতা আছে জগৎ জুড়ে॥

[প্রস্থান।

পিঙ্গলা। ও উন্মাত্তের প্রলাপ ত প্রায়ই শুনি, কিন্তু আজ ওর গান শুন্‌তে শুন্‌তে বুকটোর ভিতর যেন ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে উঠ্‌ল। পিঙ্গলার হৃদয় ত অত কোমলতা দিয়ে গড়া নয় যে, সহজে বিচলিত হবে। যাই হ'ক্, কিন্তু ছেলেটা আজ কোথায় গেল? দুর্দ্দান্তই বা এত দেরী ক'র্‌ছে কেন? না—ঐ যে দুর্দ্দান্ত।

হাস্যমুখে দুর্দ্দান্তের প্রবেশ।

দুর্দ্দান্ত। দাও বখ্‌শিস্, পিঙ্গলা। কার্য্য শেষ ক'রে এসেছি, হোসেন-আলির দেহ ভস্মসাৎ।

পিঙ্গলা। বখ্‌শিস্ পাবে বৈ কি, দুর্দ্দান্ত, এতদিনে আমরা যথার্থ হ নিশ্চিন্ত। নাও—এখন এই শীতল সর্ব্বৎটা পান কর; আর কখনো তোমাকে আমি হাতে ক'রে কিছু খেতে দিই নি; আজ এই প্রথম তার হাতে খড়ি। [ঈষৎ হাস্য সহকারে সরবৎ দান।

দুর্দ্দান্ত। [সর্ব্বৎ হাতে করিয়া] আ—আজ দুর্দ্দান্তের কি আনন্দের

দিন, পিঙ্গলা। মনে হচ্ছে, এ সর্‌বৎ নয়—স্বর্গসুধা। প্রাণভ'রে পান করি। [পান করিতে লাগিলেন]

পিঙ্গলা। খাও—সবটা খেয়ে ফেল, আমি আজ স্বহস্তে তোমার জন্য তৈরি ক'রে রেখেছি।

দুর্দ্দান্ত। [পানান্তে] উঃ—উঃ—[বুক ধরিয়া পতন] ওঃ—পিঙ্গলা! কি খাওয়ালে? কি খেলেম? উঃ—[যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করণ]

পিঙ্গলা। বিষ—তীব্র বিষ—কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার, বুঝ্‌লি মূর্খ? এতক্ষণে চিন্‌লি—পিঙ্গলাকে?

দুর্দ্দান্ত। ওঃ—ওঃ—পিঙ্গ—লা! শেষে—এই—[মৃত্যু]

পিঙ্গলা। হাঁ—শেষে এই, পিঙ্গলার প্রেমাকাঙ্ক্ষীর শেষ ফল এই। বর্ব্বর তুই, তাই পিঙ্গলা রাণীর প্রেম প্রত্যাশা করেছিলি। যাক্—সব সাবাড়, হত্যা-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি আজ এই পর্য্যন্ত। [বংশীধ্বনি]

সহসা দুইজন পরিচারকের প্রবেশ।

যা—বাগানের সেইখানে এই মৃতদেহটা পুঁতে ফেল্ গে।

[দুর্দ্দান্তকে লইয়া পরিচারকদ্বয়ের প্রস্থান।

দেখ্ রে সংসার! জগতে নারীশক্তি কি অতুলনীয়! নারী ইচ্ছা কর্‌লে, কি না কর্‌তে পারে? কি না দেখাতে পারে? কি না ঘটাতে পারে? মূর্খ পুরুষ! চক্ষু থাকে ত চেয়ে দেখ্।

বেগে প্রতীহারীর প্রবেশ।

প্রতী। [ত্রস্তভাবে] মহারাণি! মহারাণি! সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে, রাজকুমার শূরসেন যবন-শিবিরের মধ্যে ঢুকেছিলেন, কিন্তু সে শিবিরে আগুন লেগেছে, রাজকুমারকে আর বেরুতে দেখি নি।

পিঙ্গলা। [বিভ্রান্তে] কৈ? কোথায়? ওরে কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে!

[বেগে প্রতীহারীসহ উন্মাদিনীর ন্যায় প্রস্থান।

দশম দৃশ্য ।

শ্মশান-ক্ষেত্র ।

[প্রজ্জ্বলিত চিতা]

বীরাঙ্গনাসহ উজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দু ললাটে পবিত্রবেশা রঞ্জিতার প্রবেশ ।

রঞ্জিতা । [জানু পাতিয়া মুদিত চক্ষে করযোড়ে বসিলেন]

বীরাঙ্গনাগণ । [দুইভাগে দুইদিকে দাঁড়াইয়া]

গান ।

শ্মশান্ চিতা জ্বলি রে জ্বল্ ।
চিতার অনলে, হৃদ অনলে জ্বলিবে দ্বিগুণ হইয়ে প্রবল ॥
পতিহারা সতী করে হাহাকার,
ঝরে শতধারে নয়নেরি ধার,
(জ্বালা জুড়াইতে তার বুকের জ্বালা) (ঐ চিতানলে ঝাঁপ দিলে)
(তার প্রাণের জ্বালা, ভবের জ্বালা, সকল জ্বালা জুড়াইবে)
শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে,
প্রাণ-পতিসনে সতীর মিলন,
মরণের পারে গাঁথা একতারে,
আত্মায় আত্মায় চির-আলিঙ্গন ,—
(সেথায় বিরহ নাই) (রবে নিত্য প্রেমে বিভোর হ'য়ে)
(হবে নিত্যসুখে আত্মহারা) (সে যে নিত্য-নূতন-মধুর-মিলন)
হবে চির শান্তিময়, চির মধুময়—চির সুধাময় জীবন কেবল ॥

[রঞ্জিতা উঠিয়া চিতাকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন, তৎক্ষণাৎ বেগে চণ্ডবেগের প্রবেশ ও পশ্চাৎ হইতে রঞ্জিতার অঞ্চল ধারণ। সহসা প্রেমচাঁদ আসিয়া চণ্ডবেগের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন।]

চণ্ড। উঃ—[ভূতলে পতন]

প্রেমচাঁদ। [চণ্ডবেগের বক্ষে চাপিয়া বসিয়া বারংবার ছুরিকা বিদ্ধ করিতে করিতে] পাপিষ্ঠ! নরাধম! পশু! এই তোর উপযুক্ত শাস্তি!

চণ্ড। উঃ—উঃ—যাই—[মৃত্যু]

প্রেমচাঁদ। [উঠিয়া] শেষের দিনে সেই সেখানে গিয়ে কৈফিয়ৎ দেবার একটা সূত্র প্রেমচাঁদ আজ সংগ্রহ কর্‌লে। যাই, পিঙ্গলারাণী ছেলেকে বাঁচাতে সেই জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়েছে, এইবেলা মহারাজকে কারামুক্ত কর্‌বার চেষ্টা করি গে।

[দ্রুত প্রস্থান।

অপর দিক্ দিয়া সদ্যদগ্ধ পুত্রের বীভৎস দেহ স্কন্ধে করিয়া অর্দ্ধদগ্ধদেহে উন্মত্তা পিঙ্গলার প্রবেশ।

পিঙ্গলা। হা—হা—হা—ঠিক হয়েছে—আমারও ঠিক হচ্ছে! ওরও ঠিক হয়েছে—সকলের সব সব ঠিক হ'য়ে যাচ্ছে! [আরক্ত চক্ষে অস্বাভাবিক ভীষণ দৃষ্টি করিতে করিতে বিকট রবে] হাহা হা, [কিঞ্চিৎ পরে] হা হা হা!! [ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া সভয়ে তীব্রস্বরে] ওরে কে তুই? কে তুই? আমাকে ভয় দেখাতে মহাশূন্যে ঝুল্‌ছিস্, কে তুই? কি—কি? বীরসেনের প্রেত-আত্মা? হা-হা-হা—আবার তুই কে? দুর্দান্ত! আকাশ সমান লম্বমান্ বিকট আকৃতি তুই দুর্দান্ত? হা হা হা! ওকি? ওদিকে একটা চিতা জ্বল্‌ছে কেন? সেই চিতার চারদিকে ঐ যে সব প্রেতগণ খিল্ খিল্ ক'রে হাস্‌ছে কেন? এ সব কেন?

শূরসেন আমার এখনি রাজা হবে, এই যে যাদুকে আমার রাজপোষাক পরিয়ে এনেছি—তবে তার সিংহাসনে কে অমন ক'রে আগুন জেলে দিলে? কার এমন সাহস হ'ল? সে বুঝি পিঙ্গলীরাণীকে চেনে না? হাঁ-হা—হা। এখন খাব, খাব, বড় খিদে—বড় খিদে, সব খেয়েছি—তবুও পেট ভরে নি। এত বড় একটা রাজ্যি গ্রাস কর্লেম, তবুও খিদে গেল না? শেষে খিদের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে এই দেখ—নিজের ছেলেটাকে পর্য্যন্ত—হা হা হা বুঝ্লি? এমন ভয়ঙ্কর খিদে। কিন্তু—বুঝতে পারছিনে—ধরতে পারছিনে কে আমার এই সাজান বাগান চক্ষের পলক ফেল্‌তে-না-ফেল্‌তে এসে পুড়িয়ে দিয়ে চ'লে গেল। ওরে—ডুবে গেল ডুবে গেল—ঘাটে এসে নৌকা ডুবে গেল! কত তুফান কাটিয়ে ঘাটে এসে নৌকা ডুবে গেল! [সহসা চমকিত হইয়া] ঐ আগুন—ঐ আগুন, ঐ—ঐ আমার শূরসেন আগুনের মধ্যে ছটফট্ করছে, ঐ—ঐ পুড়ে ম'ল পুড়ে ম'ল, ওরে কে কোথায় আছিস, ছুটে আয়—ছুটে আয়—হা হা হা—হা হা হা।

[বেগে প্রস্থান।

পূর্ণানন্দ কমলা ও ধীরসেনের প্রবেশ।

পূর্ণা। চেয়ে দেখ, মা! এই মহাশ্মশান—এই মানব জীবনের লীলাখেলার এইখানেই পরিসমাপ্তি। মানব-জীবনের শেষ বিশ্রাম স্থান এইখানেই। মানবের জীবন-নাটকের যবনিকা-পতন—এইখানেই। তার পর আবার নবজীবন লাভ, আবার নূতন সংসার—নূতন খেলা আরম্ভ।

কমলা। আরও সুন্দর, গুরুদেব! ভেদাভেদের চির-সমন্বয় এই মহাশ্মশান, ক্ষুদ্র অহঙ্কারের দর্পচূর্ণ—এই মহাশ্মশান, ক্ষুদ্র স্বার্থের ভীষণ তাড়নার উপশান্তি—এই মহাশ্মশান! ওই—ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, রাজা-প্রজা, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, এ সমস্ত একসঙ্গে মিশে ঐ দেখুন ধোঁয়া

হ'য়ে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে; আহা হা, কি সাম্য নীতির উদাহরণ মানবের চোখের উপরে সাজিয়ে রেখেছ, দয়াময়! মানুষকে সংসারের অসারতা বুঝিয়ে দেবার জন্য কি সুন্দর উজ্জ্বল চিত্রখানি লোকলোচনের সমক্ষে দিবানিশি ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছ, দয়ালচাঁদ! হরি! হরি! হরি!

দয়ালচাঁদের প্রবেশ।

দয়াল। তবুও কাণা মানুষগুলো ও দেখে কৈ? বোকারা তবুও দেখে বোঝে কৈ? দেখে তাদের সে চোখ ফোটে কই? ভুল ভাঙে কৈ?

গোরাচাঁদের প্রবেশ।

গোরা। সে ভুল ভাঙ্‌তে দাও কৈ, ঠাকুর? সে ভুল ভাঙ্‌বার পথে যে তুমি একটা কর্ম্মফলের প্রকাণ্ড বেড়া দিয়ে আট্‌কে রেখেছ। জন্মান্তরের কর্ম্মফলই জন্মান্তরে গিয়ে অদৃষ্ট সেজে কর্ম্মফল বিতরণ ক'রে বেড়াচ্ছে, এ ব্যবস্থাটা যে তোমারই হাতে গড়া, ঠাকুর; নতুবা এই পাঞ্চাল-রাজ্য আজ এমন শ্মশান হ'য়ে যাবে কেন? রাজপুত্র বীরসেন, সেনাপতি সুরথসিংহ, এরা এ জন্মে কি মহাপাপ করেছিল যে, এদের পরিণামটা এমন ভাবে গড়াল? কারণ ঐ এক সেই জন্মান্তরের কর্ম্মফল। তবে অত্যুৎকট পাপ-পুণ্যের ফলাফলটা সময়ে সময়ে এক জন্মেই মানুষকে ভোগ কর্‌তে দেখা যায় বটে; পাপিনী পিঙ্গলা, কাপালিক, পাপিষ্ঠ দুর্দ্দান্ত, চণ্ডবেগ প্রভৃতিই তার জাজ্বল্য প্রমাণ। তোমার এই রকমারী খেয়ালের ভাব এক তুমিই জান, ঠাকুর। আমাকে "অদৃষ্ট" ক'রে সৃষ্টি করেছ, ব্রহ্মাণ্ডের যত কর্ম্মফলের বোঝা এই দুর্ব্বল অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে ব'সে রঙ্গ দেখ্‌ছ। তাই তোমার উপরে—ঠাকুর, মনে বড় একটা রাগ চেপেছিল, সেইজন্যই ছদ্মবেশে গোরাচাঁদ নাম ধ'রে এসে এই পাঞ্চাল-রাজ্যে তোমার পুরাণো নিয়মটা একদম পাল্‌টে দেবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেছিলাম; চোখে আঙ্গুল দিয়ে সবাইকে

সচেতন কর্‌তে দিবারাত্র ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু ঠাকুর! কোন ফলই পাই নি। তোমার ঘুরণ-চক্রে ঠেকে সব চুর্‌মার হ'য়ে গেছে। ধন্য ঠাকুর তোমার চক্র! তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম। [প্রণাম]

পুরঞ্জন ও প্রেমচাঁদের প্রবেশ।

প্রেম। ঐ দেখুন, মহারাজ! বড় রাণীমা, ধীরসেন, গুরুদেবের সহিত ঐ দাঁড়িয়ে আছেন। চলুন, কাছে যাই।

পুর। দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ নে, ওরে স্বর্গ! যে সব দেবদেবীরা দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁদের অঙ্গের জ্যোতিতে যে আমার চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছে! এখানে আমাকে নিয়ে এলি কেন? আমাকে সেই পিঙ্গলার কাছে নিয়ে চল্‌, সেই অন্ধকার স্যাঁৎসেতে মুড়িপচা-গন্ধ ভরা জায়গায়ই আমার স্থান। এখানে আমি তিষ্ঠুতে পার্‌ব কেন?

ধীরসেন। মা! মা! ঐ যে বাবা এসেছেন।

কমলা। স্বামিন্‌! প্রভু! নারী-জীবনের প্রত্যক্ষ দেবতা! প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রণাম করণ]

পুর। কর কি—কর কি? তোমার গায়ের আগুনের আঁচে আমার পা পুড়ে যাবে যে!

[কমলা রাজার পদধূলি গ্রহণ করিলেন]

পুর। অ্যা—একি! চোখের আবরণটা কোথায় উড়ে গেল? একি দেখ্‌ছি? কমলা! কমলা! এই কি স্বর্গ? এর নামই কি পুনর্জন্ম?

পূর্ণানন্দ। এ পুনর্জন্মই বটে, মহারাজ! মহাদেবী কমলার করস্পর্শে তোমার দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছে। তোমার সরল প্রাণে যে কালিমার দাগ পড়েছিল, আজ সে দাগ ঐ মন্দাকিনীর পূতধারায় ধৌত হ'য়ে গেল। এখন অবশিষ্ট জীবনটা ঐ দেবী-সংসর্গে থেকে ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত ক'রে দাও গে।

প্রেম। বাঃরে! বেশ হ'ল, ও স্পর্শমণি ছুঁলেই ত দেখ্‌ছি, সোণা হ'য়ে যাওয়া যায়। তবে দে মা! দে, এই অধম সন্তান প্রেমচাঁদকে একবার পদধুলি দে—আমিও সোণা হ'য়ে যাই। [কমলার পদধুলি গ্রহণ] এই যে দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছি। আর ত আমি সংসারে নাই—এ যে পূর্ণানন্দময়ী সচ্চিদানন্দ-পুরী।

কমলা। আবার কি খেলা খেলাতে আরম্ভ কর্‌লি, রে দয়ালচাঁদ? আবার জালে জড়াবি ব'লে জাল পেতে বস্‌লি না ত?

দয়াল। জাল ছেঁড়্‌বার যে অস্ত্র তোর হাতে আছে, তাতে আর জড়াবার ভয় কি তোর আছে, মা? এখন চল্‌, মা যশোদে! সকলকে নিয়ে আমরা আবার সেই বৃন্দাবনধামে গিয়ে নূতন খেলায় মাতি গে। পাঞ্চালের "অদৃষ্ট" নাটকের শেষ যবনিকা এইখানেই পতিত হ'ক্‌।

[সহসা গোরাচাঁদের "অদৃষ্ট" মূর্ত্তি ধারণ]

অদৃষ্ট।— গীত।

এবার সাঙ্গ হ'ল রে "অদৃষ্ট" নাটক-অভিনয়।
দৃশ্যে দৃশ্যে নানা দৃশ্যে পেলে নাট্যের পরিচয়॥
কত সাজে সেজে সেজে কত অভিনেতা এল,
(আবার) কত রসের অভিনয় ক'রে তা'রা চ'লে গেল,
(কত) পাপ-পুণ্যের দৃশ্যপটে পূর্ণ ছিল রঙ্গালয়।
নব-রস-রসিক চূড়ামণি,
এ নাট্যের নটবর তিনি,
(ভাবে) ভাবে-বিভোর ভাবুক অঘোর,
কবে হবে রে তার চরণে লয়॥

[যবনিকা-পতন]